প্রকাশক :
বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পক্ষে
শ্রীসুরেন নিয়োগী,
সাধারণ সম্পাদক
২০৩।২বি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার
নিউ ভারতী প্রেস
২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

বাইণ্ডার :
ক্লাসিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১।৫, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—১৯৬০ (সেপ্টেম্বর)

বাড়ি বসে কাজ
(Heimarbeit)

কুড়ি দৃশ্যের নাটক

বাড়ি বসে কাজ

চরিত্রলিপি

হিবল্লি: স্বামী, ৪০
মার্থা: স্ত্রী, ৩৫
মোনিকা: বড় মেয়ে, ১০
উরসেল: ছোট মেয়ে, ২
দুধের বাচ্চা (পুতুল)

স্থান
এক ছোট শহরের বাইরে একটি বাড়ি।

ভাষা
দক্ষিণ জর্মন।

দৃশ্যসজ্জা বিষয়ে
কেবলমাত্র ফ্ল্যাট্স্ ব্যবহার্য। দর্শকের চোখের সামনে খোলা মঞ্চে দৃশ্যসজ্জা পালটানো হবে। প্রয়োজনবোধে প্রোজেকশন। মূলত বস্তু থাকবে খুব কম। দৃশ্য অলঙ্করণ থাকবে না।

উরসেল চরিত্র বিষয়ে
ছোট বাচ্চা অভিনয় করতে পারে না। সে কেবল উপস্থিত থাকতে পারে। তার কোন 'কাজ' নেই; শুধু নির্দেশ আছে, কখন তাকে উপস্থিত থাকতে হবে। যখন সে উপস্থিত থাকবে তখন সে মোটামুটি যা খুশি তা-ই করতে পারে, বা কোনো-কিছু না-ও করতে পারে। তাকে কেবল মঞ্চে অভ্যস্ত হতে হবে। সে যেন এমন কোনো আচরণ না করে যা দেখলেই বোঝা যায়, সে মঞ্চে আনকোরা নতুন।

পরিচালনা বিষয়ে
ইনটারভাল = অস্বাভাবিক দীর্ঘ নীরবতা। সময়ের নির্দেশ যেন কখনোই অগ্রাহ্য না করা হয়।

প্রথম দৃশ্য

হিবল্লি বাড়িতে কাজে ব্যস্ত। ঠোঙায় বীজ ভরছে। কুইনটাল মাপের বেশ কয়েকটা বস্তা চারদিকে দাঁড় করানো। একটা ছোট মাপের কৌটোয় করে বীজ নিয়ে সে ঠোঙায় ভরছে। এই সব ঠোঙা বাজারে বিক্রি হয়। এক এক করে পঞ্চাশটা ঠোঙা ভরে সেগুলোর মুখ জুড়ে দিচ্ছে।

হিবল্লি কাজ করছে একদম বাঁধা লয়ে, অর্থাৎ বেশি দ্রুত নয়, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সে কাজ করছে নিখুঁত পরিকল্পিত সঠিক লয়ে। কাজের সময় সে কদাচিৎ মুখ তুলে তাকায়।

হিবল্লি খুঁড়িয়ে চলে। সে একটি দুর্ঘটনায় পড়েছিল, মাত্র এই ক দিন আগেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে।

হিরল্লি প্রায় মাঝারি লম্বা, রোগা, চল্লিশের মতো বয়সী। কাজের সময় চশমা ব্যবহার করে।

রান্নাঘরের মাঝখানে রাখা পুরনো ধরনের জলের টাব-এ মার্থা সবচেয়ে ছোট মেয়ে উরসেলকে স্নান করাচ্ছে। মার্থা বাচ্চাটাকে স্নান করাচ্ছে, তাড়াহুড়ো করে, দায়সারা গোছের, তেমন নিখুঁত করে নয়, তেমন মমতায় নয়। অভিনয়কালে যেন লক্ষ থাকে এই দায়সারা তাড়াহুড়ো ভাবের উপর।

মোনিকা স্কুলের পড়া করছে। 'পাখি' বিষয়ে রচনা লিখতে লিখতে বানান করে এক একটা শব্দ উচ্চারণ করছে। লেখার ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

এই সমস্ত কাজকর্মে এত সময় লাগানো হবে যাতে সমস্ত ব্যাপারটা দর্শকের কাছে ছবির মতো লাগে। প্রত্যেকের কাজ স্পষ্টতই ভিন্ন ধরনের।

সংলাপের প্রথম কথাটি উচ্চারণের আগে তিন মিনিট সময় যাবে। এই দৃশ্যের সারা সময় জুড়ে রেডিও চলবে, রেডিওতে সংগীত ও বক্তৃতা।

হিরল্লি। খাবার কী আছে?
মার্থা। মোনিকাকে জিজ্ঞেস কর।
হিরল্লি। মোনিকা, খাবার কী আছে?
মোনিকা (শুনতে পেল না)।
হিরল্লি। খাবার কী আছে?
মোনিকা। দুপুরের আলু আছে। মাংস আর নেই।
মার্থা। ডিম আছে?
মোনিকা। আছে।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

মোনিকা। বড় পাখিদের পাখনাকে ডানা বলে।...
হিরল্লি। তাহলে আমরা কী খাব?
মার্থা। আলু আর ফ্রায়েড এগ্‌স্‌। ঝাড়পোঁছ করতে হলে আমি খাবারের ভাবনা ভাবতে পারি না, তখন তা তোমাদেরই করে নিতে হবে।
মোনিকা। আর আমরা কী খাব?
মার্থা। পুডিং। যদি দুধ থাকে।
মোনিকা। দেখব?
হিরল্লি। তুমি তোমার পড়া কর। চুপ করে বসে থাকো।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

মোনিকা। হৃদ্‌মন্‌স্‌ বানান কী?
হিল্ডি। কী—
মোনিকা। হৃদ্‌-মন্‌স্‌।
হিল্ডি। বল দেখি ওটার বানান কী।
মার্থা। আমি এখন উরসেলকে চান করাচ্ছি।
হিল্ডি। কিসে লাগবে তোমার?
মোনিকা। আজকের গানে ছিল। এয়ার-হা-ইপসিলোন-টে-হা-এম্‌-উ-এস্‌।
হিল্ডি। কিসব শেখে।
মোনিকা। কিন্তু বানানটা বলবে তো···
মার্থা। আর জ্বালিয়ো না, পড়া কর।
হিল্ডি। কি যে সব শেখে। আমরা ওসব শিখিনি।
মার্থা। বাসন ধুয়ে রাখতে বলেছিলাম। রেখেছ?
মোনিকা। অনেকক্ষণ।
মার্থা (নীরবতা)। বাড়ি ফিরে যেন আবার আমাকেই বাসন নিয়ে বসতে না হয়।

(উরসেলকে স্নান করানো শেষ করে তাকে একটা বড় তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে মার্থা তাকে মোনিকার দিকে এগিয়ে দেয়।)

মার্থা। নাও। ঢাকা থাকে যেন। আমি রান্না করতে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মার্থার গায়ে কেবল অন্তর্বাস। উরসেল-কে যে টাব-এ স্নান করিয়েছে, এবার তাতেই মার্থা গা-হাত-পা ধুচ্ছে। টাবটা দিয়ে বেসিনের কাজ চলে যায়।

হিল্ডি এখনও তার কাজ করে চলেছে। ফাঁকে ফাঁকে মস্ত একটা কাপে চুমুক দিচ্ছে। এখন আর রেডিও চলছে না। দৃশ্যটি চলবে পাঁচ-ছ মিনিট ধরে। দীর্ঘ ইনটারভাল।

হিল্ডি। তোমার ওজন বেড়েছে।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হিল্ডি। তুমি মুটিয়ে গেছ।
মার্থা। ও আবার কমে যাবে।

হিবল্লি। বেশ একটা ভুঁড়ি হয়েছে।
মার্থা। কোথায়?
হিবল্লি। বেশ একটা ভুঁড়ি।
মার্থা। অন্য দিকে তাকাও, তাহলেই আর দেখতে পাবে না।
হিবল্লি। এতটুকু নড়াচড়া করবে না!
মার্থা। আমি! নড়াচড়া করি না!

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হিবল্লি। একটা স্নানঘর করতে যা খরচ লাগে! নতুন ফ্ল্যাটগুলোতে ফ্ল্যাটের সঙ্গেই একটা করে থাকে। আজকাল আর স্নানঘর ছাড়া ফ্ল্যাট তৈরি হয় না। পায়খানার মতো একটা করে স্নানঘরও থাকে।
মার্থা। তোয়ালেটা দেবে? উনুনের ওখানে ঝুলছে।
হিবল্লি (উঠে গিয়ে মার্থাকে তোয়ালে এগিয়ে দিল। তারপর মার্থার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।) ভুঁড়ি আর বুক. দুটোই বেড়েছে।
মার্থা। সব আবার কমে যাবে, দেখ।

(হিবল্লি নিজের জায়গায় ফিরে যায়, কাজ করে চলে।)

মার্থা। একটু কফি হবে?
হিবল্লি। আগে বললে পারতে।
মার্থা। সামনে যাই দেওয়া হবে, গিলে বসে থাকবে।
হিবল্লি। বেশ রাত হয়েছে। শুতে যাও। আমি আসছি।
মার্থা। গা ধুলেই আমি কেমন যেন ক্লান্তি বোধ করি।

নীরবতা।

হিবল্লি। তুমি আমার কথা কিছু জানতেই চাও না।
মার্থা। গা ধুলেই আমি কেমন যেন ক্লান্তি বোধ করি।
হিবল্লি। বিয়ে দেখে শুনে করতে হয়।
মার্থা। সারাদিন ধরে লোকের বাড়ি পরিষ্কার করতে হলে দেখতাম!
হিবল্লি। সে তো করো হপ্তায় একবার!
মার্থা। দুবার।
হিবল্লি। আর আমি প্রত্যেকদিন এখানে বসা!
মার্থা। তুমিও ক্লান্ত হতে পার। হবারই কথা। তুমি একটা ভালো চাকরি করলে আমাকে লোকের বাড়ি পরিষ্কার করার কাজে যেতে হত না।

হিবল্লি। অর্থাৎ যা করছি এটা কিস্‌সু নয়?
মার্থা। পুরুষের কাজ বাড়ির বাইরে।
হিবল্লি। আমি কিভাবে রোজগার করি, সেটা আমার ব্যাপার। আমাকে আবার সুস্থ হয়ে উঠতে হবে।
মার্থা। নেশা না করলে তো আর মোপেড থেকে পড়তে না। আর মোপেড থেকে না পড়লেই হাসপাতালে যেতে হত না, খোঁড়াতেও হত না, সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো কথাই উঠত না।
হিবল্লি। কিছুতেই কিছু হয় না। আমি যদি বিছানায় শুয়ে পড়ে বলতাম, আমার অসুখ করেছে, তাহলেও তো তুমি কিছু করতে পারতে না।
মার্থা। এখন তো চেষ্টা করে দেখতে পার। এখন তো আর তুমি অসুস্থ নও।
হিবল্লি। আর কটা দিনের ব্যাপার।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হিবল্লি। এই, একটুখানি হবে নাকি? একটুখানি হোক না।
মার্থা। খাটতে খাটতে হয়রান হয়ে এসে তারপর আর একটুও হয় না!
হিবল্লি। তোমার কাছে চাওয়াই বৃথা।

তৃতীয় দৃশ্য

হিবল্লি শোবার ঘরে ঢোকে, আলো জ্বালে, পোশাক ছাড়ে। মার্থা জেগে যায়। দৃশ্যে মোট সময় লাগবে তিন থেকে চার মিনিট।

মার্থা। বিছানা খুঁজে বার করতে কি আলো লাগে নাকি? আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে তো!
হিবল্লি। আমি একটু খবরের কাগজ পড়ব।
মার্থা। কাল পড়ো। তোমারই তো খবরের কাগজ। এখন ঘুমোনোর সময়।
হিবল্লি। তুমি ঘুমোতে চাও, ঘুমোও না। ঘুম পেলে সবখানেই ঘুমোনো যায়, একটু আলো জ্বললে কিছু আসে যায় না।
মার্থা। যা বলব তাতেই ওঁর অপমান হয়।
হিবল্লি। একবার একটু হবে নাকি? তাহলে আলো নিভিয়ে দেব।
মার্থা। একেবারে ছেলেমানুষ!
হিবল্লি। তোমার এ ব্যাপারে কেমন যেন একটা আপত্তি আছে, মনে হচ্ছে?
মার্থা। বলছি তো, আমি ক্লান্ত। ক্লান্তির সময়ে ওসব ভালো লাগে না।

হিবল্লি। ও তো সবাই বলতে পারে। ওটা কোনো যুক্তি নয়।
মার্থা। তুমি কিছু বুঝতে চাও না, সেটাই তোমার দোষ।

চতুর্থ দৃশ্য

হিবল্লি আর মার্থা সবজি বাগানে কাজ করছে। হিবল্লি একটা জালের ছাঁকনি দিয়ে মাটি থেকে পাথরকুচি আলাদা করছে। মার্থা স্ট্রবেরির চারা পুঁতছে। এই দৃশ্যের মোট সময় সাত থেকে আট মিনিট।

মার্থা। ভাবলাম, তুমি তো ঠিকই জানতে পারবে। ওটা এড়ানো যাবে না। [নীরবতা।] অনেক দিন আগের কথা। বিপদ যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর তা নিয়ে কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই।
হিবল্লি। কখন?
মার্থা। আমি পোয়াতি বলে ঐভাবে তাকিও না। নভেম্বর মাসে। সত্যি কথা। তুমি তখন হাসপাতালে।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হিবল্লি। আমি হাসপাতালে, আর তুমি তারই সুযোগ নিলে।
মার্থা। সুযোগ আমি নিইনি। কারণ কোনো বদ মতলব আমার ছিল না।
হিবল্লি। এত প্রেম যে পেটে একটা বাচ্চা পয়দা না করলে চলছিল না!
মার্থা। আমার কোনো বদ মতলব ছিল না। আমি এ চাইনি।
হিবল্লি। আমি হাসপাতালে পড়ে, কিচ্ছু জানি না।
মার্থা। বলছি তো, আমার কোনো বদ মতলব ছিল না। সুযোগ যদি কেউ নিয়ে থাকে, আমার উপর নিয়েছে, আমি যে বিশ্বাস করেছিলাম। তাতে আমার কোনো লাভ হয়নি। আমি খুব পরিষ্কার করে ধুয়েছিলাম, তাতেও কাজ হয়নি। বোধ হয় উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম বলে। ওতেই বেশি পোয়াতি হয়।
হিবল্লি। আমরা তো কখনো অমন করিনি।
মার্থা। লোকটা তাই চেয়েছিল। তুমিও চাইলে আমার সঙ্গে ঐ ভাবে করতে পার। যদি কেউ জানাশোনা থাকত, যাকে শতখানেক দিলে কিংবা অমনিতেই করে দিত, তাহলে আমি ঠিকই জঞ্জাল খালাস করিয়ে নিতাম।
হিবল্লি। হাজারখানেকের কমে হয় না। ঐটেই বাকি ছিল, কোথাকার কার আপদের জন্য এক হাজার গচ্চা।
মার্থা। আমিও তাই ভেবেছি। ওটা আমরা করব না। ঐ এক হাজার আমাদের

অন্য কাজে লাগবে। ও কাজে ঐ খরচার কোনো মানে হয় না। [নীরবতা।] একটা শিশু মানে তো কোনো সর্বনাশ নয়। একটা বাচ্চা হলে অন্য অনেকে খুশি হত। [নীরবতা।] যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন আর রাগ করে কী করবে!

হির্বাল্লি। আমি যে-বাচ্চার বাবা নই তাকে নিয়ে আমার কি মাথা ব্যথা?

মার্থা। ঠিক কথা। জন্মালে অবৈধ সন্তান বলে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেব। তাতে দত্তক দিতে আমাদের সুবিধে হবে। কোনো অ্যামেরিকান কিংবা নিগ্রোকে দত্তক দিয়ে দেব, একই তো ব্যাপার।

হির্বাল্লি। যদি তেমন কাউকে পাও, তবেই তো।

মার্থা। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই হবে।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হির্বাল্লি। আমার মা সাধারণ একটা উল বোনার কাঁটা দিয়ে তিনবার পেট খালাস করেছিল। বাবার কাছে শুনেছি, বাবা প্রায়ই বলত।

মার্থা। উল বোনার কাঁটা দিয়ে? কেমন করে?

হির্বাল্লি। উল বোনার কাঁটা দিয়ে।

মার্থা। আমিও চেষ্টা করে দেখতে পারি। উল বোনার কাঁটা আমারও আছে। বাচ্চারা ঘুমোক।

পঞ্চম দৃশ্য

রাত। মার্থা ড্রয়ার ঘাঁটছে। হির্বাল্লি এখনও কাজ করে চলেছে। দৃশ্যটি চলবে পাঁচ-ছ মিনিট ধরে।

হির্বাল্লি। কী খুঁজছ?

মার্থা। চেষ্টা করেই দেখা যাক না। বসে বসে ভাবার চেয়ে চেষ্টা করে দেখাই তো ভালো।

(মার্থা ড্রয়ার থেকে একটা উলের কাঁটা বার করে; তারপর সোফায় গিয়ে বসে স্কার্টটা টেনে ঊরুর ওপরে তুলে নেয়, জাঙ্গিয়াটা টেনে পা বরাবর নামিয়ে দেয়।)

হির্বাল্লি। আগে ওটা ডিসইনফেক্‌ট্‌ করে নিতে হবে, নয়তো তোমার ঘা-টা হয়ে যেতে পারে।

(হিবল্লি উঠে দাঁড়ায়, মার্থার কাছে এগিয়ে যায়, সিগারেট লাইটার জেবলে তার শিখার উপর উলের কাঁটার ডগাটা ধরে।)

হিবল্লি। এই নাও, সাবধান, গরম আছে।
মার্থা (কাঁটাটা নিতে নিতে)। চলে যাও, এখান থেকে। তোমায় আর হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে হবে না।
হিবল্লি (নিজের কাজে ফিরে যায়)। একেবারে সামনে খোঁচাও। ব্যথা না পেলে খুঁচিয়ে যাও। ব্যথা পেলে আর খুঁচিও না, তার মানেই ওটা অন্য কিছু। যেখানে ডিমটা আছে, সেইখানে খুঁচিয়ে ঢুকিয়ে দেবে।
মার্থা। কত যেন জান। জরায়ুর মুখ আগে খুলতে হবে, তারপর অন্য কথা।
হিবল্লি। আমি তো আর মেয়েমানুষ নই। তোমারই ভালো জানবার কথা।
মার্থা। ওখানে কিছু টের পাওয়া যায় না।
হিবল্লি। আরো মন দিয়ে দেখ।
মার্থা। কিচ্ছু টের পাচ্ছি না।
হিবল্লি। তার মানে ঠিক ভিতর অবধি পেঁছিও নি, তাই। ওটা অনেক পিছন দিকে, ওখানে এমনিতে পেঁছিনো যায় না।
মার্থা (শিউরে চিৎকার করে উঠে)। নাঃ, ওখানে হয়। লাগছে। [আবার যন্ত্রণা।] কিছু পাচ্ছি না, শুধু ব্যথা লাগছে।
হিবল্লি। যেখানটায় নরম লাগবে, সেইখানে।
মার্থা। বকেই তো যাচ্ছ, তার চেয়ে নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখ না। তুমি হয়ত পারবে। [নীরবতা। মার্থা চেষ্টা করে যায়।] একটা বাচ্চার জন্যে আমি নিজেকে বিঁধে মারতে পারব না।
হিবল্লি। আসলে তুমি ভিতু।
মার্থা। চলে এসে তুমিই কর না। আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি অত তাড়াহুড়ো করব না।
হিবল্লি। আমার হাত পাকা নয়। এসব কাজে পাকা হাতের দরকার।
মার্থা। সে তো আমারও নয়। [নীরবতা।] এইবার একটা কিছু হয়েছে, হিস্ করে শব্দ হল যেন। এবার হতেই হবে।
হিবল্লি। ওটাই হবে।
মার্থা। আবার কিছু টের পাচ্ছি না। আরো ভেতরে চলে যাচ্ছে।
হিবল্লি। খুঁচিয়ে ঢোকাও। আরো খোঁচাও।

(মার্থা তাই করে। অনেকটা সময় যায়। শেষে ও কাঁটাটা বার করে। সেটার দিকে তাকিয়ে দেখে।)

মার্থা। শুধু রক্ত। দেখ।

হিবল্লি (মার্থার কাছে এসে কাঁটাটা খুঁটিয়ে দেখে)। ঠিকই লেগেছে। এবার বেরুবে। সাবধান।

মার্থা। তাহলে একটা ন্যাপকিন জড়াই, নয়তো রক্তে সব ভেসে যাবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হিবল্লি গ্যারেজ-এ জ্বালানি কাঠ কাটছে। কয়েক টুকরো একসঙ্গে কেটে নিয়ে অন্যগুলোর ওপরে রাখছে। গ্যারেজ-এর দেওয়ালে হেলানো মোপেড। মার্থা ঢোকে বাইরে যাবার পোশাক পরে, পূর্ণ গর্ভবতী, হাতে একটা ছোট স্যুটকেস। দৃশ্যটি চলবে পাঁচ-ছ মিনিট ধরে।

মার্থা। তোমার মোপেডটা একটু দেবে?

হিবল্লি। তারপর তো সারাটা সময় হাসপাতালের সামনে দাঁড় করানো থাকবে। দেবে কেউ চুরি করে, ব্যস্ হাওয়া।

মার্থা। তুমি কাল নিয়ে এস, ততক্ষণে বাচ্চাটাও হয়ে যাবে। তুমি দেখেও আসতে পারবে।

হিবল্লি। ঐ বাচ্চা দেখতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।

মার্থা। যদি আমায় দেখতে আস, আমার পড়বার মতো একটা ম্যাগাজিন নিয়ে এস।

হিবল্লি। কী আনব?

মার্থা। একটা বুন্টে কিংবা ডী কুইক্।

হিবল্লি। ও তো হাসপাতালেই পড়ে থাকে। সেকেন্ড ক্লাসের বারান্দায় টেবিলের ওপর। নিজেই তুলে নিতে পার।

মার্থা। তবে আমার জন্যে কয়েকটা কমলা লেবু কিংবা ফলের রস নিয়ে যেও। তেষ্টা পেলে খাব। এক হপ্তা পরেই ফিরে আসব। কেউ আমার খোঁজ করলে বলো, আমি হাসপাতালে গেছি, বাচ্চা হবে। বলো, এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসব। তোমার মোপেডটা দেবে?

হিবল্লি। বাচ্চাটা বাড়িতে হলে আর ওখানে যেতে হত না।

মার্থা। সব খরচ তো দেবে হেল্থ্ ইনসিওরেন্স্, সেটা উশুল করে নিই।

হিবল্লি। বাচ্চাটা তো আমার নয়। তাও সব খরচ দেবে?

মার্থা। সব দেবে। কোথাও তো আর লেখা নেই যে বাচ্চা তোমারই হতে হবে। ওরা সব দেবে, মোনিকা আর উরসেল-এর বেলায় যেমন দিয়েছিল। তোমার মোপেডটা দেবে?

হিবল্লি। ওটা কিন্তু চত্বরের ভিতরে রাখবে, যেখানে ডাক্তারদের গাড়ি থাকে। বাইরে রাখবে না, তাহলেই হাওয়া হয়ে যাবে।

মার্থা। ভিতরে পাঁচিলের ধারে রেখে দেব, যাতে তুমি সহজেই খুঁজে পাও।

চাবিটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও। আমার খোঁজ করলেই ওরা ঠিক বলে দেবে, আমি কোথায় আছি। ওরা যদি তোমাকে বাচ্চাটা দেখায়, তুমি একটু খুশি ভাব দেখিও। আমি চাই না, হাসপাতালে কোনো কথা উঠুক। ওখানে নার্স-রা আছে। ওরা আমার সম্বন্ধে যা-তা ভাববে।

হিব্লি। আমার কাছ থেকে কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না। আমার কী আসে যায়?

মার্থা। তাই তো, ওদের ওসব জানবার দরকার নেই। আমাদেরই কিছু আসে যায় না। তা নিয়ে অন্যের আবার মাথাব্যথা কেন? পরে অবৈধ বলে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেব, তাহলে দত্তক দেবার সময় অসুবিধা কম হবে।

হিব্লি। বাপটা কে যদি জানতে, তাহলে অন্তত খোরপোশ পাওয়া যেত। তার মানেই স্পষ্ট ব্যাপার—অর্থপ্রাপ্তি।

মার্থা। ওসব ভেবে লাভ নেই। ওখানে কোনো প্রাপ্তিযোগ নেই। কোনো দিন নয়। সে কথা হয়ে গেছে।

হিব্লি। অর্থাৎ তার পিছনে কিছু একটা আছে।

মার্থা। ঠিক বলেছ, ওর পিছনে কিছু একটা আছে। তুমি তো জানবেই, ওর পিছনে কিছু একটা আছে। তুমি যে ছিলে সেখানে!

হিব্লি। বাপটা কে তুমি জান না, সেটা জানা কথা।

মার্থা। আমি জানি না, বাবা কে। আর তুমি সব জান। আর আমি যা বলব, তার একটা কথাও তুমি বিশ্বাস করবে না।

হিব্লি। আমি এখন কাঠ কাটব।

মার্থা (মোপেড-এর কাছে গিয়ে ক্যারিয়ারে স্যুটকেসটা আটকে রেখে)। আমার জন্যে কটা কমলালেবু নিয়ে যাবে?

হিব্লি। তোমার মোপেড চালানোর লাইসেন্স্ নেই।

মার্থা। আমি তো চালাতে জানি। তুমিও তা জানো। তাছাড়া আমি আরেক জনের মতো মাতালও নই। আমি চালাতে পারি।

হিব্লি। ও তো সবাই বলে। তারপর একটা ভাঙচুর হয়।

মার্থা। কক্ষনো না।

মার্থা মোপেড চালিয়ে রওনা হয়ে যায়।

সপ্তম দৃশ্য

মার্থা হাসপাতালে শুয়ে। হিব্লি ওর বিছানার কাছে বসে। তার পরনে পরিষ্কার স্যুট। হাতে একটা ঠোঙা ধরে আছে। দৃশ্যটি চলবে তিন-চার মিনিট ধরে।

হিব্লি। এই তোমার কমলালেবু। দু পাউন্ড। এগুলোর ভিতরের রঙ লাল।

মার্থা। নাইট-বক্‌স্‌-এর ওপর রাখ। জায়গাটা চমৎকার, তাই না?

হিবল্লি। মোপেড-এর চাবিটা দাও।

মার্থা। নাইট-বক্‌স্‌-এ আছে। ড্রয়ারে। পাঁচিলের সামনে আছে, যেমন কথা হয়েছিল। [নীরবতা।] বাচ্চাটা দেখেছ?

হিবল্লি। কেউ কিছু বলেনি।

মার্থা। ছেলে হয়েছে। বেশ মিষ্টি। তবে মাথার ওপর দুটো বড় বড় আব আছে। তাছাড়া ভালোই।

হিবল্লি। মাথার ওপর কোথায়?

মার্থা। মাথার ওপর।

হিবল্লি। বিকলাঙ্গ।

মার্থা। ঐ আব দুটোই, তাছাড়া আর কিছু নয়। ওগুলোও ঠিক হয়ে যাবে, ডাক্তার বলেছে।

হিবল্লি। হাইড্রোসেফ্যালাস হলে মরে যাবে। ওতে সবাই মরে।

মার্থা। ওসব কিচ্ছু না। শুধু দুটো আব। এখন তোমাকে গিয়ে দেখতে হবে না। বাড়িতে গেলেই তো দেখতে পাবে। আমি শুক্রবার চলে আসব। ছেলেটাকে হয়ত আরো কিছু দিন থাকতে হবে। আমি শুক্রবার চলে আসছি—একেবারে পাকা।

হিবল্লি। আমি তাহলে যাই।

মার্থা। আমি শুক্রবার আসছি।

হিবল্লি। মাথায় যদি আব থাকে, তাহলে তো ও বিকলাঙ্গ।

মার্থা। ও ঠিক হয়ে যাবে।

হিবল্লি। আমার তখনই মনে হয়েছিল, ও ঠিক হবে না।

অষ্টম দৃশ্য

আবার বাড়িতে। মার্থা বাচ্চাটাকে নেংটি জড়িয়ে দিচ্ছে। হিবল্লি তার কাজ করছে। মোনিকা বাসন ধুচ্ছে। দৃশ্যটি চার-পাঁচ মিনিট ধরে চলবে।

হিবল্লি। ওটা বিকলাঙ্গ। ওকে কেউ দত্তক নেবে না।

মার্থা। মাথার ওপরের আব দুটো ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার বলেছে। তুমি দেখে নিও। ওরকম প্রায়ই হয়।

হিবল্লি। মোনিকা আর উরসেল তো স্বাভাবিক ছিল। এই বাচ্চাটার বাপেরই গোলমাল!

মোনিকা। আমাদের মাথায় আব নেই।

হিব্লিঃ। তোদের মাথায় কোনো দিনই আব ছিল না। ওর মতো। ওর বাপটার মাথায়ও নিশ্চয়ই আব আছে।
মার্থা। মোটেও না।
মোনিকা। কোন্ বাবা?
মার্থা। বোকার মতো প্রশ্ন করিস না। বাসন ধোয়া শেষ কর্, ফেলিস না কিছু।
হিব্লি। প্রত্যেক বাচ্চারই বাবা থাকে। আর বাচ্চা হয় বাবার মতো। সেটাই বিজ্ঞানসম্মত।
মার্থা। এসব ব্যাপারে ওটা খাটে না।
মোনিকা। তোমার মাথায় কোনো আব নেই। মায়েরও না।
হিব্লি। একমাত্র ওরই মাথায় আব।
মার্থা। আমার তো মনে হয়, উলের কাঁটা দিয়ে খোঁচাখুঁচি করাটাই উচিত হয়নি।
হিব্লি। যা পার না, করতে যাওয়া কেন?
মার্থা। সেটা আগেই খেয়াল হওয়া উচিত ছিল। বুদ্ধিটা তো তোমার মাথাতেই এসেছিল।
হিব্লি। আমি তো শুধু একটা পরামর্শ দিয়েছিলাম, রেহাই পাবার একটা পথ, ব্যস্!
মোনিকা (হিব্লি-কে)। তুমি কি মাকে উলের কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়েছিলে?
মার্থা। যা বুঝিস না, তা শুনতে হবে না।
হিব্লি। বোঝাই যাচ্ছে, কেন তুমি ওর বাপের কথা বলতে চাও না।
মোনিকা। কোন্ বাবা?
হিব্লি। ঐ ওর। [মোনিকা হতভম্ব।]
মার্থা। প্রত্যেক বাচ্চার একটা বাবা থাকে, সেটা সবাই জানে। ওর বাবা হচ্ছে ওর পাপা। এবার বাসন ধোয়াটা শেষ কর।
হিব্লি। আমার বাচ্চাদের জানা উচিত তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাচ্চাদের কাছে আমি কোনো খারাপ ধারণা তুলে ধরতে চাই না।

নবম দৃশ্য

মার্থা আর হিব্লি এক বিছানায়। অন্ধকার। বাচ্চাটা চিৎকার করছে। এই দৃশ্য চলবে চার-পাঁচ মিনিট ধরে।

হিব্লি। আমি ঝগড়ুটে নই।
মার্থা। কেউ কি বলেছে তোমায় ঝগড়ুটে হতে হবে?
হিব্লি। তুমি বুঝতে পারছ না।

মার্থা। তাহলে চুপ করে থাক।
হিবল্লি। আমি কি কিছু বলেছি? [নীরবতা। বাচ্চাটা চিৎকার করছে।] আমার বাচ্চারা এত চেঁচায় নি।
মার্থা। ও অসুস্থ, তাই। এ তো সহজ কথা।
হিবল্লি। ও সবসময়ই চেঁচাচ্ছে। সেটাই অস্বাভাবিক।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

মার্থা। তুমি বাচ্চাটাকে দেখতে পার না।
হিবল্লি। বাচ্চাটার তো কোনো দোষ নেই। ওকে দেখতে না পারার কি আছে?
মার্থা। সেই কথাই তো হচ্ছে। বেচারা বাচ্চাটা, জন্মে গেছে, যে ভাবেই হোক।
হিবল্লি। একটা বাচ্চাকে দেখতে না পারার কোনো যুক্তি নেই।
মার্থা। আমিও তো তাই বলছি।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হিবল্লি। আজ আসব?
মার্থা। যদি না আবার বাচ্চাটাকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠ।
হিবল্লি। ও চেঁচালে আমার বিরক্ত লাগে। সেটা স্বাভাবিক।
মার্থা। ব্যথা পেলে চেঁচাবে, সেটাও তো স্বাভাবিক। সেখানে তো কিছু করবার নেই। তুমি কান দিও না। আমি তো কান দিই না। ও চেঁচায়, আমি কান দিই না। তোমার কোনো সদিচ্ছাই নেই। তুমি সবসময় কেবল সবচেয়ে খারাপ দিকটাই খুঁজে বার করবে।
হিবল্লি। বাচ্চাটা আমায় বাধা দেয়।
মার্থা। কান দিও না।

দশম দৃশ্য

হিবল্লি ছুটির দিনের সাজে। মোনিকা আর উরসেলও। ওরা মাটিতে খেলছে। মার্থাও রবিবারের সাজে, বাচ্চার প্র্যাম ঠেলে নিয়ে আসে। এই দৃশ্য চলবে চার-পাঁচ মিনিট ধরে।

মার্থা। আমাকে যদি আবার বলতে হয়, নোংরা মাখবে না, তাহলে কিন্তু আমরা বাড়িতেই থাকব।

(বাচ্চারা মাটি ছেড়ে উঠে পড়ে।)

হিল্লি। ও যদি আমাদের সঙ্গে যায়, আমি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি না।
মার্থা। আবার শুরু করলে।
হিল্লি। ওকে বাড়িতে থাকতে হবে।
মার্থা। ওরও তো একটু খোলা হাওয়া দরকার। ও কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।
হিল্লি। ওকে বাগানে বের করে দাও।
মার্থা। ওর রোদ লাগা দরকার, তাহলেই আবগুলো মিলিয়ে যাবে, ডাক্তার বলেছে।
হিল্লি। ওকে তাহলে রোদ্দুরে রেখে দাও। ও সঙ্গে গেলে আমি বেরোচ্ছি না। লোকে বলবে, ঐ চলেছে সেই গুষ্টি, ওদের সঙ্গে প্র্যাম-এ জারজ বাচ্চা, তার মাথায় আব।
মার্থা। আমি তো কাউকে বলিনি।
হিল্লি। আমিও না।
মার্থা। তুমি নিশ্চয়ই মোনিকাকে বলেছ। বাচ্চারা সব কথা বলে বেড়ায়।
মোনিকা। আমি কী বলেছি?
মার্থা। কিচ্ছু না।
হিল্লি। মোনিকার জানা দরকার, ওর সঙ্গে বাচ্চাটার কী সম্পর্ক।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

মার্থা। যদি বৃষ্টি হয়।
মোনিকা। এবার থামবে? পথে যেতে যেতে বাকি কথা সেরে নিও।
মার্থা। বৃষ্টি হতে পারে।
হিল্লি। ওকে খোলা জানালার পাশে রেখে দিও। তাহলেই হবে।
মার্থা। আজ রবিবার, তাই। আজ একটু শান্তি চাই, শুধু সেইজন্য।

মার্থা জানালা খুলে দেয়, প্র্যামটা জানালার পাশে রাখে। তারপর ওরা বেরিয়ে যায়।

একাদশ দৃশ্য

পরিবারটিকে দেখা যায় এক বীয়ার-গারডেন-এ। মোনিকা আর উরসেল টেবিলে নেই, ওরা খেলছে। এই দৃশ্য চলবে তিন-চার মিনিট ধরে।

মার্থা। ঠাণ্ডা পড়েছে।
হিল্লি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

মার্থা। মোনিকা, উরসেল, এদিকে আয়। জ্যাকেট গায়ে দে। ঠাণ্ডা পড়েছে, সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

(বাচ্চারা কথামতো আচরণ করে।)

মার্থা। চল, বাড়ি যাই। ছেলেটা জানালার পাশে রয়েছে। যদি গায়ের ঢাকাটা ফেলে দিয়ে থাকে, ওর ঠাণ্ডা লাগবে, অসুখ করবে।
হির্বাল্লি। আমার বীয়ারটা শেষ করতে দাও।
মার্থা। আমি তো বলিনি, তোমার বীয়ার শেষ করতে পাবে না।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

মার্থা। হির্বাল্লি, তুমি যদি এইরকমই করে চল, তবে তোমার কপালে দুঃখ আছে।
হির্বাল্লি। আমার কপালে কোনো দুঃখই থাকতে পারে না।
মার্থা। তোমার কপালে দুঃখ আছে হির্বাল্লি। এত দুঃখ পাবে যে তখন কপাল চাপড়াবে।
হির্বাল্লি। বীয়ারটা শেষ করতে চেয়েছি তাই দুঃখ পেতে হবে?

দ্বাদশ দৃশ্য

আবার বাড়িতে। হির্বাল্লি বসে কাজ করছে। মার্থা মেঝে মুছছে। দিনের বেলা। এই দৃশ্য চলবে চার-পাঁচ মিনিট ধরে।

মার্থা। আমি তোমার এখান থেকে চলে যাব। আমি তোমায় ছেড়ে যাব।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হির্বাল্লি। বাচ্চাদের মায়ের দরকার।
মার্থা। সে কথা সবাই জানে।
হির্বাল্লি। তাহলে থাকো।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

মার্থা। আমারও একটা মানসম্মান আছে, হির্বাল্লি। বাচ্চাটার ব্যাপারে তুমি আমাকে যেভাবে ক্রমাগত হেনস্থা করে চলেছ, আমি আর সহ্য করব না। আমি কেন ওসব হজম করব?

হিবল্লি। আমি কি কিছু বলেছি?
মার্থা। ওসব বোঝা যায়, হিবল্লি।
হিবল্লি। ওকে দত্তক দেওয়া যাচ্ছে না। ও আমাদের ঘাড়েই থাকছে।
মার্থা। এর আগেও একবার হয়েছে, আমি তোমাকে ছেড়ে চলে গেছলাম। আমি অন্য একজনের সঙ্গে চলে গেছলাম। তারপর যখন ফিরে এসেছিলাম, তখন কিন্তু তুমি কিছুই বলনি।
হিবল্লি। ওসব ভুলে যাওয়া যায়। তুমি তো ফিরেই এসেছিলে। একটা বাচ্চাকে ভুলে যাওয়া যায় না, বিশেষত সেটা যদি সারাক্ষণ চেঁচায়।
মার্থা। একটা সময় ও চেঁচানো বন্ধ করবে। ডাক্তার বলেছে, ওর যন্ত্রণা হয়।
হিবল্লি। ওটার সময় হয়ে এসেছে, তাই।
মার্থা। তুমি যদি বাচ্চাটাকে মেনে না নাও, তাহলে আমি চলে যাব। তুমি আমাকে অপমান করে যাবে, তা আমি হতে দেব না। আমি কেন তা মানব? বাচ্চাটা আমার চেয়ে বেশি দিন বাঁচবে। তাই এই ব্যাপারটাও কোনো দিনই শেষ হবে না।
হিবল্লি। তোমার জায়গায় আমি হলে আমি চলে যেতাম না।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

হিবল্লি কাজ করছে। মার্থা ঢোকে একটা স্যুটকেস নিয়ে। তার গায়ে ওভারকোট। এই দৃশ্যটি চলবে পাঁচ-ছ মিনিট ধরে।

মার্থা। আলমারিতে একশো মার্ক রইল। আমি পঞ্চাশ নিয়েছি। গেঞ্জি-আনডারওয়্যার-ও আছে আলমারিতে। সব ধোয়া। বিছানার চাদরপত্তর সব ধোয়া, পালটানো। স্কুল থেকে ফিরে মোনিকা যেন বাসনগুলো ধুয়ে নেয়।
হিবল্লি। যাচ্ছ?
মার্থা। সব সাফসুফ আছে, আর একশো মার্ক রইল।
হিবল্লি। আর বাচ্চারা?
মার্থা। তুমি জান, আমি ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। আমার মা-বাবার ওখানে কেবল আমারই জায়গা হবে।
হিবল্লি। ওঁরা জানেন, তুমি আসছ?
মার্থা। আমি লিখে দিয়েছি। আমি বসবার ঘরে ঘুমোবো।
হিবল্লি। যে বাচ্চা দুটোর আমি বাবা, তারা এখানে থাকতে পারে। ছেলেটাকে তুমি নিয়ে যাও।
মার্থা। আমি কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাব না। কারণ আমি পারব না।

হিবল্লি। তুমি আমাকে অসুবিধেয় ফেলছ।
মার্থা। আমি তোমাকে সাবধান করেছি, তুমি শুনতে চাওনি।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হিবল্লি। তোমার ছেলে অসুস্থ। ওর জ্বর।
মার্থা। ঠাণ্ডা লেগেছে। ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার ডেকো। ওষুধ কিনে দিও। আলমারিতে টাকা আছে। হয়ে যাবে।
হিবল্লি। উপদেশ দেওয়াটা তোমার ভালোই আসে।
মার্থা। মোনিকা রইল। ও রাঁধতে পারে, গোছগাছ করতে পারে। তোমাদের চলে যাবে। আমি তোমার মোপেডটা নিচ্ছি। কাল নিয়ে এস। ওটা বাগানে থাকবে। চাবিটা গায়েই লাগানো থাকবে। ভিতরে এস না, কোনো ফল হবে না।

প্রস্থান

চতুর্দশ দৃশ্য

হিবল্লি, মোনিকা আর উরসেল সন্ধ্যায় খেতে বসেছে। এই দৃশ্য চলবে পাঁচ-ছ মিনিট ধরে।

মোনিকা। মা আবার কবে আসবে?
হিবল্লি। সে তোকে নিজেই জিজ্ঞেস করে বার করে নিতে হবে।

দীর্ঘ ইনটারভাল। ওরা খেয়ে চলে।

মোনিকা। সেই যে মা আগের বার চলে গেছল, সেবার অনেক দিন আর আসেনি।
হিবল্লি। তিন মাস।
মোনিকা। মা আমাকে আর কী করতে বলেছে, বললে না তো?
হিবল্লি। বলেছে বাসন ধুয়ে রাখতে।
মোনিকা। সে আমি কখন করে রেখেছি। কিন্তু মা কেন চলে গেল, সেটা বলে যায়নি কেন? আমি কোথায়ও গেলে বলে যাই, কখন ফিরব।
হিবল্লি। আমাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না, তাই।
মোনিকা। কেন?
হিবল্লি। ছেলেটার জন্যে ফ্রাই বানিয়ে রেখেছিস?

মোনিকা। প্যান-এ আছে। এবার ওকে খাইয়ে দিই, নইলে ঠান্ডা হয়ে যাবে।
হির্বাল্ল। আগে নিজে খেয়ে নে।
মোনিকা। মা না থাকলেও আমি ভালোই রাঁধি, কি বল? [নীরবতা।] তোমার ভালো লাগছে?
হির্বাল্ল। কেন লাগবে না?
মোনিকা। ওকে খাওয়াবার সময় এখানে নিয়ে আসব?
হির্বাল্ল। ওকে শোবার ঘরেই রাখিস। ওখানে বাতাস পায়, শব্দ নেই।
মোনিকা। কিন্তু ঠান্ডা।
হির্বাল্ল। বিছানায় কারো শীত করে না। [নীরবতা।] নে, শেষ কর্। শোবার সময় হয়ে গেছে।
মোনিকা। আমি এখনই শুতে যেতে পারব না। আমাকে যে বাসন ধুতে হবে।
হির্বাল্ল। কাল করলেই হবে।
মোনিকা। সব শুকিয়ে থাকবে, তখন আর তোলা যাবে না।
হির্বাল্ল। তুই জেগে থাক, উরসেল শুতে যাক। আমার কাজ আছে।

পঞ্চদশ দৃশ্য

হির্বাল্ল সোফায় বসে। সামনে একটা খবরের কাগজ খুলে বসে হস্তমৈথুন করছে। গভীর রাত। রেডিও চলছে। অবশেষে বাচ্চাটা চেঁচাতে শুরু করে। এই দৃশ্য চলবে দু-তিন মিনিট ধরে।

মোনিকা (নেপথ্যে)। [নীরবতা।] বাবা, ও চেঁচাচ্ছে।
হির্বাল্ল। তাহলে দেখ্ কি হয়েছে। ঢেকে ঢুকে দে, নয়তো টুপিটা পরিয়ে দে। আমি কাজ করছি। আমি একটু শান্তি চাই।

ষোড়শ দৃশ্য

হির্বাল্ল কাজে বসেছে। রেডিও চলছে। বাচ্চাটা কাঁদছে। গভীর রাত। মোনিকা শোবার পোশাকে ভিতরে আসে। এই দৃশ্যটি চলবে ছ-সাত মিনিট ধরে।

মোনিকা। বাবা, ও জেগে উঠেছে।
হির্বাল্ল (শুনতে পায়নি)।
মোনিকা। ও চেঁচাচ্ছে, বাবা।

হিবল্লি। কান দিস না, ঘুমো।
মোনিকা। ওর লেপটা বোধ হয় সরে গেছে।
হিবল্লি। ঢাকাই আছে। আমি ঢেকে দিয়েছি। একটু আগে। তুই ঘুমো, ওর অসুখ করেছে। তুই ওদিকে যাস নে, ছোঁয়াচ লাগবে। তুইও অসুখে পড়বি। তোরও মাথায় আব হবে। যে ওর কাছে যাবে, তারই অসুখ করবে।
মোনিকা। ওর কী হয়েছে?
হিবল্লি। খারাপ রোগ। ও মরবে। ছোঁয়াচে রোগ। [নীরবতা।] কী চাস?
মোনিকা। হিসি করব।
হিবল্লি। তাহলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, সেরে নে, তারপর ঘুমিয়ে পড়। জলটা গরম আছে?
মোনিকা (টাব-এ হাত দিয়ে দেখে)। ঠাণ্ডা।
হিবল্লি। তাহলে একটু জল বসিয়ে দে।
মোনিকা। আমি তো সব ধুয়ে ফেলেছি।
হিবল্লি। যা বলছি কর্, তারপর কেটে পড়্।
মোনিকা। তোমার গরম জল দরকার হলে আমি বসিয়ে দিচ্ছি। [জল বসায়।] তোমাকে একটু কফি করে দেব?
হিবল্লি। হিসি করে ঘুমোতে যা। জলদি। কাল অনেক কাজ আছে। তোকে সকাল সকাল উঠতে হবে।

(মোনিকার প্রস্থান। দীর্ঘ ইনটারভাল। হিবল্লি কাজ করছে। মোনিকা আবার ফিরে আসে।)

মোনিকা। গুট নাখ্ট্।*
হিবল্লি। চট করে ঘুমিয়ে পড়। ভালো করে ঘুমো।

মোনিকার প্রস্থান। দীর্ঘ ইনটারভাল। হিবল্লি কাজ করছে। অনেকক্ষণ পর সে উঠে দাঁড়ায়, হাত দিয়ে জলটা পরীক্ষা করে। তারপর একটা ছোট আলমারির ভিতর থেকে হাতমুখ ধোওয়ার সেই টাবটা বের করে আনে। সেটাকে রাখে প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের অবস্থানে। তাতে প্রথমে গরম জল ঢালে, তারপর ঠাণ্ডা জল। অনেকবার জলের উত্তাপ পরীক্ষা করে। তারপর বেরিয়ে যায়। প্র্যাম নিয়ে ফিরে আসে। বাচ্চাটা কাঁদছে। হিবল্লি বাচ্চাটাকে প্র্যাম থেকে তুলে নেয়। পরবর্তী কাজগুলো যথাসম্ভব এমন ভাবে করতে হবে যাতে দর্শক বাচ্চাটা (অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে, পুতুলটা) দেখতে না পায়। হিবল্লি বাচ্চাটাকে টাব-এর মধ্যে শোয়ায়, স্পঞ্জ বুলিয়ে পরিষ্কার করে, নিখুঁত

*ইচ্ছাকৃত ভুল, বোধ হয় বাচ্চার মুখ দিয়ে বলানো বলে।—অনুবাদক।

নিপুণতায়। তারপর বাচ্চাটাকে টাব-এর জলে চুবিয়ে হত্যা করে। বাচ্চাটাকে টাব-এর মধ্যে ফেলে রেখেই সে উনুনের পাশে রাখা তোয়ালে দিয়ে হাত মুছল। তারপর আবার টাব-এ হাত ডুবিয়ে হিব্লিল্ল বাচ্চাটাকে বার করে আনল, শুকনো করে তার গা মুছিয়ে দিল, মৃতদেহটা আবার প্র্যাম-এ শুইয়ে দিল। তারপর সব গোছগাছ করল—টাব-এর জল ঢেলে ফেলে দিল, স্পঞ্জ সরিয়ে জায়গামতো রাখল, ইত্যাদি। তারপর প্র্যামটা শোবার ঘরে ঠেলে নিয়ে গেল। ফিরে এসে কলে হাতদুটো সাবান দিয়ে ধুয়ে আবার কাজ করতে শুরু করল।

সপ্তদশ দৃশ্য

একটা ছোট লীজ-নেওয়া বাগানে। হিব্লিল্ল আর মার্থা একটা ছোট টেবিলে বসে। সুন্দর দিন। হিব্লিল্লর পরনে কায়দাদুরস্ত পোশাক। এই দৃশ্য চলবে তিন-চার মিনিট ধরে।

মার্থা। শীতের আগেই বাবাকে এই বাগান ছেড়ে দিতে হবে। রেল কোম্পানি নোটিস দিয়েছে। ওরা এখানে বোগি ধোওয়ার প্লাণ্ট বসাবে।

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হিব্লিল্ল। মার্থা, ফিরে এস। তোমার ছেলে মারা গেছে।
মার্থা। ওকথা কেন বলছ?
হিব্লিল্ল। কারণ, ও মারা গেছে। ওকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে। ওর নিউমোনিয়া হয়েছিল, আমি যেমন বলেছিলাম।
মার্থা। বেচারা শিশু।
হিব্লিল্ল। আমিও তাই বলেছিলাম। এবার বাড়ি এস। সবই কপালের ফের। অত রাগারাগির দরকারই ছিল না।
মার্থা। না।
হিব্লিল্ল। বাড়ি এস। বাচ্চাদের কথা একবার ভাবো। ওদের তো মা-কে চাই। আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না।
মার্থা। তোমাকে দেখে তো অসুস্থ মনে হচ্ছে না।
হিব্লিল্ল। দেখে বোঝা যায় না।
মার্থা। এখানটা বেশ সুন্দর। শান্ত।
হিব্লিল্ল। আমাদের বাড়িতেও তো একটা বাগান আছে।

অষ্টাদশ দৃশ্য

মার্থা আর হিবল্লি বাড়ি আসছে সামনের বাগানের মধ্য দিয়ে। মার্থার হাতে তার স্যুটকেস। মোনিকা আর উরসেল-ও আসছে। ওরা সবাই মিলে গিয়ে মাকে নিয়ে এসেছে। প্রথম দিকে বাচ্চারা একটু পেছনে থাকবে। একটা ক্রস-এর সামনে এসে মার্থা দাঁড়িয়ে পড়ে। এই দৃশ্য চলবে তিন-চার মিনিট ধরে।

মার্থা। ওটা কী?
হিবল্লি। একটা ক্রস।
মার্থা। বাচ্চাটা কি ওখানেই?

দীর্ঘ ইনটারভাল।

হিবল্লি। আমি চাইনি জানাজানি হোক।
মার্থা। শান্তিতে মরেছে তো?
হিবল্লি। আমি ওর দম বন্ধ করে ওকে মেরেছি।
মোনিকা (এগিয়ে এসে)। ক্রসটা তোমার পছন্দ হয়েছে? আমি নিজে হাতে বানিয়েছি।
মার্থা। খুব সুন্দর বানিয়েছিস।
মোনিকা। কুকুরটা আগেই না মরে গিয়ে থাকলে আমরা ওটাকে সারিয়ে তুলতাম। কিন্তু ওটা তখন মরে গেছে।
মার্থা। কুকুরটা!
হিবল্লি। বাড়ির সামনে একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়েছিল। বাচ্চারা সেটাকে পায়। ওরা কুকুরটাকে এখানে কবর দিতে চাইলে আমি অনুমতি দিয়েছি। একটা বাস্টার্ড। কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছিল।
মোনিকা। ওটার কোনো মালিক ছিল না। কেউ ওটার খোঁজ করতে আসেনি। বাবা কবরটা বানিয়েছে, আর আমি ক্রসটা। ফুলগাছগুলোও আমার লাগানো।
মার্থা। যা তো, ভিতরে গিয়ে একটু কফি বানা। বাবা একটা কেক এনেছে।
মোনিকা (প্রস্থান)।
মার্থা। কেউ যদি ওর কথা জিজ্ঞেস করে?
হিবল্লি। আমরা এক অ্যামেরিকানকে দিয়ে দিয়েছি। দেখাশোনা করতে। তারপর সে আর এদিকে আসেনি। অ্যামেরিকাতে ফিরে গেছে বোধ হয়।
মার্থা। কেউ বিশ্বাস করবে না।
হিবল্লি। আমি বোকা নই। ঠাট্টা করছিলাম। ওটা সত্যিই একটা কুকুরের কবর। খুঁড়ে দেখতে পার।
মার্থা। তোমার মাথায় যত বদ বুদ্ধি আসে, হিবল্লি।

ঊনবিংশ দৃশ্য

মার্থা আর হিবল্লি কবরখানায়। সুন্দর পোশাকে সজ্জিত। বাচ্চারাও তাই। ওরা একটা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে। ঠিকমতো কবর গড়ার আগে কাজ চলা গোছের যেমন ক্রস থাকে, তেমনি একটি কাঠের ক্রস। এই দৃশ্য চলবে দু-তিন মিনিট ধরে।

হিবল্লি। এই যে।
মার্থা। সুন্দর। একটা সুন্দর কবর।
মোনিকা। বাড়িতে আমার ক্রসটা আরো সুন্দর।
মার্থা। চুপ করে থাক। কবরখানায় বকবক করে না। প্রার্থনা কর্।

(মোনিকা প্রার্থনা করে। হিবল্লি আর মার্থা একপাশে সরে যায়।)

মার্থা। মরবার সময় কষ্ট পেয়েছিল?
হিবল্লি। আমি ওকে স্নান করাচ্ছিলাম। তখনই ও জলে ডুবে যায়। পুলিশ এসেছিল। আমাকে জেরা করেছিল। স্ত্রী ছাড়া একা স্বামীর পক্ষে তিনটে বাচ্চা দেখাশোনা করা বেশ কঠিন। সেটা ওরা বোঝে। ওরা বলে, এটাকে বড় জোর অজ্ঞতাজনিত হত্যা বলা যায়। আমি আগে কোনো অপরাধের জন্য শাস্তি পাইনি বলে তেমন কিছু হবে না।
মার্থা। ঐটেই বাকি ছিল, স্বামীর জেলে যাওয়া।
হিবল্লি। বাচ্চাটা জলে ডুবে মারা গেছে। আমি তো আর একসঙ্গে সবদিকে নজর রাখতে পারি না।

(মার্থাও প্রার্থনা শুরু করে।)

হিবল্লি। অন্য যে কোনো মৃত্যুর মতোই একটা মৃত্যু।

বিংশ দৃশ্য

সন্ধ্যা। সকলে রান্নাঘরে। মার্থা টেবিল পরিষ্কার করছে। হিবল্লি কাজ করছে। মোনিকা আর উরসেল খেলছে। এই দৃশ্যটি চলবে চার-পাঁচ মিনিট ধরে।

মার্থা। তোরা এখনই শুতে না গেলে মজা টের পাবি। সাতটার পর সব বাচ্চারা শুয়ে পড়ে।
মোনিকা। তুমি যখন এখানে ছিলে না, তখন তো আমাদের রোজই শুতে দেরি হয়েছে।

মার্থা। এখন আমি আবার এসেছি। এখন আবার নিয়ম মেনে চলতে হবে।
হিবল্লি। মা যা বলছে, তাই করবি।
মার্থা। তোরা লক্ষ্মী মেয়ে না হলে আমি আবার চলে যাব।
মোনিকা। তুমি কি আবার রান্না করবে?
মার্থা। নিশ্চয়ই। এখন আবার সব নিয়মমতো হবে।
মোনিকা। কাল কী রাঁধবে?
মার্থা। পর্ক-এর একটা পদ আর ক্রাউট। এবার কিন্তু শুতে যেতে হবে।
মোনিকা। গুট্ নাখ্ট্।
মার্থা। চট করে ঘুমিয়ে পড় তো। কাল আবার সকালে উঠতে হবে, মনে থাকে যেন।

(মোনিকা উরসেলকে নিয়ে চলে যায়।)

দীর্ঘ ইনটারভাল।

মার্থা। কাল সব ধুতে হবে। সব নোংরা হয়ে আছে। এক গাদা কাচতে হবে। খাটুনির অন্ত থাকবে না কাল।
হিবল্লি। তুমি ফিরে এলে ওটা একটা সুবিধে।

(মার্থা টাব-এ নতুন করে জল ঢালে।)

হিবল্লি। গা ধোবে?
মার্থা। হ্যাঁ, পরিষ্কার থাকাটা সবচেয়ে বেশি দরকার। তুমিও গা ধুয়ে নাও না, তুমি বড় নোংরা।
হিবল্লি। গরম জল আর আছে?
মার্থা। একটু বসিয়ে দাও না।

(মার্থা গা ধোবার জন্য জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলে। হিবল্লি কাজ ছেড়ে উঠল, উনুনে জল বসাল, তারপর মার্থার কাছে গেল।)

হিবল্লি। তুমি ফিরে এসেছ। (হিবল্লি মার্থার গায়ে হাত বোলায়।)
মার্থা। আগে গা ধোও তো। তুমি বড় নোংরা।

খামার-বাড়ি
(Stallerhof)

তিন অঙ্কের নাটক

খামার-বাড়ি

চরিত্রলিপি

চাষী
চাষী-বৌ
বেপ্পি
সেপ্
একটি কুকুর

মঞ্চসজ্জা বিষয়ে

অত্যন্ত সংযত। শুধু সেট-এর অংশ। প্রতিটি অঙ্কের দৃশ্যগুলি পর পর ঘটবে। ওয়ার্কিং লাইট। অন্ধকার কিংবা প্রয়োজনবোধে আলোর পরিবর্তন কেবলমাত্র অঙ্কের শেষে।

পরিচালনা বিষয়ে

এ নাটকের সবচেয়ে বড় সমস্যা, একটি কুকুর এই নাটকের অভিনয়ে অংশ নেয়। ব্যবস্থা হবে এই রকম : প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে কুকুরটি একা সেপ্-এর সঙ্গে থাকবে। তাছাড়াও অন্য সময় কুকুরটি সেপ্-এর সঙ্গে মাঝে মধ্যে থাকলে ভালো হয়। তবে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেহেতু ঐ অংশগুলির কথা কুকুরের আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করে নিতে হবে।

ভাষা

ভাষা বাভারিয়ার আঞ্চলিক ভাষা। দক্ষিণ জর্মানির বাইরে অভিনয়কালে বাভারিয়ার উচ্চারণের বিশেষ ঝোঁক ও তার ব্যাকরণ অনুকরণীয়। ভাষাটি সেক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবেই ব্যবহার করতে হবে।

নীরবতা বিষয়ে

চাষীদের কাছে যে নাটক পরিবেশিত হবে তা স্বচ্ছ এবং বোধগম্য হবে নীরবতার নির্দেশগুলি কঠোর ভাবে মেনে চললে।

—— = প্রায় পাঁচ সেকেন্ড নীরবতা।
সংলাপের মধ্যে নীরবতা = প্রায় দশ সেকেন্ড নীরবতা।
স্বগতবচনের মধ্যে নীরবতা = অন্তত পক্ষে কুড়ি সেকেন্ড নীরবতা।
দীর্ঘ নীরবতা = অন্তত পক্ষে ত্রিশ সেকেন্ড নীরবতা।
দ্বিতীয় অঙ্কের পর বিরতি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘরের মধ্যে চাষী-বৌ রান্না করছে। বেপ্পি-র হাতে একটা পিকচার পোস্টকার্ড। ছড়ানো বাসনপত্র।

চাষী-বউ। তোর গড-মাদার লিখেছে, মিউনিখ থেকে। পড়্।

বেপ্পি। তান্তে হিল্ডা।

চাষী-বউ। তোকে লিখেছে, তোর কথা ভাবে বলে।

বেপ্পি। কোথায় আছে?

চাষী-বউ। প্রশ্ন না করে পড়্ না।

বেপ্পি (পড়ছে)। আ-মার সোনার বেপ্পি! (মুচকি হেসে) শিগগি-র আসব আমি···

চাষী-বউ (একটা চড় মেরে)। কী ওটা?

বেপ্পি। শিগ্গির আসব—আ-আ-আমরা তোমার সঙ্গে দেখা—করতে (মুচকি হেসে) যখন আমার···

চাষী-বউ (আগের মতো)। আবারো! চোখ দুটো খুলে পড়্।

বেপ্পি। ···আমরা···(আর পড়তে চায় না।)

চাষী-বউ। এটা কোন্ অক্ষর? [হাওয়ায় আঙুল দিয়ে অক্ষরটির আকার আঁকে।]

বেপ্পি। স্-স্-স্।

চাষী-বউ। তাহলে?

বেপ্পি। যখন—আমার—আমরা সম-য়—পাব। [স্বল্প নীরবতা। তারপর এক দমে] তোমার গড-মাদার তান্তে হিল্ডা।

চাষী-বউ। হয়েছে। এইবার ঠিক হয়েছে। [আবার রান্নায় মন দেয়।]

(বেপ্পি পোস্টকার্ড-এর ছবিটা দেখে অনেকক্ষণ ধরে, কার্ডটা ওলটায়, আবার পড়ে, ধীরে ধীরে, নির্ভুলভাবে।)

বেপ্পি। আমার সোনার বেপ্পি! শিগগির আসব আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে। যখন আমরা সময় পাব। তোমার গড-মাদার তান্তে হিল্ডা।

চাষী-বউ। বাসনগুলো তুই মুছবি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেম্পি আর সেপ্ গোয়ালঘরে কাজ করছে। ওরা গোবর ইত্যাদি পরিষ্কার করছে। বেম্পি দুধ দুইছে, দেখানো যেতে পারে।

সেপ্। তারপর···ওরা ক্যাপটেনকে স্বাগত জানিয়ে বলল, [নীরবতা।] সে যে-কোনো একটি মেয়েকে বেছে নিতে পারে। [নীরবতা।] কিন্তু সে তা করতে রাজি হয় না। তখন তার সেই রেড ইনডিয়ান বন্ধু যে রেড ইনডিয়ান-দের ভাষা বুঝত, [নীরবতা।] বলল, যদি সে কাউকে বেছে না নেয়, তাহলে সেই দলের মুখিয়াকে অপমান করা হবে, তখন সে তাদের গ্রামের মধ্যে গেল, [নীরবতা।] তারপর—তাকে ওরা সব মেয়েদের দেখাল। কিন্তু ওদের মধ্যে কাউকেই তার পছন্দ হল না, [নীরবতা।] ওদের মুখগুলো কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। শেষে সে একজনকে দেখতে পায় যাকে তার বেশ পছন্দ হল। কিন্তু তখন রেড ইনডিয়ানদের মুখিয়া তাকে জানাল, [নীরবতা।] ঐ মেয়েটাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ ওকে ছুঁতে পারবে না, ওকে ছুঁলেই লোকের অসুখ করে। [নীরবতা।] তখন কিন্তু সে বলল, আমার একেই চাই, একে না পেলে কাউকে চাই না। তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে সে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল। [নীরবতা।] তখন সমস্ত রেড ইনডিয়ান যে যেদিকে পারল ছুটল। তারা বলতে লাগল, লোকটা এক্ষুনি মরবে, কারণ সে মেয়েটাকে ছুঁয়েছে। [দীর্ঘ নীরবতা।] ও সবই কিন্তু ছিল বাজে কথা, কুসংস্কার আর কি। তাই সে মরে নি, জানা কথা, বরং পরে সে মেয়েটাকে বিয়ে করে। [নীরবতা।] তারপর বিয়ের রাত যখন পার হয়ে গেল, দুজনেই যখন বেঁচে রইল, তখন রেড ইনডিয়ানরা বুঝতে পারল, [নীরবতা।] মানে, তারা ধরে নিল, অলৌকিক শক্তি বলে শাদা চামড়া লোকটা অশুভ মায়ার হাত থেকে মেয়েটাকে বাঁচিয়েছে। [নীরবতা।] তখন সবাই মিলে তার কাছে এসে প্রার্থনা করল, সে যেন ওদের গুণিন হয়। এদিকে লোকটা যেহেতু আসলে ডাক্তারই ছিল, তারা সেই প্রথম একজন শাদা চামড়াকে বিশ্বাস করে তাদের অসুখ-বিসুখ সারাতে দিল। তারপর সেই বউ যাকে সে বিয়ে করেছিল, তাকে বলল, [নীরবতা।] শাদা চামড়ারা যে আক্রমণ করেছিল তার বদলা নেবার জন্য সেই দলটা একটি ফন্দি আঁটছে। [নীরবতা।] তখন সে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল, তখন সকলে তাকে দূত করে পাঠালো, তখন সে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করার কাজে সফল হল। এই হল ব্যাপার। [নীরবতা।]

বেম্পি। আর তারপর?

তৃতীয় দৃশ্য

সেপ্ কমোড-এ বসে মলত্যাগ করছে, সেই সঙ্গে হস্তমৈথুন করছে।

চতুর্থ দৃশ্য

ঘরের ভিতরে। সন্ধ্যা। সেপ্ আর চাষী টেবিলের সামনে বসে। চাষী-বউ রান্না করছে। বেপ্পি জ্বালানি কাঠ নিয়ে খেলছে।

সেপ্। জীবনে ভাগ্য কাকে বলে তাই জানলাম না, সেটাই আসল কথা। ভাগ্যে না থাকলে কিছু করা যায় না।

নীরবতা।

চাষী। কথায় বলে, পুরুষের ভাগ্য তার নিজের হাতে।
সেপ্। সব পুরুষের নয়।
চাষী। ওসব অজুহাত।
চাষী-বউ। বলছে যখন, তখন হয়তো ঠিকই।
সেপ্। ঠিক কথা, সেটা আমিই তো বুঝব।——আর ছ বছর পরে রিটায়ার করব, তখন সব দুশ্চিন্তা কাটবে। কপাল ভালো থাকলে আগেই রিটায়ার করব।
চাষী। তোমার মতো অবস্থায় আমি একটা পাকাপোক্ত চাকরি জুটিয়ে নিতাম।
চাষী-বউ। ও যে বলছে, সেটা সহজ নয়।

নীরবতা।

চাষী। আমাদের দেশের এখন রমরমা অবস্থা।
চাষী-বউ। তবুও।
চাষী। কাজ করতে চাইলে কাজের অভাব হয় না। ফসল তোলা শেষ হয়ে গেলে এমপ্লয়মেণ্ট একস্চেঞ্জ-এ গেলে ওরা কাজ দেবে, বুঝলে?
সেপ্। পাকা-পোক্ত কোনো কাজ পাওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়, এমপ্লয়মেণ্ট একস্চেঞ্জ থেকে বলে দিয়েছে। আমি তো আর জোয়ান নেই, সেটাই কথা।
চাষী। বেদেদের মতো।
সেপ্। আগে হলে অনায়াসে কাজ পেয়ে যেতাম।

নীরবতা।

সেপ্। কিংবা যদি শহরে থাকতাম, তাহলেও হত। কিন্তু আমি তো আর এখন শহরে নেই।

চাষী। তবুও।

সেপ্। আগে আমি একটা খামারে ছিলাম, তোমার এটার চেয়ে দশ গুণ বড়। একটা সম্পত্তি বটে।

চাষী। তাহলে বল, সেটা একটা জোতদারি ছিল।

সেপ্। ঠিক তাই।

নীরবতা।

চাষী। তাহলে সেখানকার কাজ ছাড়লে কেন?

সেপ্। শহরে যাব ঠিক করেছিলাম।

চাষী। মিউনিখ্।

সেপ্ (মাথা নাড়ে)।

চাষী। তাহলে এখানে এলে কেন?

সেপ্। কী বলব? বলা কঠিন।

চাষী-বউ (বেপ্পি-কে)। কাঠগুলো নষ্ট করিস না, আঁচ দিতে ওগুলো পরে লাগবে।

নীরবতা।

চাষী। ওর আর পুতুলখেলার বয়স নেই।

চাষী-বউ। লজ্জাও করে না!

সেপ্। আহা, খেলছে তো!

চাষী-বউ। আর খেলে কাজ নেই, এবার একটু কাজের কাজ করুক।

চাষী। মেয়েটা হাবা-গোবা রয়ে গেছে।

চাষী-বউ। শুনলি, তোর বাবা কী বলল? তুই হাবা-গোবা রয়ে গেছিস? তাতে তো আর আমাদের খুশি হবার কিছু নেই।

চাষী। এই বয়সে, অন্যেরা এই বয়সে কবে কাজ শেখার স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছে।

চাষী-বউ। এই বয়সে আমি আল্প্স্-এর চরাই-এর জমিতে কাজে লেগে গেছি।

সেপ্। সে তো আগের কালের কথা।

চাষী-বউ। আল্প্স্-এর চরাই-এর জমিতে একা। সারা দিন কাজ করতে হয়, রাত্রে আমার ভয় করত। একবার তো নেমেই আসছিলাম, তারপর অবশ্য সাহস পাইনি।

চাষী। ঐ শোন।
চাষী-বউ। দেখি, কাঠগুলো দে, উনোনে দিতে হবে।

(চাষী-বউ বেপ্পির হাত থেকে কাঠগুলো নিয়ে উনোনে ঢুকিয়ে দেয়।)

বেপ্পি। না, আমার পুতুলকে পোড়াবে না।
চাষী-বউ। টেবিল সাজা, এক্ষুনি খেতে দেব।

নীরবতা।

সেপ্। চোখে দেখতে না পেলে মুশকিল।
চাষী-বউ। দেখতে ঠিকই পায়, চশমা আছে তো।
চাষী। চার নম্বর জোড়া, দাম তো লাগে না।
চাষী-বউ। হাবা-গোবা না হলে সবই পেয়ে যেত।
সেপ্। আমি এখনও চশমা ছাড়া দেখতে পাই। খবরের কাগজও পড়তে পারি।
চাষী। আমাদের কারোরই তো চোখ খারাপ নয়; শুধু ওরই।

নীরবতা।

(ওরা খেতে শুরু করে।)

বেপ্পি। মেলা বসেছে।
চাষী-বউ। খেয়ে নে, আর বকর বকর করতে হবে না।

পঞ্চম দৃশ্য

সন্ধেবেলা। গোয়ালের কাছে। সেপ্ আর বেপ্পি বেড়ালগুলোর খেলা দেখছে। দুজনেই কাজ করছে।

সেপ্। রাত্রে সব বেড়ালই একরকম লাগে।

দীর্ঘ নীরবতা।

সেপ্। দেখতে পাচ্ছিস, ও দুটোকে?
বেপ্পি (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। কোন্‌টা এটা আর কোন্‌টা ওটা?

বেম্পি (তাকায়)।
সেপ্ (মুচকি হাসে)।

নীরবতা।

সেপ্। বাঁদিকেরটা তেতে আছে, ডান দিকেরটা অন্যটা।
বেম্পি (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। দেখছিস তাহলে।

নীরবতা।

সেপ্। ঈশ্বর যা দেখতে দেন, সবাই দেখতে পায়।

নীরবতা।

সেপ্। এবার লড়তে শুরু করছে, দেখতে পাচ্ছিস?
বেম্পি (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। সবই তো দেখতে পাস?

নীরবতা।

বেম্পি। আর পাচ্ছি না।
সেপ্। খেল খতম। আবার শুরু হচ্ছে। এবার মদ্দাটা মাদীকে নিয়ে পড়বে, দেখ।

নীরবতা।

সেপ্। দেখ্।—মাদীটা যদি ওকে করতে দেয়, তবে তো ওর নিজের দোষ। মদ্দাটা তো সবে এক বছরের, তাই না?
বেম্পি (মাথা নাড়ে)।

নীরবতা।

সেপ্। কম বয়সের হলেই চাহিদা বেশি—আমি ওদের সহ্য করতে পারি না। অল্পবয়সীদের। (হাসে।)

নীরবতা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সন্ধ্যা। সেপ্ তার কামরায়, সঙ্গে তার কুকুর। কুকুরটা খাচ্ছে।

সেপ্ (কুকুরটাকে দেখছে)। এবার খেয়ে নে বাপ। [নীরবতা।] ভালো লাগছে না? [নীরবতা।] আর নেই আমার কাছে। [নীরবতা।] আর, আমার কাছে থাকলেও পেতিস না। অত বাছ-বিচার ভালো না।

নীরবতা।

সেপ্। না খেলে বেড়ালকে দিয়ে দেব। তখন খিদে পেলে মজা টের পাবি! ভালো কুকুর যা পায় তাই খায়, না কি তা জানিস না? [নীরবতা।] বড় নবাব হয়েছিস, তাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ছোট গ্রাম্য মেলায়। বিকেলবেলা। লোকজন নেই। বেপ্পি আর সেপ্। বেপ্পি সম্পূর্ণ রোমাঞ্চিত। সেপ্ সামান্য নেশাগ্রস্ত।

সেপ্। কিছু চাই?
বেপ্পি (কোনো প্রতিক্রিয়া নেই)।
সেপ্। চক্র-রেল-এ চাপবি? [একটা ভুতুড়ে খেলা।] ভয় লাগছে? দেখ্ কোচগুলো।
বেপ্পি (শঙ্কিত, রোমাঞ্চিত)।
সেপ্। চল্, আমরাও যাই। (বেপ্পির হাত ধরে কাউনটারে যায়।)
সেপ্। একটা পুরো টিকিট, একটা হাফ।

(ওরা ভুতুড়ে খেলার কোচ-এ চাপে। খানিকক্ষণ পরে ফিরে আসে।)

বেপ্পি (মানসিকভাবে বিপর্যস্ত)।
সেপ্। চমৎকার, তাই না?
বেপ্পি (অনিশ্চিত)।
সেপ্। কী হল?

বেপ্পি (আড়ষ্ট হয়ে যায়)।
সেপ্। কোথাও ব্যথা করছে?
বেপ্পি (মাথা নেড়ে অস্বীকার করে)।
সেপ্। জাঙিগয়া ময়লা করেছিস?——জাঙিগয়া ময়লা করেছে। এদিকে আয়।——ভয় পেয়েছিলি?
বেপ্পি (সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি)।
সেপ্। নাকি, ঐ লিকারটা খেয়ে? আয়, পরিষ্কার করে দি।। [ওরা একটা তাঁবুর পিছনে যায়।] নে, এই পাতাগুলো দিয়ে মুছে ফেল।
বেপ্পি (নিজেকে পরিষ্কার করে। পাতলা মল তার পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে)।
সেপ্। জাঙিগয়ায় হেগে ফেলেছিস।——দেখি, আমি পরিষ্কার করে দিই। (মুছে দেয়।) জাঙিগয়াটা ছেড়ে ফেল। এভাবে যাবি কি করে?
বেপ্পি (তাই করে)।
সেপ্। ওটা দিয়ে মুছে ফেল।——আয়, আমি করে দিই। (মুছে দেয়, নিজের রুমাল বার করে তাই দিয়ে ওকে মুছে পরিষ্কার করে দেয়।) এতেই হবে।——এদিকে আয়। (ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে ওর কৌমার্যহরণ করে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেপ্-এর ঘরে। সেপ্ আর বেপ্পি।

সেপ্ (বেপ্পি-কে একটা মানি-ব্যাগ দেয়)। এই নে, তোর জন্যে এনেছি, শহর থেকে।
বেপ্পি (তাকায়)।
সেপ্। পছন্দ না হলে বল্, আমি তাহলে আবার নিয়ে যাব।
বেপ্পি। না।
সেপ্। বেশ——একবার 'দাঙকশ্যোন্' বললি না, নাকি বলতে হয় না?
বেপ্পি। দাঙকশ্যোন্।
সেপ্। এটা দেখলেই তোর মনে পড়বে, একজন আছে যে তোর কথা ভাবে। (নিজে মানি-ব্যাগটা আরেকবার দেখে নিয়ে) এটা কিন্তু শস্তা নয়। ঐ কথাটা আরেকবার বলতে পারিস। খাঁটি চামড়া। (ব্যাগ-এর ভিতর একটা মার্ক রেখে) নে, এই তো শুরু হয়ে গেল।
বেপ্পি (মানি-ব্যাগটা নেয়)।
সেপ্। যদি কখনো হাতে কিছু আসে, হারাবে না।
বেপ্পি (মুচকি হাসে)।

তৃতীয় দৃশ্য

বাগান সমেত একটা পাব্। সেপ্ আর বেপ্পি আসে একটা মোপেড-এ চেপে। বেপ্পি পেছনে বসে। ওরা নামে, পাব্-এর বাগানের দিকে যায়।

সেপ্ (নামতে নামতে)। খুব বেশি জোরে চালিয়েছি?
বেপ্পি (মাথা ঝাঁকিয়ে 'না' জানায়)।
সেপ্। বাড়ি ফেরার সময় একটু আস্তে?
বেপ্পি। না।

নীরবতা।

বেপ্পি। তোমার সঙ্গে ড্রাইভ করতে ভালো লাগে।

(ওরা বাগানে গিয়ে ঢোকে, একটা টেবিলে বসে।)

সেপ্। আমরা খাব না কিছু, বড্ড দাম।
বেপ্পি (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। নাকি একটা সসেজ খাবি?
বেপ্পি (মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করে)।

নীরবতা।

সেপ্। জায়গাটা চমৎকার, তাই না?
বেপ্পি (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। তোর ভালো লাগছে?
বেপ্পি। হ্যাঁ।

নীরবতা।

সেপ্। ইচ্ছে করলে একটা সসেজ খেতে পারিস।
বেপ্পি। একটা লেমোনেড।
সেপ্। খিদে নেই?
বেপ্পি। না, একটা লেমোনেড।
সেপ্। আমি একটা বীয়ার খাব।——আমি ভেতরে যাচ্ছি, এখানে কেউ আসবে না।
বেপ্পি (মাথা নাড়ে)।

সেপ্ (বাড়ির ভিতরে চলে যায়)।
বেপ্পি (অনিশ্চিত, চারদিক দেখে। তারপর নিজের পোশাক ঠিক করে, গলার ওড়নাটা জড়িয়ে নেয়, লম্বা মোজা টেনে হাঁটু অবধি তুলে নেয়, ইত্যাদি। তারপর হাত দুটো একখানে করে টেবিলের উপর রাখে।)
সেপ্ (ফিরে আসে)। এক্ষুনি আসবে। (বসে।)

দীর্ঘ নীরবতা।

সেপ্। পাঁচ বছর পর, কপাল ভালো থাকলে, আমি——পেনশন পাব। [নীরবতা।] তখন আর আমার পিছটান থাকবে না। কেউ আমাকে কিছু বলতেই পারবে না, কোনো ব্যাপারেই না।

বিশাল নীরবতা।

সেপ্। তখন আমি শহরে যাব, আর না, একটা বাসা ভাড়া করব। তখন ইচ্ছে হলে তুই আসতে পারিস। [নীরবতা।] বাসাটা শহরে।
বেপ্পি। মিউনিখ্।
সেপ্। ঠিক বলেছিস। মিউনিখ্-এ। শহরের একটু বাইরে। সেখানে একটু শস্তায় হবে। [নীরবতা।] শহরে সবচেয়ে বেশি সুবিধে। ওখানে ওরা লোক খোঁজে। সব জায়গায়। কেউ তাকিয়েও দেখে না, লোকটা কে, যে-কোনো লোক পেলেই ওরা খুশি।

নীরবতা।

সেপ্। এখনও তোর বয়স কম। কিন্তু দু চার বছর পর একদম ঠিক।

নীরবতা।

সেপ্। আজ তোকে যা বলছি, তখন তা মিলিয়ে নিস। ভাবাই যায় না, সময় কি তাড়াতাড়ি কেটে যায়। পাশ ফিরতে না ফিরতেই একটা বছর কাবার।
বেপ্পি (তাকায়)।

চতুর্থ দৃশ্য

একটা গোলাঘরের ভেতরে। সেপ্ আর বেপ্পি, সঙ্গমের পর।

সেপ্। তোকে ব্যথা দিতে চাইনি, ওটুকু লাগবেই।

বোম্প (মাথা ঝাঁকিয়ে জানায়, লাগে নি)।
সেপ্। সত্যি।
বোম্প। কেন?
সেপ্। ঐ রকমই হয়, সে তুই বুঝবি না।

নীরবতা।

বোম্প। তোমাকে কিছু করা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে সে-কাজ তুমিও অন্য কাউকে করবে না।
সেপ্ (চুপ করে থাকে)।

নীরবতা।

সেপ্। সেটা অন্য ব্যাপার।

নীরবতা।

সেপ্। কী খুঁজছিস?
বোম্প। চশমা।
সেপ্। আর পাবি না।
বোম্প (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। যেখানে রেখেছিস, সেখানেই আছে।
বোম্প। কোথায়?
সেপ্। আমি দেখতে পাচ্ছি।
বোম্প (তাকায়)।
সেপ্। কাছেই।
বোম্প। কোথায়?
সেপ্। 'প্লীজ' বল্।
বোম্প। প্লীজ।
সেপ্। ঠাণ্ডা-গরম।
বোম্প (মুচকি হাসে) খেলব।
সেপ্। ঠাণ্ডা।—ঠাণ্ডা।—ঠাণ্ডা।—গরম।—ঠাণ্ডা। একটু গরম।—গরম।—একদম গরম।—ভীষণ গরম, পুড়ে যাবে।
বোম্প। কোথায়?
সেপ্। ভীষণ গরম।—চশমা পরলে তোকে ভালো দেখায় না।
বোম্প। দেখব।

সেপ্। এখন দেখতে হবে না।
বেপ্প। লাল।
সেপ্। তাই হয়। কিচ্ছু হবে না। আবার ঠিক হয়ে যাবে, দেখিস, যা বলছি।
বেপ্প। কখন?
সেপ্। সেরে গেলে। [নীরবতা।] কাল।
বেপ্প (মাথা নাড়ে)।
সেপ্ (অনিশ্চিত)।

নীরবতা।

সেপ্। এবার আমি বেরোব, কেউ যেন লক্ষ না করে।
বেপ্প। এখানে থাকো।
সেপ্। তুই ইচ্ছে করলে আরেকটু ক্ষণ এখানে থাকতে পারিস। আমি নজর রাখছি। তারপর তুইও আসবি। (উঠে দাঁড়ায়, বেরিয়ে যায়।)
বেপ্প। চশমা। (খুঁজতে থাকে।)

পঞ্চম দৃশ্য

বাড়িতে। চাষী-বউ আর বেপ্প। বেপ্প-র পরনে সুন্দর পোশাক।

চাষী-বউ। দেখি একবার।
বেপ্প (দেখতে দেয়)।
চাষী-বউ। সাবাস। সুন্দর দেখাচ্ছে। এখন দরকার শুধু একটা ফিতে, তাহলেই যেতে পারবি।
বেপ্প (মাথা নাড়ে)।
চাষী-বউ (সুন্দর করে মাথায় একটা ফিতে বেঁধে দেয়)। এবার যা। আর গির্জা থেকে সোজা বাড়ি চলে আসবি। মারমালেড বানাব দুজনে মিলে।
বেপ্প। আচ্ছা।
চাষী-বউ। এবার যা, বেরিয়ে পড়।
বেপ্প। ধুৎ, ভগবান।
চাষী-বউ। বেশি দেরি করিস না।
বেপ্প (প্রস্থান)।
চাষী-বউ (মারমালেড তৈরির জোগাড়-যন্ত্র শুরু করে)।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শস্য-ক্ষেতের ওপর। বেপ্পি আর সেপ্।

বেপ্পি। গির্জায় গিয়ে সব স্বীকার করে এলাম, পাদ্রির কাছে।
সেপ্। বেশ করেছিস। তবে কার সঙ্গে তা তো বলিস নি।
বেপ্পি। 'আমি সতীত্ব হারিয়েছি।'
সেপ্। ঠিক। ঐটুকুই যথেষ্ট।——এ নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই, এ শুধু আমাদের ব্যাপার। আর, কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে দেব না।

নীরবতা।

সেপ্। এবার হয়ে যাক।
বেপ্পি। পরে।
সেপ্। তোর ভালো লাগে না? একটু চেষ্টা কর, একটুখানি, একটু ভালো মনে করলেই আর অসুবিধে হবে না।
বেপ্পি। একটা গল্প বল।
সেপ্। আমার কথা শুনলে পরে তোকে একটা গল্প বলব।
বেপ্পি (পোশাক ছেড়ে ফেলে প্রস্তুত হয়)।
সেপ্। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুই টের পেতে না পেতেই শেষ হয়ে যাবে।

নীরবতা।

বেপ্পি। গির্জায় স্বীকার করা তো হয়েই গেছে।

নীরবতা।

সেপ্। তখন পাদ্রি কী বলল?
বেপ্পি। ছ বার ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা, দুবার আভে মারিয়া।
সেপ্। সব স্বীকার করেছিস?
বেপ্পি (মাথা নাড়ে)। নইলে ভীষণ পাপ হয়।
সেপ্। ঠিক বলেছিস। কেমন করে বললি?
বেপ্পি। প্রথম বিধান : তোমার প্রভু, তোমার ঈশ্বরকে ভালোবাসিবে এবং ভক্তি করিবে। দ্বিতীয় বিধান : পিতা ও মাতাকে ভালোবাসিবে এবং ভক্তি করিবে। আমি বাবা-মাকে চিন্তায় ফেলেছি। তৃতীয় বিধান : রবিবার এবং

ছুটির দিন। চতুর্থ বিধান : আমি কুকথা বলিনি, কখনো না। পঞ্চম বিধান : ··· ষষ্ঠ বিধান : আমি সতীত্ব হারিয়েছি।

সেপ্। কেমন করে বললি?

বেপ্পি। ষষ্ঠ বিধান : আমি সতীত্ব হারিয়েছি।

সেপ্। তাছাড়া আর কিছু না?

বেপ্পি। বলেছি যে আমি মিথ্যে কথা বলেছি।

সেপ্। পাদ্রি কিছু জিজ্ঞেস করেছে?

বেপ্পি। কিচ্ছু না।

সেপ্। প্রায়শ্চিত্ত?

বেপ্পি। ছ বার ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা, দু বার আভে মারিয়া।

সেপ্। করেছিলি প্রার্থনা?

বেপ্পি। দশ বার ঈশ্বরের নামে, তিন বার আভে মারিয়া।

সেপ্। তুই খুব কাজের।

বেপ্পি (মুচকি হাসে)।

সেপ্। এখন সব পাপ কেটে গেছে, সব মিটে গেছে। দেখিস তুই।

বেপ্পি (মাথা নাড়ে)।

সেপ্ (রমণে প্রবৃত্ত হয়)।

বেপ্পি (বিনা দ্বিধায় তা ঘটতে দেয়)।

সেপ্। ভালো মেয়ে।

নীরবতা।

বেপ্পি (দুচারটে চিৎকার বেরিয়ে আসে, ওর অরগ্যাজ্‌ম্ বা রাগমোচন ঘটে)।

সেপ্। চুপ কর, কেউ যেন শুনতে না পায়।—কি বলছি, শুনতে পাচ্ছিস না?

বেপ্পি (শোনে না)।

সেপ্ (অনিশ্চিত, বিরত হয়)। ব্যথা লেগেছে? ইচ্ছে করে লাগাইনি।—চুপ করে থাক, পরে একটা গল্প বলব তোকে।

নীরবতা।

বেপ্পি। সুন্দর দেখে একটা!

সপ্তম দৃশ্য

সেপ্-এর ঘরে চাষী এবং সেপ্।

নীরবতা।

চাষী। এর জন্যে তোমার জেল হবে দশ বছর, আর এদিকে গেল আমার মান-মর্যাদা।
সেপ্। কিন্তু আমি তো সেটা জেনেশুনে করিনি।
চাষী। তাতে যেন কোনো লাভ হবে।

দীর্ঘ নীরবতা।

চাষী। কত কথা উঠবে।

নীরবতা।

চাষী। এই লোকটাকে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম।
সেপ্। তাই, কিন্তু এখন আর কি করা?
চাষী। তিন মাস।
সেপ্। দিনের হিসেব কে আর রেখেছে?

নীরবতা।

চাষী। একটা গোপন কথা শুনতে চাও——মেয়েটা পোয়াতি।
সেপ্। কেন?
চাষী। সেটাই কথা।
সেপ্। হতেই পারে না। সব মিথ্যে।
চাষী। আমাদের হাতে প্রমাণ আছে।
সেপ্। তা হয় না।
চাষী। সেই কথাই হচ্ছে।
সেপ্। কিচ্ছু হয়নি।
চাষী। একটা পরীক্ষা করানো হয়েছে। দশ মার্ক খরচা হয়েছে।
সেপ্। কেন?
চাষী। পেচ্ছাপ পরীক্ষা করা হয়েছে।

সেপ্। কার?
চাষী। মেয়ের।
সেপ্। ডাক্তারে করেছে?
চাষী। ডাক্তার করেছে, কত জানে! ডাক্তারখানায়। একটা ব্যাঙ দিয়ে করে। ব্যাঙটাকে পেচ্ছাপের ইনজেকশন দেওয়া হয়, আর ব্যাঙটার রঙ পালটে যায়। এই হল ব্যাপার।
সেপ্। এসব আমি জানতাম না।
চাষী। এখন জানলে। রঙ পালটালে বুঝতে হবে পোয়াতি।
সেপ্। রঙ পালটেছে?
চাষী। ঠিক তাই। পেটে বাচ্চা এসেছে, তা প্রমাণ হয়ে গেছে।

নীরবতা।

সেপ্। কিন্তু সেরকম কোনো ইচ্ছে ছিল না।
চাষী। কারণ তুমি একটা জানোয়ার। এখন আর কোনো পথ নেই।
সেপ্। তাই তো।
চাষী। পাদ্রিকেও কথাটা বলব। সবাইকে বলব।
সেপ্। আমি চলে যাব।
চাষী। কোথায় যাবে?
সেপ্। শহরে।

নীরবতা।

চাষী। আগে জানলে কাজে নিতাম না তোমাকে।
সেপ্। চলেই তো যাচ্ছি।
চাষী। তুমি এখনো এখানেই থাকবে। তোমাকে একটা শাস্তি পেতেই হবে, দেখে নিও।
সেপ্। কী শাস্তি?
চাষী। অপেক্ষা করে দেখই না।

নীরবতা।

চাষী। তোমার মতো একটা জানোয়ার আমি আরেকটা দেখিনি

নীরবতা।

চাষী। একটা কঁচি বাচ্চা। তার উপর হাবা গোবা। কত কথা উঠবে।
সেপ্। আমি কিন্তু এ চাইনি। দিব্যি দিয়ে বলছি।
চাষী। আর কাউকে পেলে না? যে-বাড়িতে কাজ করে সেখানে এসব করতে নেই, আর তার ওপর একটা বাচ্চা।
সেপ্। এতকাল সাহস হয়নি, কোথাও না।
চাষী। কেন?
সেপ্। সে-কথা বলব না।

অষ্টম দৃশ্য

গোয়ালঘরে। এক কোণে কয়েকটা বেড়ালের বাচ্চা। সেপ্ আর বেপ্পি।

সেপ্। হয়েছে বেশ ভালোই, কিন্তু একটাই শুধু থাকতে পারবে।
বেপ্পি (বাচ্চাগুলোকে দেখে)।
সেপ্। বাচ্চা বেড়াল যেমন হয়। একটা বেছে নিতে পারিস।—যেমন আমার কথা বলে দিয়েছিস, দেখবি তোর কী হয়।
বেপ্পি (তাকায়)।
সেপ্। কোনটা চাস বল?
বেপ্পি। চাই না।
সেপ্। সবগুলোই সমান। একজন ধরা পড়ে।
বেপ্পি। এনে, মেনে, মিৎজে, চাই একটা ডীৎজে। এনে, মেনে, মান, সে এক রাজার ধন। এই এটা।
সেপ্। তুই যেটা চাস। মা আর বাবা সব জানে।
বেপ্পি (তাকায়)।
সেপ্। বলে দিয়েছিস?
বেপ্পি। না। মা জানত।
সেপ্। তুই বলেছিস?
বেপ্পি (মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করে।)
সেপ্। তোকে বিশ্বাস করতে পারলেই ভালো।

নবম দৃশ্য

খামারে। সেপ্ আর চাষী।

চাষী। কী চাও? কোনো কাজ নেই আর?

সেপ্। কুকুরটা।
চাষী। আমার খামারে তোমার কুকুর নেই।
সেপ্। তাহলে কোথায় গেল?
চাষী। হবে কোথাও।
সেপ্। খুঁজে তো দেখা যায়।
চাষী। আমার খামারে তোমার কিছু খুঁজবার নেই।
সেপ্। ঠিক কথা।
চাষী। জানোই তো।

নীরবতা।

সেপ্। আমি শুধু আমার কুকুরটা খুঁজছি।
চাষী। তাহলে খোঁজ। 'পেলেও পাইতে পার।'
সেপ্। ঠিক কথা।
চাষী। এখানেই ছিল।
সেপ্। কোথায় ছিল?
চাষী। গোলাঘরের ওদিকে।
সেপ্। কেন?
চাষী। তুমিই ওকে জিজ্ঞেস কর। একটা কুকুর নিয়ে আমার কি মাথাব্যথা! আর কুকুরটা তো আমারও নয়।
সেপ্। একটু বেশি ঘুরে বেড়ায়।
চাষী। পেয়ে যাবে ঠিকই।

নীরবতা।

চাষী। আর তোমাকে যদি আরেকবার দেখি আমার খামারে এর পর, তাহলে, বলে রাখছি, আমি তোমাকে গুলি করে মারব।
সেপ্। তোমার তো বন্দুকই নেই।
চাষী। সে তুমি টের পাবে।

নীরবতা।

সেপ্। আমি শুধু আমার কুকুরটা খুঁজছি।
চাষী। বেশ তো।
সেপ্ (গোলাঘরের কাছে)। ঐ তো নেল্লি!—নেল্লি এদিকে আয়। (সিটি মারে।) দাঁড়া। শুনতে পাচ্ছিস না, পিটুনি খেতে চাস?

(কুকুরটা মরে গেছে।)

চাষী। পেলে?
সেপ্। ঐ তো।
চাষী। এবার তাহলে সরে পড়, দুজনেই।
সেপ্। খুনী।
চাষী। ইঁদুরমারা বিষ খেয়ে ফেলেছে হয়তো, গোলাঘরে ছেটানো হয়েছিল।
সেপ্ (মরা কুকুরটা তুলে নেয়)। চল্, বাড়ি যাই। (কুকুরটা নিয়ে চলে যায়।)
চাষী। খতম।

দশম দৃশ্য

সেপ্-এর ঘরে। সেপ্ একটা ছোট স্যুটকেস গোছাচ্ছে। বেপ্পি।

সেপ্। ওর ভেতরে আর দেখতে হবে না। ওটা তোর জন্যে না।
বেপ্পি। হ্যাঁ, দেখব।
সেপ্। ওটা ওর মধ্যে আছে।
বেপ্পি। জানি। (থলির মধ্যে উঁকি মেরে দেখে)।
সেপ্ (গোছানো বন্ধ করে)। দেখলি?
বেপ্পি (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। মরে গেছে?
বেপ্পি (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। আর কিছু করার নেই?
বেপ্পি (মাথা ঝাঁকায়)। এখন আর কিছু করার নেই।
সেপ্ (কেঁদে ফেলে)। এবার চলে যা, তোকে আর দরকার নেই।
বেপ্পি (মুচকি হাসল)। সুন্দর কুকুরটা। (মাথা নেড়ে নিজেই সায় দিল।)
সেপ্। সব শেষ, এবার যা।
বেপ্পি (মাথা নাড়তে থাকে, হ্যাঁ আর না, উঠে দাঁড়ায়, টেবিলটার চারদিকে পাক দেয়, তাকায়, অনিশ্চিত, তারপর জড়ো করা জিনিসগুলো স্যুটকেস-এ গোছাতে শুরু করে)।
সেপ্। কী করছিস?
বেপ্পি। কিছু না। (রেখে দেয়।)

নীরবতা।

সেপ্। সব শেষ। এখানে সবই সমান।
বেপ্পি। কেন?

সেপ্। সব শেষ।
বেপ্পি। আমি তোমার পাশে আছি।
সেপ্। তাতে যেন আমার কত উপকার হবে!
বেপ্পি (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। তোমার কোনো অধিকার নেই, তুমি কিছু না, সেটাই হল কথা।
বেপ্পি (মাথা নাড়ে)।
সেপ্। এবার আমি শহরে যাব, জানিয়ে দেব কী হয়েছে।
বেপ্পি। এখানে থাকো।
সেপ্। তুই একাই চালিয়ে নিতে পারবি, আমাকে দরকার হবে না।
বেপ্পি। দরকার হবে।
সেপ্। কুকুরটাই যখন মরে গেছে, এখন আর কিছু আমাকে আটকাতে পারবে না।
বেপ্পি। আমি মিনতি করছি।
সেপ্। না।

নীরবতা।

সেপ্ (আবার স্যুটকেস গোছাতে শুরু করে)।
বেপ্পি। আবার আসবে?
সেপ্। বাচ্চাটা হলে একবার দেখে যাব, কিছু হয়েছে কি না।
বেপ্পি। যেও না, এখানে থাকো।
সেপ্। আমাদের মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক নেই।
বেপ্পি। কেন?

নীরবতা।

সেপ্। ওখানে তোর জন্য চকোলেট কেনা আছে।
বেপ্পি (সেটা নিয়ে কাঁদতে থাকে)।
সেপ্। কান্নার দরকার নেই।
বেপ্পি। দরকার নেই।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আবহাওয়া খারাপ, গির্জার পথে। চাষী আর চাষী-বউ। বেম্পি একটু এগিয়ে।

চাষী। দেখে কিছু বোঝা যায়?

নীরবতা।

চাষী-বউ। এখনও কিছু বোঝা যায় না।

দীর্ঘ নীরবতা।

চাষী। আমি বুঝতে পারছি।
চাষী-বউ। তোমার ধারণা। চোখে পড়বার মতো এখনও কিছু হয়নি।

নীরবতা।

চাষী। কখনও চোখে পড়বার মতো হওয়া চলবে না।

নীরবতা।

চাষী-বউ। কিছুতেই না।

বিশাল নীরবতা।

চাষী-বউ। কথায় বলে, যারা একটু হাবাগোবা আছে, তারা আমাদের মতো মৃত্যুতে কষ্ট পায় না।
চাষী। ঠিকই তো, কাকপক্ষীও কিছু টের পাবে না।

নীরবতা।

চাষী-বউ। পঞ্চম বিধান : হত্যা করিবে না।
চাষী। ষষ্ঠ বিধান : সতীত্ব হারাইবে না। [নীরবতা।] সে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেব।

নীরবতা।

চাষী-বউ। লোকে বলে, পেটের বাচ্চা মা মরে যাবার পরও ঘণ্টাখানেক বেঁচে থাকে।
চাষী। তা নয়।

বিশাল নীরবতা।

চাষী-বউ। আর যাই হোক, জীবনে একথা আর ভুলতে পারব না। আমি জানি।
চাষী। অন্য কোনো উপায় না জানা থাকলে, কিছুতে কিছু না হলে, একটা পথ তো বার করতেই হবে।
চাষী-বউ। হ্যাঁ।

নীরবতা।

চাষী-বউ। যারা মাথা নত করে থাকে, তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যে তাদেরই অধিকার।
চাষী। ও কথা আমি বিশ্বাস করি না।
চাষী-বউ। কত রকম চিন্তাই মাথায় আসে, ভেবে শেষ করা যায় না।
চাষী। ও শুধু কথার কথা।
চাষী-বউ। চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে, তাও তো হয় না।
চাষী। না।
চাষী-বউ। সে কথা ভাবলে।
চাষী। আমি জানি, আমার মেয়ে এখনও বাচ্চা আর হাবাগোবা, তার পোয়াতি হবার দরকার ছিল না, একটা বুড়ো অকম্মার জন্যে। তারপর আর লোককে মুখ দেখানো যায়? না।
চাষী-বউ। অকম্মা কেন?
চাষী। লোকে বলে তাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিনের বেলা রান্নাঘরে। বেঞ্চির সঙ্গে দুধ থেকে মাখন তোলার যন্ত্রটা লাগানো। বেপ্পি হাতল ঘোরাচ্ছে। চাষী-বউ মেঝে ধুচ্ছে।

চাষী-বউ। ওতে মাখন উঠবে না, হবে কেবল ঘোল।
বেপ্পি (ঘোরাচ্ছে)।

বিশাল নীরবতা।

চাষী-বউ। ঢাকনাটা বন্ধ করতে হবে।
বেপ্পি। ভারী যে।
চাষী-বউ। আগে তো ভারী লাগত না।——অপকর্মের শাস্তি পেতেই হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

সন্ধ্যায় ঘরে। চাষী টেবিলের সামনে খবরের কাগজ নিয়ে। চাষী-বউ। বেপ্পি একটা খাতায় লিখছে।

চাষী (চাষী-বউকে)। কী করছ?

নীরবতা।

চাষী (বেপ্পি-কে)। কী হল? (চাষী-বউকে) ওর এখন শুতে যাবার কথা।
চাষী-বউ। থাক। পড়া করুক।
চাষী। রাত্তিরে।
বেপ্পি। হাতের লেখা।
চাষী-বউ। লক্ষ্মী মেয়ে।

নীরবতা।

চাষী (চাষী-বউকে)। কী করছ?
চাষী-বউ। সাবান-জল গুলছি।
চাষী। কী হবে?

নীরবতা।

চাষী-বউ। দেখতেই পাবে।

নীরবতা।

চাষী। তুমি তাই করতে চাও?
চাষী-বউ। শুধু বকর বকর, তাছাড়া কিছুই নয়।

নীরবতা।

চাষী। আর, ও যদি না করে?
চাষী-বউ। ওকে কথা শুনতেই হবে।
চাষী। ওতে কোনো কাজ হবে না।
চাষী-বউ। এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় জানো?
বেপ্পি (শুনছে)।
চাষী-বউ। তোর কাজ তুই কর। তোর যেখানে কিছু করার নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

নীরবতা।

চাষী। ওতে কোনো কাজ হলে, সবাই করত।
চাষী-বউ। এটা এমনিতে কেউ জানে না, তাই।

নীরবতা।

(চাষী আবার কাগজ পড়তে শুরু করে।)

চাষী-বউ। এইবার। [নীরবতা।] এবার তুমি একটু বাইরে যাও, আমরা কাজটা সেরে নিই, দেখনদারের দরকার নেই।
চাষী (উঠে দাঁড়ায়)। যাচ্ছি বাপু, এটা তো তোমার ব্যাপার। (বাইরে চলে যায়।)
চাষী-বউ। এইবার। এক্ষুনি সব মিটে যাবে।
বেপ্পি (তাকায়)।
চাষী-বউ। এবার এদিকে আয়। জাঙিয়াটা ছেড়ে ফেলে ওখানে শুয়ে পড়।
বেপ্পি। না।
চাষী-বউ। ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে, যাতে কোথাও নোংরা না থাকে। জাঙিয়াটা খোল।
বেপ্পি (জাঙিয়া ছেড়ে ফেলে)।
চাষী-বউ। এমন এক নোংরামি করেছিস যে এবার জঞ্জালটা খালাস করতে হবে, যেখান দিয়ে ঢুকেছিল, সেখান দিয়েই বের করে দিতে হবে।—একটুখানি লাগবে, তবে তাতে কিছু হবে না, এটা সাবান, সব পরিষ্কার করে ফেলে। স্কার্টটা তোল, পা দুটো ফাঁক কর।
বেপ্পি (সম্পূর্ণ উলঙ্গ, দাঁড়িয়ে আছে)।
চাষী-বউ। ঠাণ্ডা লাগবে যে, বোকা মেয়ে!

নীরবতা।

চাষী-বউ (উনোনের কাছ থেকে ঘর মুছবার ন্যাতা নেয়, ব্রাশ নেয়, সাবানজলে ভিজিয়ে নেয়, ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করে)।

নীরবতা।

চাষী-বউ। কী হল? যা বললাম শুনতে পাসনি? বাইরে টাব আছে, ভালো করে ধুয়ে নে, তারপর সোজা বিছানায়। সকালে উঠতে হবে—আমার কাজ আছে।

চতুর্থ দৃশ্য

রাত। চাষী আর চাষী-বউ এক বিছানায় শুয়ে।

চাষী-বউ। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, সেটা তো ঠিক। আমি নিজেকে আর দোষ দিতে পারব না, তাও ঠিক।

চাষী। আমি কি কিছু বলেছি?

বিশাল নীরবতা।

চাষী-বউ। ব্যাপারটাই এমন যে কিছুই করার নেই।

চাষী। না। আমরা পারব না। ওসব অন্য লোকদের কাজ, ওরা ওসব বোঝে। ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নেয়।

চাষী-বউ। না হওয়ার হলে হয় না।

চাষী। সেটা আমি তখনই জানতাম, ওসব করে লাভ নেই।

চাষী-বউ। তাই দেখছি।

নীরবতা।

চাষী। যদি অন্তত আরেকটা বাচ্চা থাকত, একটা ছেলে, তাহলেও আশা ছিল।

চাষী-বউ। কেন?

চাষী। এটা তো সোজা কথা।

চাষী-বউ। বয়েস থাকতেই যখন আমার দ্বিতীয় সন্তান হয়নি, তখন এই বয়েসে আর হবে না, সেকথা সবাই জানে।

নীরবতা।

চাষী। ভাবতে, বলতে যদি ভালো লাগে, বাধা কোথায়?
চাষী-বউ। তা তো নিশ্চয়ই।

পঞ্চম দৃশ্য

ক্র্যানবেরির ঢাল। চাষী-বউ আর বেপ্পি আঁকশি দিয়ে বেরি তুলছে। বেপ্পি গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে।

বিশাল নীরবতা।

বেপ্পি (এক জায়গায় অনেক বেরি দেখতে পেয়ে)। আই বাপ্‌স্‌, কত!
চাষী-বউ (মুচকি হেসে, বেশ নিচু গলায়)। তাহলে তুলে ফেল—কথা বলিস না। [নীরবতা।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে। চাষী, চাষী-বউ আর বেপ্পি খেতে বসেছে।

বিশাল নীরবতা।

বেপ্পি (খাওয়া বন্ধ করে, চাষী আর চাষী-বউয়ের দিকে তাকায়, ব্যথা শুরু হয়েছে)।

নীরবতা।

বেপ্পি। পাপ্পামাম্মা।

ওপারে অস্ট্রিয়া
(Oberösterreich)

তিন অঙ্কে সমাপ্ত নাটক

ওপারে অস্ট্রিয়া

চরিত্রলিপি

আনি
হাইন্‌ৎস্‌

মঞ্চায়ন সম্পর্কে
প্রধানত দ্বিকক্ষ (+রান্নাঘর ও স্নানঘর) একটি আস্তানায় অধিকাংশ দৃশ্যের বিন্যাস। পাশাপাশি, সংলগ্নভাবে, সেটি নির্মিত হতে পারে। মঞ্চের উপর অপর একটি দৃশ্যস্থল বাড়ির বাইরে অনুষ্ঠিত সমস্ত দৃশ্যের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে।
এই ব্যবস্থায় প্রযোজনার খরচ যেমন কমবে, নাট্যময়তাব দিক থেকেও যুক্তিসংগত হবে।

ভাষাবিধি বিষয়ক
দক্ষিণ জর্মন ঘেঁষা, বেশ খোলামেলা, ব্যাকরণের দিক থেকে বাভারিয়াভিত্তিক। দক্ষিণ জর্মন উপভাষায় পাবদর্শী কোনো অভিনেতা যেন এই নাটকের ভাষাকে শিল্পভাষা হিসেবে না দেখেন অথবা রূপায়িত না করেন।

অনুবাদকের মন্তব্য
দখ্‌নে ভাষায় তর্জমা চলতে পারত—কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তর কলকাতার ভাষাবন্ধের উপরই নির্ভর করা গেল। তারই সঙ্গে মিশেল দেওয়া হল আধা-নাগরিক আধা-গ্রামীণ শব্দকল্পে। হঠাৎ-বনেদি বনে যাওয়ার বাসনা—যেটা এক একটি বঙ্গীয় গ্রাম্য এলিটের সত্তায় কাজ করছে—এই মিশ্রভাষায় প্রতিফলিত।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

বৈঠকখানায়, টেলিভিসন সেটের সামনে। আনি আর হাইন্‌ৎস্‌। একটি প্রোগ্রাম সদ্যই শেষ হয়েছে···

হাইন্‌ৎস্‌। যাব্বাবা···মিটে গেল।
আনি। তা'লে বন্ধ করে দেওয়া যাক। কী বলো গো?
হাইন্‌ৎস্‌। তা নয়তো কী? 'আজকের খবর' তো দেখা হয়েছে, আবার কী!

(উঠে দাঁড়ায়, টেলিভিসন বন্ধ করে দিয়ে বড় বাতিটি জ্বালে।)

আনি। পোগ্রামটা ভারি সুন্দর হয়েছে, না গো?

(হাইন্‌ৎস্‌ মাথা নাড়ে। নীরবতা।)

আনি। ওরা এখন কী কচ্চে গো?

হাইন্‌ৎস্‌। কে? কারা?
আনি। ঐ যারা এক্ষুনি পোগ্রাম করল——পোগ্রাম হয়ে যাবার পর ওরা কি করচে, জানতে ইচ্ছে করচে।
হাইন্‌ৎস্‌। কেন? কী করতে?
আনি। ঐ যাকে বলে একটা লাইভ-পোগ্রাম হল কিনা, তাই বলচি।
হাইন্‌ৎস্‌। (হাসে) ও——বুয়েচি।
আনি। ভিয়েনা! ভিয়েনা!
হাইন্‌ৎস্‌। ভিয়েনা——রাজ-রাজড়ার শহর——বুজলে কিনা!
আনি। একবার অন্তত ভিয়েনায় যেতেই হয়——নাগো?
হাইন্‌ৎস্‌। যা-ই বলো বাপু, মিউনিখ হল কি না একটা রাজধানী, আর ভিয়েনা রীতিমতো রাজ-রাজড়ার শহর।
আনি। হক কথা।
হাইন্‌ৎস্‌। পিকচার-পোস্টকার্ডে দেখলেই বোঝা যায়, বুয়োচ!
আনি। ওগো, চলো-না একবার ভিয়েনায়, ওগো——
হাইন্‌ৎস্‌। এটা আবার এমন-কি কতা, তুমি চাইলেই সেটা হবে'খন।
আনি। হক কতা।
হাইন্‌ৎস্‌। আরে বাবা, শ-পাঁচেক মাইলের ব্যাপার, তা নিয়ে আবার অত সাতকাহন কেন?
আনি। আমি কিন্তু যাবই যাব——
হাইন্‌ৎস্‌। আরে বাবা, মুখ থেকে কতাটা একবার বার করলেই তো হয়——

নীরবতা।

আনি। ওরা বুঝি এখন খেতে চলল, ঐ টেলিভিসনের লোকগুলো।
হাইন্‌ৎস্‌। ভদ্দরলোকের রেস্টুরেণ্টে।
আনি। যা বলেচো। আগে ভাগেই একটা টেবিল ভাড়া করে রেখেচে, আর রেস্টুরেণ্টের লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে ওদের জন্য অপিক্ষে করচে। ওদের জন্যই, কাদের জন্য আবার? আর পোগ্রাম হয়েচে যেমন জবর, তেমনি ওদের নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, বলে রাখচি তোমায়।

নীরবতা।

হাইন্‌ৎস্‌। শুধু ওদের নিয়েই নয় হে——
আনি। কে বলল, শুধু ওদেরই নিয়ে? পাশেরটা আরেকটা ভদ্দরলোকের হোটেলে আরেকটা মস্ত টেবিল আজকের মতো ভাড়া করেচে ওরা। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সে এক এলাহি কারবার। ওরা কাক-ডাকা-ভোর অব্দি বসে

থাকবে ওখানে আর পোগ্রামটা যে কত উৎরে গেছে সেটা নিয়ে রীতিমতো মোচ্ছব বাধিয়ে দেবে——যাই বলো বাপু, আমি কিন্তু একবার-না-একবার ভিয়েনায় যাবই যাব।···

হাইন্‌ৎস্‌। তোমার কি সত্যিই ঐ সুন্দরলাল বলে লোকটাকে পছন্দ হয়।

আনি। আমি কি তাই বলেচি?

হাইন্‌ৎস্‌। সুন্দরলাল, আর ঐ আরেকটা লোক——যাই বলো, ওদের ভাবসাব দেখলে হাড়ের মধ্যিখানে ভেল্‌কি লেগে যায়। মানুষজন তখন নিজেকেই বেমালুম ভুলে যায়, বুজলে কিনা? সেটাই হল মজার ব্যাপার, মনে জোর লাগে।

আনি। (স্মিত) যা বলেচো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

সন্ধ্যা। ছোট রান্নাঘর। আনি ডিনারের আয়োজন করছে। হাইন্‌ৎস্‌ একটা গার্ডেনিং কম্পানির প্রচার-পুস্তিকা দেখছে। পিছন থেকে আনি, হাইন্‌ৎসের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে সেই পুস্তিকাটা লক্ষ করছে।

আনি। আমাদের একটা বাগান যদি থাকত, তা'লে সুইমিং-পুলও একটা কেনা যেত'খন।

হাইন্‌ৎস্‌। গার্ডেনিং কোম্পানি শস্তায় টোপ ফেলেচে—এই তো?

আনি। তা হোক, মন্দ কী?——এটা দেখলেই কিন্তু নাইতে সাধ যায়।

হাইন্‌ৎস্‌। যা বলেচো (পড়ে শোনায়) উৎকৃষ্ট ফিল্টার-প্রণালী ও মই সমেত এই সাড়ে চার মিটার ব্যাসার্ধযুক্ত সুইমিং পুল অবিশ্বাস্যরকম সুলভমূল্যে অর্থাৎ মাত্র নয়শো পঞ্চাশ মার্ক-এ পাওয়া যাইবে। মজবুত প্যাকিং। পুস্তিকার নির্দেশ অনুসারে অংশগুলি অনায়াসেই জুতসইভাবে জুড়িয়া লওয়া সম্ভব। ফিল্টার-প্রণালীটি দস্তুরমতো জর্মন নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুযায়ী।

আনি। সুইমিং পুলে আবার হীটিং-য়ের ব্যবস্থাও আছে গো!

হাইন্‌ৎস্‌। বটেই তো! (পড়ে শোনায়) অনুসন্ধান করিলে সরবরাহ করা যাইবে।

আনি। আমাদের একটা বাগান আছে, তাই যদি সুইমিং পুল একটা কিনেই ফেলা হয়, তাহলে তো হীটিং লাগবেই——কী বলো?

হাইন্‌ৎস্‌। ওটা তেমন শস্তায় মিলবে না হে, মানে ঐ হীটিংটা।

আনি। না।

হাইন্‌ৎস্‌। তা নইলে এখানে ঠিক লেখা থাকত : 'অনুসন্ধান করিলে' ইত্যাদি ইত্যাদি। থাকত তার একটা চিত্তির আর সেই বাবদ তার মাথাকাটা দাম কতটা পড়বে তার কতা!

আনি। কিন্তু গরমের দিনে যদি ঠাণ্ডা পড়ে তবে মানুষের তো হীটিং লাগবেই —তাই না?

হাইন্‌ৎস্‌। সেটা তুমি ঠিক বলেচো। এই দেখ, ফোয়ারাও কিনতে পাওয়া যাবে। (পাতা ওলটায়।)

আনি। আমার কিন্তু সুইমিং পুলের ওপরই লোভ হচ্ছে বেশি!

হাইন্‌ৎস্‌। পয়সা ফেললে সবই যে মেলে, এ হল কিনা তারই নজির। (পড়ে শোনায়) বাগানবাগিচার শোভা ফোয়ারা, ফোয়ারা। হংসী মাথা তুলিয়া আছে একচল্লিশ সেণ্টিমিটার, মাত্র সাতচল্লিশ মার্ক। হংসী মাথা ঝুঁকিয়া আছে, বিয়াল্লিশ সেণ্টিমিটার, তাহারও মূল্য মাত্র সাতচল্লিশ মার্ক। সামুদ্রিক সীল-জন্তু তেতাল্লিশ গুণ চৌত্রিশ সেণ্টিমিটার মাত্র উনচল্লিশ মার্ক।

আনি। সীল তো ভালোই, কিন্তু মাদী-পাতিহাঁস বাপু আমার পছন্দ নয়।

হাইন্‌ৎস। ন্‌না, (হেসে ওঠে) পাতিহাঁস-টাতিহাঁস নয়।

আনি। এইবার তোমার ঐ ধুত্তোর বিজ্ঞাপন সরাও দিকি, খাবার জায়গা করব।

হাইন্‌ৎস্‌। হক কতা। খারাপ স্বপ্ন দেখার চেয়ে ভালো-মন্দ খাওয়াটা অনেক ভালো।

আনি। সুইমিং পুল কোন স্বপ্নটপ্ন নয়, অনেকেরই তো ওটা আছে।

হাইন্‌ৎস্‌। আসল কথা হল তার সঙ্গে একটা বাগানও চাই——বুজ্‌লে কি না?

আনি। সমুদ্দুরের মধ্যিখানে এক্কেবারে নিজের একটা দ্বীপ——এটাকে বরং একটা স্বপ্ন বলতে পার।

হাইন্‌ৎস্‌। আর একটা মন-মাতানো লেক——কী বলো?

আনি। তাই তো! (প্রচারপুস্তিকাটি হাইন্‌ৎস্‌-এর হাত থেকে নিয়ে সরিয়ে রাখে।) এখন ভালোয় ভালোয় খেয়ে নেওয়া যাক। জুড়িয়ে গেলে পান্‌সে লাগবে। (পরপর সাজিয়ে তোলে : পেঁয়াজকলি, বীট, আলুভাজা।)

হাইন্‌ৎস্‌। পেঁয়াজকলি!

আনি। খেতে কিন্তু অ্যাসপারাগাস-এর মতো, যদিও তার চেয়ে ঢের শস্তা।

হাইন্‌ৎস্‌। (চেখে দেখে) খেতে দিব্বি হয়েচে মাইরি!

আনি। আর খরচটাও পড়েছে কম——সেটা বলবে তো!

হাইন্‌ৎস্‌। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে, অ্যাসপারাগাস কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই——সেটাই বলছ তো!

আনি। কারণটা হল কিনা পেঁয়াজকলির সোয়াদ যেমন, দামটাও তেমনি কম।

হাইন্‌ৎস্‌। মোদ্দা কারণটা হল কিনা, তুমি রান্না করতে পার।

আনি। ভালো রাঁধুনি সংসারের পয়সা বাঁচায় যেমন, তেমনি অনেক অনেক আনন্দ দেয়।

হাইন্‌ৎস্‌। যত্তো সব বাজে কতা!

আনি। লোকে যা বলে, তাই বলছি।

হাইন্‌ৎস্‌। রাবিশ!

(আনি হাসে। হাইন্‌ৎস্‌ও হেসে ওঠে। ওরা খেতে যাবে।)

হাইন্‌ৎস্‌। নিজের গুণকেত্তন গাওয়া বড়ো খারাপ জিনিস।
আনি। নিজের গুণ থাকলে লোকে লজ্জা করতে যাবে কোন দুঃখে!
হাইন্‌ৎস্‌। একটা নতুন গাড়ি কিনে বসেছে জোহান।
আনি। কী করতে কিনতে গেল!
হাইন্‌ৎস্‌। দু'ঘণ্টা ছুটি নিয়েছে, যেন নিজেই গাড়িটা নিয়ে আসতে পারে।
আনি। তুমি দেখেচো?
হাইন্‌ৎস্‌। গাড়িটা নিয়ে ও কারখানায় হাজির হয়েছিল।
আনি। গাড়িটার কী রং গো?
হাইন্‌ৎস্‌। নেবু-হলদে রং, আমি যদিও আগে বিশ্বেসই করিনি!
আনি। সুন্দর গাড়ি?
হাইন্‌ৎস্‌। সুন্দর বলতে সুন্দর! মাণ্টা গাড়ি নন্তুমনি! গাড়ির মতো গাড়ি। আটাশি হর্স-পাওয়ার! বাজি করে গাড়ি নিয়ে দৌড়ুলে আমরা ওর কাছে হেরে ভূত হয়ে যেতাম। (হাসে।)
আনি। আহা, আমাদের কচি ক্যাডেট গাড়িটা বুঝি কোনো গাড়িই নয়?
হাইন্‌ৎস্‌। ক্যাডেট, ওটা তো যাকে বলে 'জনগণের গাড়ি'! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! বড়লোকদের সঙ্গে যুঝতে গেলে অন্তত একটা ক্যাপ্রা গাড়ি চাই তো বটেই। তা হাজার দুয়েক মার্ক তো পড়বেই!
আনি। মোটরগাড়ি একটা কাজের জিনিস—তাছাড়া আবার কী?
হাইন্‌ৎস্‌। উঁহু—পুরোপুরি মানতে পারছি না।
আনি। ঘরকন্নায় আমি কেবলই জমাই, জমাতে পারি, জমাতে জানি, আর তুমি জানো শুধু-শুধু গাড়ির পিছনে জমানো কড়ি ঢেলে দিতে!
হাইন্‌ৎস্‌। গাড়ি তো শুধু আমার একার নয়, তোমারও। তোমার আদ্ধেক, আর আমার আদ্ধেক।
আনি। আমি তো এমন-কিছু বলিনি বাপু, শুধু একটু সাবধান হতে বলছি।
হাইন্‌ৎস্‌। ক্যাডেট যদি সাধারণ মানুষের গাড়ি না হয়ে বড়োলোকের গাড়ি হত তা'লে আলাদা কথা ছিল।
আনি। কেন, তাতে কী এসে যায়, আমাদের গাড়ি তো আমাদেরই গাড়ি।
হাইন্‌ৎস্‌। কালকে যখন নাইনপিন খেলতে যাব তখনই দেখো ঐ মাণ্টা গাড়িটা। আর জোহান আলবৎ আসবে, নতুন গাড়ি কিনেছে কিনা! অতি শাদা কতা!
আনি। বাড়ি থাকলে আমি কিন্তু জানলার পর্দাটা সেলাই করে ফেলতে পারতাম।
হাইন্‌ৎস্‌। মাসে তো একবারই সবাই মিলে নাইনপিন খেলার সুযোগ হয়,

তাই কারখানার বন্ধুরা সব্বাই তাদের গিন্নি নিয়ে আসে। সেটাই দস্তুর, বুয়েচো?

আনি। তুমি তো ওজর দিতেই পারো, পর্দাটা ঠিক করবার জন্য আমার যাওয়া হল না। তা'লে ঈস্টারের আগেই ওটা তৈরি হয়ে যায়। [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। সঙ্গে যেতে ইচ্ছে নেই, এই তো?

আনি। ঐ খেলা সব সময় দেখতে দেখতে চোখ পচে যায়।

হাইন্‌ৎস্‌। আর আমিই যদি সেরা খেলুড়ে হই, তবে?

আনি। তুমি হবে কিনা সেরা খেলুড়ে! (মাথা ঝাঁকায়।)

হাইন্‌ৎস্‌। ভুলে যাচ্চো আগের বার আমি পাঁচ-পাঁচটা মার্ক জিতেছি। [নীরবতা।]

আনি। আমি সঙ্গে যাই, সেটাই তো চাচ্ছো?

হাইন্‌ৎস্‌। জোর করে কি কাউকে সুখী করা যায় কখনো!

আনি। যেতে পারি অবিশ্যি, যদি তুমি কতা দাও তুমি দু-বোতলের বেশি মাত্রা চড়াবে না, আর রাত বারোটার বেশি ওখানে থাকতে চাইবে না!

হাইন্‌ৎস্‌। হলপ কচ্চি।

আনি। তবে আমি যাবো'খন। পর্দাটা না হয় শনি-রোববার সেরে ফেলব।

হাইন্‌ৎস্‌। ঠিক কতা, ওটা তো পালিয়ে যাচ্চে না বাপু!

আনি। ঐ মাংসটা তোমার সেদ্‌দো হয়েচে তো? আমারটা কিন্তু সেদ্‌দো হয়েচে বেশ।

হাইন্‌ৎস্‌। কেন, আমারটাও তো বেশ সেদ্‌দো হয়েচে।

আনি। তুমি খাচ্চ না তো, তাই বলচি।

হাইন্‌ৎস্‌। খাচ্চি বাবা খাচ্চি।

আনি। মাংসটা নরম হবারই কতা, নিজে গিয়ে মাংসের দোকান থেকে কিনেচি ——সুপারমার্কেট না।

হাইন্‌ৎস্‌। ঠিক কতা।

তৃতীয় দৃশ্য

একটি সরোবরের কিনারে সৈকতের ব্যালকনিতে কফি-ঘর। আনি এবং হাইন্‌ৎস্‌ ভালো আবহাওয়ার ঈস্টারের ছুটি উপভোগ করছে।

আনি (পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে)। ওটাকে ফ্ল্যাম্বারিং বলে। তাই না গো?

হাইন্‌ৎস্‌। এ-ই! অ্যাত্তো জোরে কথা বলো না। লোকে বলবে আমরা জানি না কাকে···বলে!

আনি। কিন্তু লোকেরাই যে ওকে···বলে!

হাইন্‌ৎস্‌। ঠিক, ঠিক। কিন্তু জানা কথা কক্‌খনো বলতে নেই, বুয়োচো তো? জানা কথা জোরে বললেই লোকে ভাববে এসব জিনিসে এদের তেমন অভ্যেস টভ্যেস নেই, বুইলে কিনা, নইলে ওরা অমন ডাগর ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকবে কেন?

আনি। ফ্ল্যাম্বারিং, মানে ঐ অ্যালকোহলে ঝল্‌সানো খাবারটা আমরা যদি খেতাম, কী খেতি হতো!

হাইন্‌ৎস্‌। ফ্ল্যাম্বারিং ওয়ালা খাবারের দাম খুব চড়া, বুইলে কিনা। দেখতে যা ভালো তার দাম নগদ-নগদ দিতেই হবে।

আনি। যাই বলো, আমাদের ভাপে-ফোটানো মাংসের কালিয়াটা কিন্তু খারাপ ছিল না।

হাইন্‌ৎস্‌। হক কতা।

আনি। হক কতা, হক কতা, তবু ঈস্টারের রোববার, বচ্ছরে শুধু একবারই আসে—আর তখন একটু ভালোমন্দ খেলে পয়সার থলেতে টান পড়ে না নিশ্চয়।

হাইন্‌ৎস্‌। পয়সার থলেতে টান পড়া-না-পড়াটা বড়ো কথা না। ভেবে দেখতে হবে, কতটা জমানো গেল, তাই না? জমাতে পারলে তবেই-না মুরোদ দেখানো যায়!

আনি। সব-কিছু নিশ্চয়ই জমানো যায় না।

হাইন্‌ৎস্‌। সব-কিছু না, কিন্তু অনেক কিছুই, বুয়েচ? সাবধানমতো খরচা-পাতি করলে আমরা এমন অনেক কিছু কত্যে পাত্তাম সবাই যা পারে না। বারোশো মার্ক খর্চা করে বৈঠকখানার আলমারিটাকে নইলে আমরা কক্‌খনো কিনতে পারতাম, বলো?

আনি। পাত্তাম না। সেটা নিয়ে মন খারাপ করার কোনো কারণও দেখিনে!

হাইন্‌ৎস্‌। তাই তো বলছি। চিরদিনের মতো জিনিসটার একটা দাম থেকে যাবে।

নীরবতা।

আনি। দিনটা কত সুন্দর, এখন টাকা পয়সার কতা রাখো তো!

হাইন্‌ৎস্‌। তুমিই কিন্তু কতাটা পেড়েচো।

আনি। আমি শুদু ফ্ল্যাম্বারিং নিয়ে দুয়েকটা কতা বলেচি।

হাইন্‌ৎস্‌। আর আমি কিনা শুদু বলেচি, ফ্ল্যাম্বারিং ওয়ালা খাবারের দাম একটু চড়া। কতাটা সমজে নেওয়া কি খুব শক্ত?

আনি। আমি বুঝি তাই বলেছি? [নীরবতা।] জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফ্ল্যাম্বারিং-এর কতাটা আমি অনেক আগেই ভুলে মেরে দিয়েছি।

হাইন্‌ৎস্‌। হক কতা। স্টীমারে করে একটু ঘুরে আসবে চাদ্দিকটা?

আনি। আকাশটা যখন যাকে বলে 'ইস্পাতের মতো নীল' তখন স্টীমারে একটু পাড়ি দিলে ক্ষতি কি? (সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।)

হাইন্‌ৎস্‌। তাই তো বলচি। যাই একবার দেকে আসি, একবার পাড়ি দিলে কত টাকা পড়বে, আর কতক্ষণ সময় লাগবে।

আনি। তাই করো বাপু, যেন ঠিক ঠিক সময়ে বাড়িতে গিয়ে পেঁছুতে পারি।

হাইন্‌ৎস্‌। তাই তো বলচি।

আনি। যা-ই বলো স্টীমারে করে পাড়ি দিলে কিন্তু ব্যাপারটা খুব সুন্দর লাগতে পারে আর যখন ঈস্টারের ঝলমলে আর বসন্তের সূর্যের আলো এসে পড়েছে।

হাইন্‌ৎস্‌। তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্চো, টেলিভিসনে বলেচে, 'তুষারযুগ সমাগত।'

আনি। কেন, কী করতে আসবে মুখপোড়া 'তুষারযুগ'?

হাইন্‌ৎস্‌। এক আবহতত্ত্বের দিগ্‌গজ পণ্ডিত নাকি বলেছেন আমরা এক তুষারযুগের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। [নীরবতা।]

আনি। আমার কিন্তু সে কতা বিশ্বেস হয় না (মাথা নাড়ে, নাস্তিসূচক)।

হাইন্‌ৎস্‌। আমারও না।

চতুর্থ দৃশ্য

রাত্রে শোবার ঘরে। আনি এবং হাইন্‌ৎস্‌ গতানুগতিক যৌন সহবাসে ব্যাপৃত।

আনি। আজ তোমার মনটা আর কোথাও।

হাইন্‌ৎস্‌। কথা কোয়োনা অতো। [নীরবতা।]

আনি। মেয়েরা এটা সহজেই বুঝতে পারে।

হাইন্‌ৎস্‌। আরে বাবা, মানুষ যা, মানুষ তো তা-ই—কী করা যাবে।

আনি। নিজের স্বভাব বদলানো যায় না, কিন্তু ভালো ইচ্ছেটা থাকাটা কি তেমন কিছু শক্ত?

হাইন্‌ৎস্‌। হুঁ! [নীরবতা।]

আনি। ক্লান্ত লাগছে?

হাইন্‌ৎস্‌। হুঁ।

আনি। তা'লে আজ বরং থাক। জোর-জবরদস্তি করলে বাপু ইচ্ছেটাই যায় নষ্ট হয়ে।

হাইন্‌ৎস্‌। হুঁ।

আনি। না চাইলে বাপু ছেড়ে দাও।

হাইন্‌ৎস্‌। এখন পর্যন্ত কোনো মজাই তো পাওয়া গেল না।

আনি। আজ আমার কোনো মজার দরকার নেই।

হাইন্‌ৎস্‌। আমারও না।
আনি। বেশ তো।

(ওরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। নীরবতা।)

হাইন্‌ৎস্‌। ধরো, কেউ, যদি তার নিজের বউকেই, যাকে বলে, মানে···খুশি করতে না পারে, তার বউ কি, যাকে বলে, সুখী হতে পারে?
আনি। একটা সত্যি কতা তোমায় বলছি, ঐ খুশি-খুশি ভাবটার সব সময় দরকার পড়ে না।
হাইন্‌ৎস্‌। কিন্তু এরকম কোনো কোনো জোট আছে শুনেছি, যে মেয়েরা তাতে সব সময় সুখ পায়।
আনি। সেই সব মেয়ে কোটির মধ্যে গোটিক। [ঈষৎ নীরবতা।]
হাইন্‌ৎস্‌। তুমি, তুমি কি তেমন নও?
আনি। না, আমি তেমন নই। অন্তত এই ব্যাপারটাতে একেবারে না।
হাইন্‌ৎস্‌। আমিও না। [নীরবতা।]
আনি। 'অসাধারণ', 'আলাদা'—এ সব কিন্তু সব সময় দেখা যায় না।
হাইন্‌ৎস্‌। কারখানায় শুনলাম, কেনাকাটা দফ্‌তরের নতুন বড়োসাহেব নাকি এক জমাদারনির কোমরের নিচে হাত রেখেছিল, মেয়েটা যখন নিচু হয়ে মেঝে সাফ করছিল।
আনি। নতুন লোকটা?
হাইন্‌ৎস্‌। হ্যাঁ। যুগোশ্লাভিয়া থেকে এসেছে ঐ জমাদারনি। মেয়েটার বয়স তেমন কিছু না, দেখতেও মন্দ না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, আর তখুনি সেই সুযোগে হাত চালিয়ে দিয়েচে। মেয়েটা এখনো পুলিশ বা ম্যানেজারের কাছে নালিশ জানায়নি।
আনি। জানায়নি, কেন?
হাইন্‌ৎস্‌। কে বলতে পারে বলো, মানুষের মনের মধ্যে কী থাকে! যখন থেকে কথাটা শুনেছি, ঝেড়ে ফেলতে পাচ্ছি না মাথা থেকে।
আনি। কোত্থেকে জানলে কতাটা, সত্যি মেয়েটা যদি কাউকে নালিশ না করে থাকে।
হাইন্‌ৎস্‌। শোনা কথা।
আনি। কেউ তো নিজের চক্ষে দেখেনি, তাহলে···
হাইন্‌ৎস্‌। হয়তো কেউ দেকেচে, আর ফিরে তাকায়নি।
আনি। আমাদের দফ্‌তরে কিন্তু এ নিয়ে কোনো কতা-টতা শুনিনি।
হাইন্‌ৎস্‌। ল্যাভেটরিতে জোহান আমাকে নিজে বলেছে। ল্যাভেটরিতেই এসব কতা শোনা যায় বাপু। তাহলেও কতাটা সত্যি। ইস্কুলে যখন পড়তাম, ছোট ছিলাম, আর মাস্টারদের নিয়ে আমাদের যতো বলাবলি।
আনি। সত্যি হলে আমিও জানতে পাত্তাম।

হাইন্‌ৎস্‌। বাতাসে ফাঁদ পেতে শোনা কতা এটা নয়। [নীরবতা।] বুয়েচ? কী বলচি?
আনি। কী?
হাইন্‌ৎস্‌। ঐ লোকটাকে দেখলেই সাবধানে থেকো।
আনি। আমি তো জমাদারনি নই!
হাইন্‌ৎস্‌। তোমাদের সেল্‌স্‌-এর দফ্‌তরেও এটা হতে পারে।
আনি। আমরা বুঝি ওরকম নিচু হয়ে কাজ করি? যত্তো সব আজগুবি কতা।
হাইন্‌ৎস্‌। মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে থাকলেও পুরুষমানুষ অমন করে কোমরের নিচে হাত দিতে পারে।
আনি। আজগুবি কতা। আমাদের মতো মেয়েমানুষ নিজেদের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে চলতে পারে।
হাইন্‌ৎস্‌। বলার কতা তাই বলচি। মোদ্দা তিন-তিন হাজার মার্ক দিয়ে নাকি লোকটাকে বহাল করা হয়েচে।
আনি। দফ্‌তরের কত্তা হলো গিয়ে দফ্‌তরের কত্তা।
হাইন্‌ৎস্‌। সে কতাই তো বলচি!

পঞ্চম দৃশ্য

আনি এবং হাইন্‌ৎস্‌ রবিবার বেড়াতে বেরিয়েছে। সুন্দর আবহাওয়া।

আনি। দিনটা যেন ভগবান পাঠিয়ে দিয়েচেন গো!
হাইন্‌ৎস্‌। রোববার তো, তাই!
আনি। হুঁ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বৈঠকখানায়, সন্ধ্যাবেলায়, এক বোতল ওয়াইন সহযোগে হাইন্‌ৎস্‌ ও আনি তাদের বিবাহ-বার্ষিকী দিনটি উদ্‌যাপন করছে।

হাইন্‌ৎস্‌। এমন অনেক ভদ্দরলোকও আছে, যারা এটার কথা ভুলে যায়।
আনি। তুমি কিন্তু না।
হাইন্‌ৎস্‌। না, কেননা আমি দস্তুরমতো খেয়াল রাখি।
আনি। বিয়ের দিনটায় একটু-আধটু আনন্দ করতে হয়, তা নইলে তার কোনো মানেই থাকে না।

হাইন্‌ৎস্‌। না-ই তো।

আনি। তিন বছর, কম সময় নয় বাপু, যদি হিসেব করা যায়।

হাইন্‌ৎস্‌। একটু ওদিকে ঘুরে দাঁড়ালেই যেন বচ্ছরটা হুড়ুৎ করে শেষ হয়ে যায়।

আনি। এটা কিন্তু তুমি একটু বাড়িয়েই বল্‌চ। মন খুশি আর নিজে যদি সুখী থাকা যায় তাহলে সময়টা যেন কোত্থেকে কি করে তাড়াতাড়ি কেটে যায়।

হাইন্‌ৎস্‌। তুমি কি সুখী?

আনি। কেন সুখী হতে যাব না?

হাইন্‌ৎস্‌। তাই তো। [নীরবতা।] তুমি কি করতে যদি তোমাকে আর কখনও না নিতাম! (হাসে।)

আনি (সে-ও হেসে ওঠে)। ওমা, আমি তা'লে কাউকে-না-কাউকে ঠিক বেছে নিতাম'খন। [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। কাউকে সুখী হতে দিতে ভাল্লাগে না বুঝি? [নীরবতা।]

আনি। কেন বলচো এ কথা!

হাইন্‌ৎস্‌। (হেসে উঠে)। সোজা কথা, প্রত্যেকেই চায় একমাত্তর হতে, তাই না!

আনি। কারণ তুমি একমাত্তর রাজপুত্তুর নয়, তাই তো! [নীরবতা।] নাকি তুমিই একমাত্তর গো, বলো না!

হাইন্‌ৎস্‌। আমি নাহলে আর কেউ আমার জায়গায় আসত!

আনি। সেটাই সব সময় হয়। [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। কাকতালীয় ব্যাপার!

আনি। কাকতালীয় নয় গো, নিয়তির নির্বন্ধ! [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। ঐ যাকে বলে মায়ামোহ, তার দরকার আছে।

আনি। আমাদের ঐ সব মায়ামোহ কুজ্ঝটি এত আছে, যে তার বাড়ন্ত হয়েছে বলে নালিশ-টালিশের দরকার পড়বে না। [নীরবতা।]

আনি। ফল রাখবার এরকম একটা পাত্তর আমার অনেক দিনের সাধ ছিল। (হাইন্‌ৎস্‌ মাথা নাড়ে। আনি উঠে দাঁড়ায়, রান্নাঘর থেকে দুটো আপেল আর একটা লেবু নিয়ে ফিরে আসে।) কাজ চালাবার মতো। (আপেল আর লেবু পাত্রটির মধ্যে সাজিয়ে রাখে।)

হাইন্‌ৎস্‌। মোশাম্বি নেবু।

আনি (সে মাথা নাড়ে, ফলের পাত্রটিকে টেবিল থেকে সরিয়ে আলমারির ওপর রেখে দেয়)। এটারই দরকার ছিল এতক্ষণ। (চেয়ে দেখে।)

হাইন্‌ৎস্‌। হ্যাঁ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রান্নাঘর, সন্ধ্যা। আনি বাসনপত্তর গুছিয়ে রেখেছে। হাইন্‌ৎস্‌ রেডিওতে খবর শুনছে।

আনি। চলো, বৈঠকখানায় চলো, তোমাকে একটা কতা বলব।
হাইন্‌ৎস্‌। কেন, কী বলবে আবার?
আনি। চলো-ই না, তারপর বলবো'খন।
হাইন্‌ৎস্‌। আবহাওয়ার খবরটা আগে শুনতে দাও তো!
আনি। আমি যে আর সবুর সইতে পারছিনে গো।
হাইন্‌ৎস্‌। ঠিক আচে—'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক'···(রেডিওটা বন্ধ করে দেয়, ওরা বৈঠকখানায় যায়।)
আনি। আমার মা হলে এখন বাবাকে বলতেন, একটু চুপটি মেরে বোসো দিকি, কতা আচে একটা!
হাইন্‌ৎস্‌। ঠিক আচে—'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক'!
আনি। বোসো, হাইন্‌ৎস্‌, আঁটুবাঁটু হয়ে বোসো, বড্ড জরুরি একটা কতা তোমায় বলার আচে।
হাইন্‌ৎস্‌ (বসে)। বেশ যেন জমকালো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা!
আনি। আরো দরকার আছে হে। কিন্তু কতা দাও, কতাটা শুনে কিন্তু দকচে যাবে না।
হাইন্‌ৎস্‌। কক্‌খনো না।
আনি। তিন সত্যি?
হাইন্‌ৎস্‌। তিন সত্যি। কিছু একটা করে বসো নি তো?
আনি। তোমাকে সময় দিচ্চি, তিনবারের মধ্যে আঁচ কত্তে চেষ্টা করো।
হাইন্‌ৎস্‌। যদি আমার মাথায় না আসে—?
আনি। চম্‌কে দিলে তবেই তো না মজা! আর যতোই মাথামুণ্ডু ভাবো না কেন, হদিশ পাবে না, তোমাকে নিয়ে আমি আরেকটা গোলকধাঁধায় ছেড়ে দিয়েচি যে।
হাইন্‌ৎস্‌। কেন?
আনি। কারণটা হচ্চে গিয়ে তুমি হতে চলেছো বাবা, আর আমি—আমি কিনা মা হতে যাচ্চি। [নীরবতা।] তুমি আর আমি। [নীরবতা।] পেটে ধরেচি, বুয়েচো? আমরা—যাকে বলে কিনা—গু-রু-জ-ন হতে চলেছি।

বড় রকমের নীরবতা।

হাইন্‌ৎস্‌। আমরা কিন্তু যা-ই বলো কম সাবধান থাকিনি।
আনি। তোমার কি এ ছাড়া আর কিচ্ছুটি বলার নেই?
হাইন্‌ৎস্‌। কথাটা তো সত্যি?
আনি। একবার না একবার তো কথাটা সত্যি হতেই হবে, আর এখন হলে ক্ষতি কি?
হাইন্‌ৎস্‌। কবে থেকে?
আনি। ডাক্তারবাবু বলেছেন, এটা হল কিনা তিন মাস।
হাইন্‌ৎস্‌। ডাক্তারবাবুর কাছে গেস্‌লে?
আনি। আদ্ধেক-সত্যি কতা তোমাকে বলতে যাব কেন? [নীরবতা।] একটা শ্যাম্পেন কিনেচি গো, এত বড় একটা সুখবর, ঘটা করতে হবে তো! শ্যাম্পেনটা ফ্রিজের মধ্যে ভালো করে রেখে দিয়েচি।
হাইন্‌ৎস্‌। তুমি তো জানো, শ্যাম্পেন আমার ভাল্লাগে না।
আনি। ঘটা করতেই হবে—এমনতরো ব্যাপার তো রোজ রোজ হয় না।

নীরবতা।

হাইন্‌ৎস্‌। তা তো বটেই!
আনি। তা'লে নিয়েসো শ্যাম্পেন, আর বোতলটা খোলো।

(হাইন্‌ৎস্‌ তাই করে। আনি গ্লাস জড়ো করে আনে। নিস্তব্ধতা।)

আনি। আরেকটা মস্ত ব্যাপার আছে, ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম। (সে রান্নাঘরে যায়, ফ্রিজ থেকে বার করে একটা বড় বাটি আর দুটো প্লেট বৈঠকখানায় নিয়ে আসে।) জানো, আজকের এই জাঁকজমকের দিনটাতে আমি কি তৈরি করিচি? গল্‌দা চিংড়ির স্যালাড—মস্ত অ্যাকটর কুর্ট য়ুরগেন্‌স্‌ এটা খেতে খুব ভালোবাসেন।
হাইন্‌ৎস্‌। এ খবরটা আবার কোত্থেকে পেলে?
আনি। 'সে আমার গোপন কথা'···।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভোর। রান্নাঘর। হাইন্‌ৎস্‌ আর আনি কাজে যাবার মুখে। আনি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। বাইরে তুষারের করকা ঝরছে।

আনি। হাইন্‌ৎস্‌, গরম পুলোভারটা পরে নাও, দেখছ-না কেমন তুষার পড়চে।

হাইন্‌ৎস্‌। তুষার পড়ছে, কিন্তু ঠাণ্ডা তেমন নেই।

আনি। তুষার যখন পড়ছে, তখন যাকে বলে তাপমাত্রাটা নিশ্চয়ই শূন্যের নিচে, তা নইলে বৃষ্টি হত।

হাইন্‌ৎস্‌। ন্‌না——এটা একটু পরেই চলে যাবে। দমকা হাওয়া এলেই ঠাণ্ডা লাগে। বরফ মাটিতে পড়েই গলে যায়, এ তো সবখানেই দেখা যায়।

আনি। তা তুমি ঠিকই বলেচো।

হাইন্‌ৎস্‌। এপ্রিল মাসে বরফ কখনো জমে থাকে না, এটাই দস্তুর।

আনি। তবু যাই বলো, ওরা যা বলচে যদি সত্যি হয় তবে আমরা হিমযুগের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

হাইন্‌ৎস্‌। এ বচ্ছরে অন্তত হিমযুগ টিমযুগ আসবে না।

আনি। না। [নীরবতা।] বরফের ফোঁটাগুলো দেখলে কেমন যেন মনটা গুছিয়ে নেওয়া যায় না।

হাইন্‌ৎস্‌। কেন, আমার তো কোনো অসুবিধে হয় না।

আনি। তোমার হয় না, কারণ তুমি ভালো করে দেকো না বলে। আমি দেকি, তাই আমার দিশে হারিয়ে যায়।

হাইন্‌ৎস্‌। তুমি মেয়ে মানুষ তো, তাই!

আনি। সামনের পৌষমাসে মা হতে চলেছি। (হাসে।)

হাইন্‌ৎস্‌। আমার তো মে-মাসে আবার [নীরবতা] জন্মদিন।

আনি। তুমি বুঝি ভেবেছ আমি সেটা ভুলে বসে আছি। এই তো দোরগোড়ায় এসে গেল বলে!

হাইন্‌ৎস্‌। আর তো পাঁচ হপ্তা——

আনি। সেদিন তোমায় চম্‌কে দেব, দেখবে'খন।

হাইন্‌ৎস্‌। তা হোক এখন কিন্তু যেতেই হয়। নইলে হাজিরা দিতে দেরি হয়ে যাবে।

আনি। ঠিক বলেচো। (ওভারকোট এ'টে নেয় ওরা, দেখে, ঘরের বাতিগুলো সব নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। দরজার দিকে যায়। যেতে থাকে।)

আনি। আজ কি গোটা দিনটা ধরেই বরফ পড়তে থাকবে?

হাইন্‌ৎস্‌। আজ সন্ধ্যেবেলা সেটা বোঝা যাবে।

আনি। কেন?

হাইন্‌ৎস্‌। অনেক বরফ পড়লে বুঝতেই পারবে বরফ পড়েছে, নইলে বুঝবে পড়েনি।

আনি। তা তো হল, কিন্তু কী করে বুঝবে গোটা দিনটা জুড়েই বরফ পড়েছে!

হাইন্‌ৎস্‌। কারখানার জানলা দিয়ে তাকালেই বুঝতে পারবে না?

আনি। তা'লে কারখানার লোকেরা যতো গুজুর-গুজুর শুরু করে দেবে।

হাইন্‌ৎস্‌। দেবেই তো! তুমি তো কম কৌতূহলী নও!

আনি। দুনিয়ায় কী হচ্ছে জানতে আমার সাধ যায়। তুষার, রোদ্দুর, বিষ্টি।

সময় থেকে পিছিয়ে পড়লে তো চলবে না।

হাইন্‌ৎস্‌। আরে বাপু, হপ্তার কাজের দিনগুলোতে এসব কোনো কথাই নয়।

আনি। তোমাকে তো গাড়ি চালিয়ে সব জায়গায় যেতে হয়।

হাইন্‌ৎস্‌। তবু।

আনি। সব সময় বাইরে বাইরে ঘোরো চারিদিকে, তাই যা হচ্ছে তোমার কাছে তা পড়ে পাওয়া ব্যাপার বলে তোমার সেগুলো নজরেই আসে না। আমার কিন্তু নজরে আসে, সেল্‌স-ডিপার্টমেণ্টে তো ওসব সহজে চোখে পড়ে না।

(হাইন্‌ৎস্‌ আনির পিছনের দরজাটাকে বন্ধ করে দেয়।)

তৃতীয় দৃশ্য

রবিবারের বিকেল। হাইন্‌ৎস্‌ টেলিভিসনে খেলার ধারাবিবরণী অনুধাবন করছে। আনি বুনছে।

হাইন্‌ৎস্‌। আমার খালি চোঁয়া ঢেকুর উঠছে।

আনি। কবরেজি নুনটা খেয়ে ফেলো-না বাপু। [নীরবতা।] তোমার ঐ ড্রিংক্‌সের জন্যই এমন হয়েচে।

হাইন্‌ৎস্‌। আমি কী-ড্রিংক করি না করি সেটা আমি ভালোভাবেই জানি। [নীরবতা।]

আনি। আসলে সেটাই তুমি জানো না। [নীরবতা।] কিন্তু কবরেজি নুনটা সত্যিই ভালো। দেব তোমাকে।

হাইন্‌ৎস্‌। হুঁ।

(আনি উঠে দাঁড়ায়। রান্নাঘরে গিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে আসে।)

আনি। এই যে।

হাইন্‌ৎস্‌ (একটা চামচ খুঁজতে খুঁজতে)। একটা চামচ যে নিয়ে আসবে, সে-কতাটা তোমার মাথায় আসে না।

আনি। বাবা রে বাবা——না হয় সেটা ভুলেই গেছি!

(রান্নাঘরে গিয়ে ছোট একটা চামচ নিয়ে আসে।)

হাইন্‌ৎস্‌ (আধ চামচ নুন জলে মেশায়। পান করে)। পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে গেছে। (টেলিভিসনের সামনে বসে ক্রীড়া বিচিত্রা দেখে। আনি বুনতে থাকে। হাইন্‌ৎস্‌ তাকে দেখে।) [নীরবতা।] বুনছো?

আনি। হ্যাঁ। [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। অনেকদিন বাপু বোনোনি-টোনোনি। আমাকে একটা সোয়েটার বুনে দেবে কতা দিয়ে ভুলেই মেরে দিয়েচ।

আনি (হাসে)। একটু অপেক্ষা করলে কোনো লোকসান নেই তো তোমার। [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। এখন তুমি তো কোনো কার্ডিগান বুনছো—না!

আনি। বাব্বা—তুমি দেখছি আজকাল সব-কিছুই লক্ষ করছ! [নীরবতা।] কার্ডিগানই বুনছি হে, কার্ডিগানই বুনছি। [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। কিন্তু অত্তোটুকু!

আনি। হ্যাঁ অ্যাত্তোটুকুন! (হাসে।)

নীরবতা।

হাইন্‌ৎস্‌। এটা বুঝি শ্রীমানের জন্য পরিচ্ছদ রচনা করা হচ্ছে।

আনি (হাসে)। বাচ্চাদের নক্‌শার বই ধরে বুনে দেখছি। দেখই না! (নক্‌শাটা দেখায়।)

হাইন্‌ৎস্‌। ভালোই হচ্ছে।

আনি। নক্‌শাটা নতুন। তোমারটাও হবে গো হবে। একটার পর একটা। এটা বুনতে আমার বেশ মজা লাগছে।

হাইন্‌ৎস্‌। লোকজন মজা পাক, এতে আপত্তি করার কিছুই নেই।

আনি। অতি সত্য কথা। এই ভ্যাপসা গরমের মধ্যে একটু মজা-টজা তো চাই-ই।

হাইন্‌ৎস্‌। এখনও তো ততো গরম পড়েনি। তবে শিগ্‌গিরই গরমটা মৌজ করে পড়বে।

আনি। হুঁ! [নীরবতা।] দেখ, এইখানটা পিঠের জায়গাটা (বুননটা দেখায়)।

হাইন্‌ৎস্‌। কত্তোটুকুন!

আনি (হাসে)। অ্যাত্তোটুকু! (বুনে যায়।) [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। তা অ্যাত্তোটুকুন খোকন তেমন মন্দ কী!

আনি। আমিও তো তাই বলতে চাই। ভাবনাটা নতুন, কিন্তু অভ্যেস হয়ে যাবে! ঘরে একটা বাচ্চা আসুক—দেখবে সব কিছু বদলে গেছে।

হাইন্‌ৎস্‌। তলিয়ে না দেখলে ঠিকই আছে! [নীরবতা।] আমাদের অবস্থাটার কথাও ভেবে দেখতে হবে। [নীরবতা।]

আনি। কী ভাব্‌চ বলো তো?

হাইন্‌ৎস্‌। আমাদের অবস্থাটার কথা ভাবছি—আবার কী নিয়ে ভাবব!

আনি। কী যে তোমার ভাবনাচিন্তার গণ্ডিখানা!

হাইন্‌ৎস্‌। না—কিস্‌সু না। [নীরবতা।]

আনি। মানুষের কেমন বদল হয়!

হাইন্‌ৎস্‌। কার? কার বদল হয়!

আনি। তোমার, আবার কার!

হাইন্‌ৎস্‌। কারণ আমি এর পর কী হবে সেটা ভাবতেই পারিনে!
আনি। পরে কী হবে না হবে এসব মাথামুণ্ডু ভেবে তো বদ্‌লালে চলবে না!

নীরবতা।

হাইন্‌ৎস্‌। একটু ভালো করে থাকা চাই—ঘরটা আরেকটু চওড়া হলে-টলে ভালো হয়, এই হচ্ছে মোদ্দা কতা।
আনি। কেন, কেন এ-কতা বলচ? [নীরবতা।]
হাইন্‌ৎস্‌। যদি ইউনিভারসিটিতে পড়বার সুযোগ পেতাম, কিছু একটা হতে পারতাম। [নীরবতা।] তোমারও কি তাই মনে হয় না?
আনি। সে তো নিশ্চয়ই!
হাইন্‌ৎস্‌। সেটাই হচ্ছে মোদ্দা কতা! [নীরবতা।]
আনি। তুমি ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনো করলে আমাদের মধ্যে আলাপ পরিচয়ই হয়ে উঠত না। (হাসে) ইউনিভারসিটির স্টুডেণ্ট-ফুডেণ্ট বাপু আমি চিনিই না। কখনো সেই সুযোগ হয়নি!
হাইন্‌ৎস্‌। আমি দু'চারজনকে চিনি!
আনি। তা'লে তুমি এই কারখানায় ঢুকতে না! অন্য কোথাও বসতে গিয়ে!
হাইন্‌ৎস্‌। তা'লে আমি লরি-ড্রাইভার হতাম না অন্তত।
আনি। কক্‌খনো না। বড় জোর ছুটির সময়টা!
হাইন্‌ৎস্‌ (হাসে)। হ্যাঁ গো! [নীরবতা।]
হাইন্‌ৎস্‌। হতাম গিয়ে এক দিগ্‌গজ সায়েন্‌টিস্ট। [নীরবতা।]
আনি। যে-কোনো চাকরিতেই বাপু ভদ্দরলোকের মতো থাকা যায়!
হাইন্‌ৎস্‌। কিন্তু সব চাকরিই যে খুব ভদ্দরলোকের মতো সে কথা বলা যায় না।
আনি। কেন?
হাইন্‌ৎস্‌। আমি এমন কিছু চাই——যা আমার, একান্ত আ-মা-র!
আনি। কী——?
হাইন্‌ৎস্‌। কিছু একটা স্পেশাল——আলাদা! [নীরবতা।] কিছু একটা চম্‌কে-দেওয়া ব্যাপার। বুয়েচ? [নীরবতা।]
আনি। যেমন——সমুদ্দুরের মধ্যিখানে একটা দ্বীপ্‌! [নীরবতা।]
হাইন্‌ৎস্‌। না। তা আমি বলিনি। কিন্তু যখন ভাবি, রোজ যখন সকাল বেলায় লরি নিয়ে কারখানার মাল বোঝাই করার জন্য গুদামঘরের বারান্দাটায় গিয়ে হাজির হই——মনে হয় আরো জন তিরিশেক লোক ঠিক আমারই মতো আমার পাশে। তখন ভাবি এমন-কিছু আমার যদি থাকত যা আমারই নিজের নিতান্ত নিজস্ব! বুঝতে পারছ কী বলতে চাইছি? স্বীকৃতি চাই——লোকজন আলাদা করে চিনতে পারুক। এটা কোনো অন্যায় চিন্তা নয়।

আনি (হাসে)। কিন্তু আ—আমি! আমি তো তোমার নিজস্ব!

হাইন্‌ৎস্‌। সেটাই সব নয়। [নীরবতা।]

আনি। আমরা মামুলি মানুষ—হরেদরে গড়পড়তায় সাধারণ—সেই সত্যি কথাটার সঙ্গে আমাদের মানিয়ে চলতে হবে! [নীরবতা।] যারা অ-সাধারণ, তাদের পক্ষে যে সব কিছুই সোজা, এমন কতা ভেবো-না। [নীরবতা।] সবচে ভালো রাস্তা—মনে মনে খুশি থাকা। [নীরবতা।] কী, ভুল বললাম!

হাইন্‌ৎস্‌। আমার কী মনে হয় জানো? যখন স্টিয়ারিঙের সামনে গিয়ে বসি, অথবা খরিদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাই—যদিও প্রত্যেক খরিদ্দারের সঙ্গে যাকে বলে—'ব্যক্তিগত' কথাবার্তা চালাতে হয়—আমার মনে হয়, এই কাজটা আমার জায়গায় আর যে কেউই করতে পারত! মনে হয়, আমি আমি নই, আর যে কেউ, যার থাকা-না-থাকার কোন মানেই নেই! আমি আমার কথা বলছি! আমি, আ—মি! [নীরবতা।]

আনি। কিন্তু তোমার মতো যে এত ভাবনাচিন্তা করে—সেটাও বাপু মামুলি কিছু নয়!

হাইন্‌ৎস্‌। কাজ-টাজ যখন করি, চলে যায়, তখন তো মনের কথাটা মনেই থাকে না! [নীরবতা।] কিন্তু যখন আমরা দু'জন—শুধু দু'জন একা—যখন আমরা এক হয়ে যাই। আমার কি মনে হয়, জানো? এ যেন ঠিক ঐ কারখানাটার মতোই একঘেয়ে মোচার ঘণ্ট-ঝোল-দই—

আনি। কে? কার কথা বলছ!

হাইন্‌ৎস্‌। লোকে, মানে একজন-না-একজন, যে কোনো ভাবেই আলাপ কিন্তু নয়, সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে, যা তার আগে কোটি কোটি লোক করেছে, ঠিক একই ভাবে, ঠিক একই ভাবে। [নীরবতা।] নিজের—নিতান্ত নিজের বলতে তার পিছনে কোনো—কিছুই নেই!

আনি। এ-কথা বলতে নেই। [নীরবতা।] ভালোবাসা হচ্ছে একটা গোপন ব্যাপার—সাতরাজার ধন এক মানিক—আমি আমার কাছ থেকে কাউকে ভালোবাসা কেড়ে নিতে দেব না।

হাইন্‌ৎস্‌। এখন তোমার এসব কথা মনেই হবে। কারণ তুমি কিনা মা হতে চলেছ। কিন্তু ওভাবে ভাবাটা ডাহা ভুল, বুঝতে পারছ না!

আনি। না।

হাইন্‌ৎস্‌। এটা তো বাবা জানা কথা!

আনি। এ ব্যাপারে আমি আর সবার থেকে আলাদা। যার কপালে দু-দুটো চোখ আছে, সে নিশ্চয়ই সেটা ঠাহর করে নিতে পারবে!

চতুর্থ দৃশ্য

আনি, হাইন্‌ৎস্‌ শয্যালগ্ন। মধ্যরাত্রি। অন্ধকার।

আনি। মনটাকে খুশি রাখতেই হবে। [নীরবতা।] মন-খারাপটা আসলে একটা অসুখ, এটাই লোকে বলে থাকে।

হাইন্‌ৎস্‌। আমি একটু ক্লান্ত। আর কোনো সমস্যার কথা হচ্ছে না।

আনি। ঘুমোতে পারছ না। এই তো!

হাইন্‌ৎস্‌। ন্‌না।

আনি। আমিও না। [নীরবতা।] তা'লে এসো না, আমরা কথাবাত্তা বলি।

হাইন্‌ৎস্‌। কথাবার্তা? ক্লান্ত হলে কি বক্‌বক্‌ করা যায় নাকি! [নীরবতা।]

আনি। একটা বাচ্চা হতে চলেছে। তুমি ব্যাপারটাকে মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছ না! অন্যেরা একটা ছেলে হলে কী খুশিই না হতো! মনের আনন্দে কী-ই না মানৎ করে বসত!

হাইন্‌ৎস্‌। অন্য লোকদের কথা আলাদা।

আনি। কী সব আজেবাজে কথা বলছ!

হাইন্‌ৎস্‌। তোমার কোনো ধারণা-ই নেই। [নীরবতা।] অন্য যে সব লোকের কথা বলছ যাদের কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, তাদের হাতে ভাবনা-টাবনা করার জন্য অঢেল সময় আছে! মাঝরাত্তিরে হঠাৎ জেগে উঠে তাদের তো কোনো কথা ভাবতে হয় না। আর আমার দশাটা কী একবারও ভেবে দেকেছ? কারখানায় দিনের পর দিন ঘুম নেই। যেখানে সেখানে যখন-তখন লরি নিয়ে তড়িঘড়ি করে এক্‌স্ট্রা দৌড়াও——নার্ভের ওপর কেমন চাপ পড়ে বলো তো?

আনি। অতো খারাপ না, যেমন করে বলছ!

হাইন্‌ৎস্‌। কিন্তু বোরিং তো! [নীরবতা।] কাজকর্মের মধ্যে কতটুকু সময় সময় পাই বলো? হপ্তা ভর কাজ, আর কাজ, কাজ আর কাজ। নিজের সঙ্গেই যে একবার একটু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবিলার সময় পাব——সেটা ভাগ্যেই নেই!

আনি। কিন্তু উইকএন্ডে?

হাইন্‌ৎস্‌। উইকএন্ডের কোনো মানে-ই নেই। কারণ সেটা হরে দরে সেই পাইকিরি ছুটির ব্যাপার!

আনি। আমার মনে এত নালিশ-টালিশ নেই বাপু!

হাইন্‌ৎস্‌। একটা লোক খেটে মরে যাচ্ছে——একটা মুহূর্ত নিজের সামনা-সামনি দাঁড়াতে পারছে না——ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক ভেবে দেখেছ?

আনি। মাঝরাত্তিরে যতো সব হাবিজাবি চিন্তা! [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্। যতোক্ষণ পা-দুটোতে জোর পাওয়া যায় [নীরবতা।] কোথাও যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই হবে——(হাসে, মাথাটা ঝুঁকিয়ে দেয়।)

আনি। কোথায় যাবার কথা বলছ?

হাইন্‌ৎস্। যেখানে মন চায়। প্যারিস, ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক! যে-লোকটা দুনিয়ার কিছুই জানে না, তার পক্ষে বেছে নেবার মতো মানচিত্তিরটা কত্তো বড়——ভেবে দেখেচো?

আনি। আর বাচ্চাটা সুদ্ধু আমি পিছনে পড়ে থাকব——এই তো!

হাইন্‌ৎস্। পিছনে ফেলে যাবার কথা কে বলেচে। একটা অন্য জগতের কথা হচ্ছে এখানে। আকাশকুসুম, বুঝতে পারছ না; কিন্তু আমার অবস্থাটা কেমন? একটা এঞ্জিনিয়ারের মতো; যে লোকটা আপিসে দিনভর তার টেবিলের কাছে বসে প্ল্যান-ট্যান করতে থাকে——যাকে বলে ব্লু-প্রিন্ট ঐ সব ——আর বাড়িতে ঢোকে ঘোর রাত্তির বেলায়। ঠিক তো! দিনরাত্তির দিনের পর দিন তার দশাটা তো একই!

দীর্ঘায়ত নীরবতা।

আনি। তোমার ভাবনা-চিন্তাগুলো একাক্কার হয়ে যাচ্ছে!

হাইন্‌ৎস্। কক্‌খনো না। ঠিক তার উলটো; ভেবে দেখো, আজ রাত্তিরে, এখন, এখনই যদি টের পেতাম, এক বছরের মধ্যে ক্যানসারে ভুগে মরব—— বলতে পার আমরা কী করব?

আনি। আমাদের বংশে কারোর ক্যানসার-ট্যানসার হয় নি। না তোমার বংশে কারো, না আমার।

হাইন্‌ৎস্। আহা। ওটা একটা কথা——ভাববার কথা——আর কিছু না। [নীরবতা।] আজ অবিশ্যি দেরি হয়ে গেছে। কালকে ব্যাংকে গিয়ে যা কিছু পয়সাকড়ি আছে সব তুলে ফেলব।

আনি। সবসুদ্ধু সেখেনে আট শো তিরিশ মার্ক আছে।

হাইন্‌ৎস্। তারপর? সেই টাকা তুলে ফেলে চলে যাব সটান সিরানে—— নয়তো উত্তুরের কোনো হিলস্টেশনে।

আনি। ভিয়েনা। চলো না ভিয়েনায়?

হাইন্‌ৎস্। দুনিয়া—পাড়ি।

আনি। ঐ টাকায় কুলোবে না।

হাইন্‌ৎস্। যা আছে বিক্রি-টিক্রি করে ধার-ধুর করে বেরিয়ে পড়া! বাঁ—চা! [নীরবতা।]

আনি। উত্তুরের পাহাড়তলিতে যেতে পারলে বেশ ভালোই হত গো। কোনো-দিন তো যাওয়া হয়নি!

হাইন্‌ৎস্। হ্যাঁ, যেমন আরো অনেক জায়গায় যাওয়া হয়নি।

আনি। এই আকাশকুসুমের মানসজমিনের চাষবাস——বাবারে বাবা——আমার বড় ক্লান্ত লাগছে।
হাইন্‌ৎস্‌। ভালো কথা ভাবতে ভাবতে একটু একটু ক্লান্ত লাগবে এটা তো স্বাভাবিকই।
আনি। হুঁ।

পঞ্চম দৃশ্য

ইউরিনাল। হাইন্‌ৎস্‌ মূত্রত্যাগ করছে। আনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

আনি। এখুনি বাড়ি চল, নইলে আমি একা-একাই চললাম।
হাইন্‌ৎস্‌। পুরুষদের ইউরিনালের কাছে মেয়েদের দাঁড়াতে নেই।
আনি। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আর কথা বলবার সুযোগ কোথায়?
হাইন্‌ৎস্‌। এখন কেউ যদি এসে দেখে আমার ধর্মপত্নী দাঁড়িয়ে——
আনি। কেউ আসতে যাচ্ছে না——আমি খেয়াল রেখেছি। খেলায় তুমি দশ-দশটা মার্ক খুইয়েছ। বিলটা এখনো দেওয়া হয়নি। পাঁচ বোতল বীয়ার তো এর মধ্যে সাবাড় করেছ। পাঁড় মাতালের মতো তোমাকে দেখাচ্ছে।
হাইন্‌ৎস্‌। আরে বাবা মানুষ তো একবারই বাঁচে!
আনি। বাপ্‌ রে——তা, বাঁচাটায় খরচ দেখি কম নয়। এখন থামো, থামাও।
হাইন্‌ৎস্‌। পড়েছেন মুঘলের হাতে, খানা খেতে হবে তার সাথে।
আনি। মাতলামি জুড়ে দিয়েছ বেশ! এখন চল, তোমার বন্ধুরা বুঝতেই পারবে। হাতটা স্থির না থাকলে বেস্‌-বল কেউ খেলতে পারে না কি!
হাইন্‌ৎস্‌। পরে ওরাই বলবে, আমি 'কাওয়ার্ড'। হার জিৎ আছেই, হেরে যেতেও শিখতে হয়।
আনি। কিন্তু মাতলামি করে হেরে যাওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়।
হাইন্‌ৎস্‌। সেটা তোমারই যেন বুঝবার কথা।
আনি। আমি খুবই জানি। তোমার চোখ মুখের দশা দেখে ঠিকই বুঝে নিতে পারি।
হাইন্‌ৎস্‌। খেলার নিয়মই এই যে একজন-না-একজনকে হারতেই হবে।
আনি। কিন্তু তোমাকেই যে হারতে হবে এ-কথা কে বলেছে?
হাইন্‌ৎস্‌। একজন ভদ্দরলোকের দুর্দশার কথা ভাব, যার বউ লজ্জার মাথা খেয়ে পুরুষদের ইউরিনালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে!
আনি। আমার উচিত ছিল বাড়িতেই থাকা।
হাইন্‌ৎস্‌। ছেলেদের ইউরিনালে একমাত্র বেশ্যারাই যেতে পারে। দৃশ্যটা দেখলে চক্ষুস্থির হয়ে যায়।

আনি। অন্য লোকের বদলে নিজের স্বামী যদি সেখানে থাকে তাতে দোষটা কী!
হাইন্‌ৎস্‌। সুযোগ নিলেই হুজুগ আসে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রান্নাঘর। আনি থালা-বাসন ধুচ্ছে। হাইন্‌ৎস্‌ টেবিলের কাছে বসে। সন্ধ্যা।

হাইন্‌ৎস্‌। ছেলেপুলে হলে সমস্যা তো কমেই না, বরং বাড়ে।
আনি। যদি আগে থেকে তোমার মনের দশাটার টের পেতাম তোমাকে কিছুই বলতাম না। সময় এলে অবাক করে দিতাম!
হাইন্‌ৎস্‌। তবে তোমাকে টেরটা পাইয়ে দিতাম'খন।
আনি। তোমার ভাবনাচিন্তাগুলো কীরকম তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, তাই না?
হাইন্‌ৎস্‌। সংসারে টিঁকে থাকতে হলে যাকে বলে সেল্‌ফ্‌-হেলপ চাই বুঝেছ! যদি ভুরি ভুরি টাকা থাকত, তবে একটা কেন, দশটা ছেলে গজালেও কিছু এসে যেত না!
আনি। সবাই বড়োলোক হবে, এটা কখনো হয়?
হাইন্‌ৎস্‌। কিংবা ধরো আমি যদি এমন কেউ-কেটা হতাম যাকে আমাদেরই মতো লোকজন শ্রদ্ধা-টদ্ধা করে, তাহলেই আমার বাপ হওয়াটা মানাত। মাঝে মাঝে কারখানায় যেতে যখন দেরি হয়ে যায়, বড়সাহেব কিছু না বলে শুধু একবার তাকান, ঐ তাকানোর মধ্যেই এমন একটা ছম্‌ছমে ভাব থাকে যে আমি সিঁটিয়ে অ্যাত্তোটুকু হয়ে যাই। আর এখন যখন ভাবি আমি বাপ হতে চলেছি (হাসে), দেরি করে ফ্যাক্টরিতে গেলে কীরকম অপরাধী-অপরাধী ভাবটা হবে বুঝতে পার? (মাথা নাড়ে।)

নীরবতা।

আনি। জীবনটার ওপর ভর্‌সা রাখা চাই, হাইন্‌ৎস্‌।
হাইন্‌ৎস্‌ (আনি-কে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখে)।
আনি। আমার দ্বারা ঐ কাজ কখনো হবে না—যতোই না ধানাই পানাই কর।

নীরবতা।

আনি। আমার ভিতরে ওটা নড়ছে-চড়ছে, সেটা বেশ বুঝতে পারি।
হাইন্‌ৎস্‌। কী যা-তা বলছো!
আনি। মনটা যখনই ঐদিকে চলে যায়, বেশ বুঝতে পারি আমি।
হাইন্‌ৎস্‌। এখনো তিন মাসই হয়নি——ব্যাঙাচির বাচ্চা কোলাব্যাঙের মতো লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে। এই তো বলতে চাইছ!
আনি। হাতের তেলোয় দেখোই না, ব্যাঙাচির নাচানাচি বুঝতে পারবে ঠিক।
হাইন্‌ৎস্‌। তোমার হাতের মুঠোয় তো কিছু নেই!

নীরবতা।

আনি (শুদ্ধ ভাষায়)। আমরা যেমন, তেমনি যে আসছে, সে-ও জীব, তার মধ্যে জীবন চলছে। [নীরবতা।] আমি এ ব্যাপারে কোনোরকম রফা করতে রাজি নই!
হাইন্‌ৎস্‌। কেননা তুমি হচ্ছো বেশ একগুঁয়ে——জেদি——

নীরবতা।

আনি। জেদি বলে কী হয়েছে!

নীরবতা।

হাইন্‌ৎস্‌। বাপ হতে গেলে পাকাপোক্ত——ঐ যাকে বলে ম্যাচুওর, সেটা হওয়া চাই।
আনি। যতো সব মিথ্যে ওজর।
হাইন্‌ৎস্‌। কোনো ওজর ফোজর না! আমি সত্যি একটি শিশুকে চাই, প্রত্যেকেই তা চায়, সেটা তো কোনো আজগুবি কথা নয়।
আনি। ঠিকই তো!
হাইন্‌ৎস্‌। কিন্তু এভাবে নয়। ছেলের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলতে পারা চাই এই দেখ্‌, আমি কিনা তোর বাপের মতো বাপ যাকে নিয়ে তুই দেমাক করতে পারিস——আমি তোর সেই বাপ যে জীবনে কিছু একটা করে উঠতে পেরেছে। সেটাই হবার কথা। আর সেটাই হয়েছে। মরদের মতো মরদ।
আনি। যা হয়নি তা তো যে কোনো সময় পুষিয়ে নেওয়া যায়।
হাইন্‌ৎস্‌। না, সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন আমি যে করে হোক হায়ার সেকেন্ডারিটা সেরে ফেলতে পারতাম।
আনি। হ্যাঁ——আচম্‌কা এই সব প্ল্যান!
হাইন্‌ৎস্‌। এক সময়-না-এক সময় সবাইকেই শুরু করে দিতে হয়। দেখো,

তোমাকে নজিরটা দেখাই। (পকেট থেকে করেস্‌পন্ডিং স্কুলের বিজ্ঞপ্তি বার করে, যেখানে প্রার্থনীয় বিষয়ের জায়গাটায় একটা চিহ্ন বসিয়ে দিতে হবে।) আমি কোথায় দাগ বসিয়েছি দেখো——'হায়ার সেকেন্ডারি' দেখায়)। এটাকে ডাকবাক্সে এবার রাখা হবে। দেখতেই পাবে। বাচ্চা-টাচ্চা হলে হাত-পা-বাঁধা হয়ে পড়ে থাকতে হবে——বুঝতে পারছ না?

আনি। বাপ্‌ রে, কত্তার আমার কল্পনাশক্তির দৌড় খুব কম নয় দেখছি।

হাইন্‌ৎস্‌। তুমি শুধু ব্যাপারটার ভালো দিকটাই দেখছ!

আনি। সব কিছুর মধ্যে থেকে ভালোটাই আমি বেছে নিতে চেষ্টা করি। আর সেই অধিকারটুকু আমার আছে। সেটা আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। যেখানেই তাকাও না, বাচ্চাদের দেখতে পাবে।

হাইন্‌ৎস্‌। বাচ্চাটা এলে তোমারও কাজ করার ইতি।

আনি। মেটারনিটির আইন হয়েছে, তা বুঝি জানো না!

হাইন্‌ৎস্‌। হপ্তা-ছয়েক ছুটি——এই তো?

আনি। ছ'সপ্তাহ আগে, ছ'সপ্তাহ পরে।

হাইন্‌ৎস্‌। আমি বিশ্বাস করিনে!

আনি। যে কোন ডিকশনারি খুলেই দেখতে পাবে, একবার দেখোই না।

হাইন্‌ৎস্‌। কোথায়?

আনি। ঐ যেখানে 'মেটারনিটি লীভ' কথাটা লেখা আছে, দেখোই না সে-জায়গাটা।

হাইন্‌ৎস্‌ (বৈঠকখানায় গিয়ে বইয়ের তাক থেকে একটা বই তুলে নেয়···)। মেটারনিটি লীভ, (পড়ে, রান্নাঘরে ফিরে আসে) মেটারনিটি লীভ—গর্ভবতী ও সদ্যোজননীর কাজের অধিকার——পশ্চিম জর্মানির প্রজাতন্ত্রে বিশে জানুয়ারি, ১৯২৪ হইতে এই নিয়ম বলবৎ হইল যে শিশুজন্মের ছয় সপ্তাহ পূর্বে ও পরে জনয়িত্রীকে দিয়া কোনো কাজ করানো চলিবে না! ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে 'যে মাতারা শিশুদের স্তন্যপান করাইয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে শিশুজন্মের আট হইতে বারো সপ্তাহ পর্যন্ত এই আইন প্রযোজ্য।'

আনি। কী? ঠিক বলিনি! [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। আর ছ সপ্তাহের মেয়াদটা কেটে গেলে?——একটা বাচ্চা তো আরো বেশি দিন বাঁচে।

আনি। তখন দেখতে হবে বাচ্চাকে ডে-নার্সারিতে ভর্তি করানো যায় কিনা।

হাইন্‌ৎস্‌। মহানগরেই ও সব মেলে, আমাদের এই খুদে এলাকায় নয়।

আনি। ভালো ভাবে চেষ্টা করলে এখানেও মিলবে।

হাইন্‌ৎস্‌। কিংবা মিলবে না।

আনি। সব-কিছুর মধ্যেই তুমি খারাপটা খুঁজে বার করে নাও।

হাইন্‌ৎস্‌। এই শহরে তুমি ডে-নার্সারি পাবে! ওটা মায়া, কিংবা মতিভ্রম! বুঝতে পারছো না! [নীরবতা।]

হাইন্‌ৎস্‌। তাছাড়া, ডে-নার্সারির পিঁজরাপোলে ছ'সপ্তাহের মধ্যে যদি বাচ্চাকে পুরতেই হয়, তাহলে বাচ্চার দরকারটা কী! মা ছাড়া আবার বাচ্চা টাচ্চার মানে কী? অনাথ ছেলেপুলে তো সবারই হতে পারে।

আনি। তবে বাড়িতেই রাখা যাবে'খন। ব্যস্‌, চুকে গেল তো সমস্যা!

হাইন্‌ৎস্‌। তাহলে তোমার চাকরি-বাকরির ইতি, কী বলো!

আনি। বয়ে গেছে!

হাইন্‌ৎস্‌। এক রাজ্যির ওভারটাইম করে আমি সবসুদ্ধু কত পাই জানো? ন'শো মার্ক।

আনি। বাচ্চা হলে ট্যাকস্‌ কম দিতে হয়। ফ্যাক্টরি থেকে ঝামেলা-পোয়ানো একটা স্পেশাল অ্যালাউআন্স দেওয়া হয়।

হাইন্‌ৎস্‌। তাহলে ধরা যাক সবসুদ্ধু সাড়ে ন'শো মার্ক; বাড়িভাড়াটা হল——

আনি। কাগজে লিখেই দেখো না!

হাইন্‌ৎস্‌। ঠিক আছে। পাক্কা হিসেব হয়ে যাক। বাচ্চাটাকে নিয়ে একটা রায় তৈরি হয়ে যাক। (কাগজ পেন্সিল জড়ো করে আনে) সুবিচার চাই—— সুবিচার। বাড়িভাড়া তিনশো পঁচাশি মার্ক···

আনি। লাইট, গ্যাস, জল, হীটিং——আশি মার্কের মতো——লেখো সত্তর মার্ক।

হাইন্‌ৎস্‌। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। তোমার যা ইচ্ছে। এটা তোমার এলাকা। গাড়িটার কিস্তিবাবদ ১৩৫ মার্ক! ১০০ মার্ক মাস মাস গাড়িপোষার খরচ। এই হল আমার দিকের হিসেব।

আনি। ঠিকই তো!

হাইন্‌ৎস্‌। ড্রয়িং রুমের আলমারি তেষট্টি মার্ক।

আনি। ওটার কোনো দরকারই ছিল না।

হাইন্‌ৎস্‌। সেটা আগে থেকে ঠিক করলেই হত; কালার টিভি-র কিস্তি উননব্বুই মার্ক পঞ্চাশ ফেনিখ। আমার অ্যাকর্ডিয়ন ৩৫ মার্ক পঁচাত্তর ফেনিখ।

আনি। সিগারেট?

হাইন্‌ৎস্‌। আমি——কুড়িটা। তুমি——দশটা। মাসে ষাট মার্ক। ধর গিয়ে খুঁটিনাটির খরচ নব্বুই মার্ক। একস্ট্রা খরচ বুঝতেই পারছ।

আনি। তোমার স্পোর্টিং ক্লাব দশ মার্ক। সিনেমা দশ মার্ক। রেডিও-টিভি-র ভাড়া সাড়ে আট মার্ক। 'কথাছবি' পত্রিকা মাসে চারটে। তিন মার্ক ষাট ফেনিখ। 'স্ট্যার্ন' মাসিক পত্রিকা দেড় মার্ক। আমার ঐ 'কবরী'-তে গিয়ে হেয়ারড্রেসিং মাসে একবার বারো মার্ক তিরিশ ফেনিখ। এক বাক্স বীয়ার আর ছোট লেমোনেডের ঝুড়ি মাসে দুবার করে——হল গিয়ে ষোলো মার্ক দু-গুণো। সবসুদ্ধু বক্‌শিশ'সুদ্ধু বত্রিশ মার্ক——ব্যস্‌!

হাইন্‌ৎস্। ব্যস! (অনেকক্ষণ ধরে হিসেব করে।)

আনি (কাঁদতে শুরু করে দেয়।)

হাইন্‌ৎস্। কাঁদচো? আমি তুমি হ'লে কাঁদতাম না!

আনি। কারণ অ্যাতো টাকার ব্যাপার!

হাইন্‌ৎস্। সব মিলিয়ে (হিসেব করে বলে) এক হাজার বাহান্ন মার্ক, পঁয়ষট্টি ফেনিখ।

আনি। বচ্ছরের সেভিংস-এর ছ'শো চব্বিশ মার্কের কথাটা আমরা ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম।

হাইন্‌ৎস্। সেটার কথা ছাড়। ওতে কোনো অদল বদল ঘটছে না। ওটা ধরলে হিসেবটা ঘুলিয়ে যাবে।

আনি। ঠিকই বলেছ! কোথায় খরচপাতিটা কমানো যায়, বল তো!

হাইন্‌ৎস্। আবার গোড়া থেকে দেখা যাক। বাড়ি ভাড়া— না, এখানে কমানো যাচ্ছে না। ইলেকট্রিসিটি, জল, গ্যাস, হীটিং, সত্তর মার্ক।

আনি। না——

হাইন্‌ৎস্। ঠিক তাই। গাড়ি [নীরবতা।]——ওটা বিক্রি করে দিলে [নীরবতা।]——

আনি। তুমি কি প্রাণে ধরে ওটা দিয়ে দেবে!

হাইন্‌ৎস্। গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, এমনটি ভেবো না। ওটা বিক্রি করতে গেলেও ঝামেলা আছে। সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিস——কিস্তি তবু কম পড়ছে না।

আনি। বটেই তো!

হাইন্‌ৎস্। গ্যারেজ নেই, তবু গাড়িটার ভাগ্যে কি কম যত্নটা জুটেছে ভাবো! কিস্তির লোকসান অন্তত পাঁচশো মার্ক পড়বে!

আনি। অ্যাকাউণ্টে আছে আটশো মার্ক।

হাইন্‌ৎস্। বটেই তো! মাস-মাসের ঐ গাড়ি পোষার খরচটা মানে একশোটা মার্ক তা'লে কম পড়বে।

আনি। কিন্তু ট্রামের মান্থলি একটা লাগবেই।

হাইন্‌ৎস্। লেখা যাক মাসে তিরিশ মার্ক এক্সট্রা।

আনি। হ্যাঁ।

হাইন্‌ৎস্। বৈঠকখানার আলমারিটা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না——সেকেন্ডহ্যান্ড, ওটার তেমন কোনো কদরই নেই।

আনি। সেটা আগে থেকে ভাবলেই হত?

হাইন্‌ৎস্। জিনিসটা অবিশ্যি বিউটি——বলো?

আনি। হিসেবটা করো তো বাপু!

হাইন্‌ৎস্। টিভি! একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হলে ওটা ফেরৎ দেওয়া যেত! কিন্তু কী বলছি! ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সেটটার ওপর আরো বেশি খরচ দিয়েই তো এই সেটটা কিনেছি।

আনি। কী আর করা!

হাইন্‌ৎস্‌। কেনা হয়ে গেছে যখন, তখন এসব ভেবে লাভ নেই!

আনি। না। কিন্তু একটা টিভি তো লোকের চাই। [নীরবতা।] কিন্তু তুমি যখন গাড়িটা দিয়েই দিচ্ছ——এবার তা'লে আমার পালা। টিভি-টাও দিয়ে দাও'খন।

হাইন্‌ৎস্‌। তাতে লোকসানটা বড় কম হচ্ছে না।

আনি। কত!

হাইন্‌ৎস্‌। সেটা আগে দেখতে হবে। যদি মাস-মাসের কিস্তি খরচটা বাদ পড়ে তারপর ভেবে নেবো'খন আমাদের কোনো লোকসান হচ্ছে না।

আনি। সেটা ভাবের-ঘরে-চুরি-করা হিসেব।

হাইন্‌ৎস্‌। জিনিস কিনে রেখে দিলে লোকসানটা আসলে সবচে কম হয়। যেমন ধর ঐ অ্যাকর্ডিয়নটা!

আনি। না। ওটা তোমাকে আমি বিক্রি করতে দেব না। মিউজিক তোমার হবি। মানুষের একটা হবি চাই।

হাইন্‌ৎস্‌ (মাথাটা সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে নাড়ে)। ওটাতে সত্যি আমার অভ্যেস হয়ে গেছে!——সিগারেট!

আনি। আমি এই মুহূর্তে স্মোকিং ছেড়ে দিলাম।

হাইন্‌ৎস্‌। শিশুর জন্মের পরে——

আনি। এখুনি। ওটার বদলে কী মিলছে সে কতাটা জানা থাকলে স্মোকিং ছেড়ে দেওয়া এমন কোনো শক্ত ব্যাপার নয়। তিরিশ মার্ক খরচা কম পড়বে তা'লে।

হাইন্‌ৎস্‌। ছেড়ে দিতে আমি পারব না——কমাতে পারি। কুড়িটা না, দিনে দশটা। (হিসেব চালিয়ে যায়) পনেরো মার্ক বাদ, হাতে রইল প'য়তাল্লিশ মার্ক।

আনি। ঠিক বলেছ। তারপর——

হাইন্‌ৎস্‌। স্পোর্টিং বাদ। সিনেমা বাদ। টিভি ট্যাক্স! হ্যাঁ অথবা না। সবেধন নীলমণি কালার টিভি-টি দিয়ে দেবে, লোকসানসুদ্ধু!

দীর্ঘায়ত নীরবতা।

আনি। হ্যাঁ। শ্রীমান এলে প্রচুর টিভি দেখাবে——দেখতেই পাবে!

হাইন্‌ৎস্‌। ঠিক কথা। টিভি কিস্তি বাদ পড়ল। ছ' মার্ক টিভি ট্যাক্স বাবদ, বাদ——! রেডিও ট্যাক্স সাড়ে ছ' মার্ক——ওটা না হয় রইল'খন। [নীরবতা।] 'কথাছবি' আর ঐ 'বিচিত্রা পত্রিকা'——

আনি। বাদ গেল!

হাইন্‌ৎস্‌। হেয়ার ড্রেসিং——

আনি। বাদ——

হাইন্‌ৎস্‌। আমার বউ হেয়ার ড্রেসারের কাছে যাবেই যাবে——এটা কিন্তু বলে দিচ্ছি!
আনি। নিজেই অনেক ভালো হেয়ার ড্রেসিং করা যায়।
হাইন্‌ৎস্‌। যেমন চাও। লাইব্রেরির চাঁদা বাদ। বীয়ার, লেমনেড——
আনি। কম করে——
হাইন্‌ৎস্‌। হ্যাঁ। অর্ধেকটা।
আনি। নাকি সবটাই! [নীরবতা।]
হাইন্‌ৎস্‌। সবটাই। ব্যস্‌, ল্যাঠা চুকে গেল!
আনি। হাতে রইল কত গো!
হাইন্‌ৎস্‌। হিসেব করে দেখতে হবে। (হিসেব করে।) [নীরবতা।] বড়ো গোলমেলে হিসেবটা হে! লাভটা দাঁড়াল গিয়ে চারশো একান্ন মার্ক চল্লিশ ফেনিখ!
আনি। যথা লাভ!
হাইন্‌ৎস্‌। বাদ পড়ছে কিছু! একশো ছ' মার্ক পঁয়ষট্টি ফেনিখ——আমার মাইনের সঙ্গে এই অ্যামাউণ্ট-এর একটা ফারাক পড়ছে।
আনি। কেন?
হাইন্‌ৎস্‌। কারণ আমার রোজগার হল সাড়ে ন'শো মার্ক। তোমার রোজগার তো কিছু হচ্ছে না!
আনি। হ্যাঁ, তাই তো!
হাইন্‌ৎস্‌। সবসুদ্ধু ছিল দেড় হাজার মার্ক পঁয়ষট্টি ফেনিখ। সেটাতে চলে যায়। তোমার ছ'শো মার্কের সুবিধেটা আমি পেতাম।
আনি। হ্যাঁ-হ্যাঁ——হিসেবটা করে ফেলো!
হাইন্‌ৎস্‌। নতুন হিসেবে বাদ পড়ছে তিরিশ মার্ক, ট্রাম-মান্থলি বাবদ! (হিসেব করে) তিনশো আঠারো মার্ক পঁচাত্তর ফেনিখ হাতে থেকে যাচ্ছে। [নীরবতা।] সেটা খুব বেশি অ্যামাউণ্ট নয়।
আনি। হ্যাঁ।
হাইন্‌ৎস্‌। তিন-তিনটে মাথার জন্য!
আনি। তিনটে কই গো——দুটো, আর সেই সঙ্গে একটা বাচ্চা!
হাইন্‌ৎস্‌। বেবি-ফুডের দাম আগুনের মতো বাড়ছে——শোনোনি?
আনি। শুনেছি।
হাইন্‌ৎস্‌। তিনশো আঠেরো মার্ক পঁচাত্তরটি ফেনিখ——তিন-তিনটে মাথার জন্য। খাবার খরচা, জামা কাপড়——(হিসেব চালিয়ে যায়) মাথা পিছু তিন মার্ক চুয়ান্ন ফেনিখ। [নীরবতা।] সেটা কি যথেষ্ট?
আনি। ন্‌না!
হাইন্‌ৎস্‌। জীবনে যা-কিছু খুশির, আনন্দের——সবই যদি বাদ যায়, থাকেটা কী! [নীরবতা।]

আনি। হয়তো হিসেবে তোমার একটু আধটু ভুল হয়েছে!
হাইন্ৎস্। এসো-না একসঙ্গে হিসেব করে দেখি। তবেই হয়তো ঠিক হবে।
আনি। হ্যাঁ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাইন্ৎস্, আনি দোকানের কাচের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাম দেখছে।

হাইন্ৎস্। দু'শো পঁচানব্বুই মার্ক! [নীরবতা।] দেখো, সত্যি বলতে গেলে, আমার ছেলেকে আমি বলতে চাইনে, তোমার বাপ লরি-ড্রাইভার, মাল বয়ে নিয়ে যায়। তোমার বাপ মিল্ক-চকোলেটের মাল বয়ে নিয়ে যায়।
আনি। হাইন্ৎস্, আমাদের অবস্থাটা তেমন কিছু খারাপ না।
হাইন্ৎস্। কিন্তু স্বাধীনতা! স্বাধীনতা আমার কোথায়! স্বাধীন হলে'খন একটা বাচ্চা-টাচ্চা থাকলে ভালো হত। কিন্তু এভাবে নয়! আরে বাবা ছেলেটার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবো-টা কী করে। হেড অব্ দ ডিপার্টমেণ্ট বা ইন্সপেকটর—এরকম একটা কিছু হলে তবে তো ছেলে তার বাপকে অটোম্যাটিকালি শ্রদ্ধা-ভক্তি করবে।
আনি। আসল কথা হচ্ছে, তুমি কিছুতেই সুখী নও।
হাইন্ৎস্। আমার এরকমটা মনে হয়েছে : জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন কিনা মানুষ সব কিছু পেয়ে টেয়ে গেছে—আর তখনই বলতে পারে, এবার, এইবার জন্ম নিক মরদের বাচ্চা, যে-বাচ্চাটার জীবনটা ভালো করে কাটবে! কিন্তু এই অবস্থায় একটা বাচ্চার কথা!
আনি। তুমি ব্যাপারটাতে এমন রং চড়াচ্ছো যেন বাচ্চা এমন একটা আকাশকুসুম যা কারোর পক্ষেই সামলে ওঠা সম্ভব না।
হাইন্ৎস্। তুমি তো দেখেছো বাপু, ভুল হিসেব করিনি আমি।
আনি। একটা বাচ্চার খরচ লাগে—সেটা তো শাদা কথা।
হাইন্ৎস্। এবং প্রমাণিত কথা।
আনি। প্রমাণগুলোর দিকে তাকিয়েই সেটা বোঝা যায়।
হাইন্ৎস্। আমি এখনো মনে মনে তৈরিই হইনি। এখনো আমার বাচ্চা-টাচ্চার দরকার নেই! পরে দেখা যাবে। এসব ব্যাপার ভেবে টেবে দেখতে হয়। পরে হবে'খন, সেটাই ভালো। আমার হায়ার সেকণ্ডারি পরীক্ষাটা হয়ে গেলে সেটা দেখা যাবে।
আনি। তাতে অনেকটা সময় লেগে যাবে!
হাইন্ৎস্। আমাকে সময় দাও আনি—আমার সময় চাই। এটাকে দাও অ্যাবর্শন করে। পরে কোনো একটা সময় দেখা যাবে। সেটাই ভালো! দেখো-ই

না, বাচ্চাদের গাড়ির খরচা কী রকম!
আনি। দেখতেই তো পাচ্ছি! বলছ কেন!

তৃতীয় দৃশ্য

ফুটবল মাঠে হাইন্‌ৎস্‌ ও আনি।

হাইন্‌ৎস্‌। দুনিয়া জুড়ে খালি মানুষ মানুষ আর মানুষ——মানুষের যেন শেষই নেই।
আনি। তাতে একটা বাচ্চার দোষটা কী, জানিনে।
হাইন্‌ৎস্‌। একটা বাচ্চা সব-কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। কাগজে তো হরদমই দেখছ, ঐ ব্যাপারটা সোজা হয়ে গেছে।
আনি। ঐ অ্যাবর্শন-ট্যাবর্শনের মধ্যে আমি যাচ্ছি না।
হাইন্‌ৎস্‌। আস্তে বল।
আনি। কে! কে এই আলোচনা শুরু করেছে?
হাইন্‌ৎস্‌। আমি। কারণ আমি মনের মধ্যে একফোঁটা সোয়াস্তি পাচ্ছি না।
আনি। তোমার কোনো ইণ্টারেস্টই আর নেই।
হাইন্‌ৎস্‌। তুমি হচ্ছ অতি নির্বোধ।
আনি। হ্যাঁ, আমি অতি নির্বোধ। কিন্তু অ্যাবর্শন আমার ওপর দিয়ে চালাবে, এই চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।
হাইন্‌ৎস্‌। তোমাকে বলিনি, আস্তে কথা বলতে!
আনি। আমি তো আস্তেই বলছি।
হাইন্‌ৎস্‌। এখনো তো চেঁচিয়েই বলছ।
আনি। তোমার কানজোড়া আসলে নষ্ট হয়ে গেছে। [নীরবতা।]
হাইন্‌ৎস্‌। আমার জানা একজন ডাক্তার আছে।
আনি। তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়েছে!
হাইন্‌ৎস্‌। একবার একটি কথা মুখ থেকে বার কর——মাথাটা একটু নাড়িয়ে যদি দাও তা'লেও চলবে——তারপর দেখ সব-ব মুশকিল আসান হয়ে যাবে।
আনি। তোমার হাতে কোনো ডাক্তার টাক্তার নেই। চালবাজ কোথাকার!
হাইন্‌ৎস্‌। হাতে নাতে দেখাব? ঠিক আছে।
আনি। না, সেটা তুমি দেখাতে পার না। কারণ নোংরা কাজ তোমার ধাতে নেই!
হাইন্‌ৎস্‌। সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার! [নীরবতা।]
আনি। সত্যিকারের ডাক্তার?
হাইন্‌ৎস্‌। খাঁটি, বিশুদ্ধ ডাক্তার। যাকে বলে প্র্যাকটিসিং ফিজিসিয়ান!

শতকরা একশো ভাগ! তুমি কি ভেবেছ হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে তোমাকে ছেড়ে দেব! সেদিকে আমার পুরো নজর আছে ভরসা রাখতে পার। [দীর্ঘায়ত নীরবতা।] একবার অনুমতি দিয়ে দেখো, চট্-জলদি হয়ে যাবে ব্যাপারটা। যাকে ধরেছি তার চেয়ে ভালো ডাক্তার কল্পনার অতীত। আটশো মার্ক, ব্যস্, চুকে যাবে ল্যাঠা। [নীরবতা।]

আনি। তুমি কি বাবা হতে চাও না?

হাইন্ৎস্। নিশ্চয়ই। কিন্তু পরে। এখন অতো দূরের ব্যাপার ভালো করে ঠাওরাতেই পারছি না। [নীরবতা।]

আনি। আমি কিন্তু দূরের ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখতে পারছি।

হাইন্ৎস্। হাঃ——এক থেকে তিন পর্যন্তই তুমি ভাবতে পার না।

আনি। আমার হার্ট বলে একটা জিনিস আছে। [নীরবতা।]

হাইন্ৎস্। আমার নেই বুঝি?

চতুর্থ দৃশ্য

হাইন্ৎস্, আনি, ভোরের দিকে, বাড়িতে। আনি কাঁদছে।

হাইন্ৎস্। জলদি কর। নাকি ভেবেছ ডাক্তারের হাতে কোনো কাজ নেই?

আনি। ঠিক সময়েই যেতে হবে?

হাইন্ৎস্। নইলে আমাদের ওপর ওঁর ইম্প্রেসনটাই খারাপ হয়ে যাবে। [নীরবতা।] ল্যাঠাটা চুকে গেলে দেখো রিলিফ্ পাবে, মনটা তোমার খুশি হবে। এখন কাঁদছ, চুকে গেলে কত ভালো লাগবে দেখো। সব কিছুরই একটা নিয়ম বলে জিনিস আছে। যেমন আমরা প্ল্যানটা করে রেখেছি।

আনি। কিন্তু জমা-খরচের ব্যাপারটা?

হাইন্ৎস্। ঠিক। খালি খরচা করে গেলে পরে কীভাবে কী ঘটবে সেটা নিয়ে কোনো থৈ পাওয়া যায় না। আমি নিজে যেটা বিশ্বেস করিনে সেটা তোমাকে আমি বিশ্বেস করাতে পারব না। বাচ্চা হচ্ছে এমন একটি ব্যাপার যা আগে থেকে আঁচ-টাঁচ করে নেওয়া যায় না——কোথায় টান পড়বে, কোথায় কী লাগবে——এই সব! এসো, ওভারকোটটা পরো তো। হেল্প করব? [নীরবতা।]

আনি। কারণটা হচ্ছে তুমি কাপুরুষ।

হাইন্ৎস্। (নীরব।)

আনি। যে বাচ্চাটা তোমার নিজের তাকে নিয়েই তোমার যত ভয়। তাকে একবারও দেখোই নি, তাই বুঝি তাকে চাও না! হয়তো তোমার ওটাকে ভালো লেগে যাবে——আগে থেকে কে বলতে পারে বল?

হাইন্‌ৎস্‌। চল, যাওয়া যাক। [নীরবতা।] যেতে, যেতে গাড়িতে কথা বলা যাবে। নইলে খুব দেরি হয়ে যাবে!

আনি। আমি যাচ্ছি না। কেন, জানো! কারণ আমি এখেনেই থাকচি।

হাইন্‌ৎস্‌। যা ঠিক করা হয়েছে, সেটা রাখতেই হবে।

আনি। আমি কিছু ঠিক-ফিক করিনি বাপু।

হাইন্‌ৎস্‌। কিন্তু আমি। ঐ ডাক্তারের ব্যাপারটা। চল, চল, ডাক্তার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আনি। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। [নীরবতা।] বাচ্চাটা থা-ক-বে!

হাইন্‌ৎস্‌। কিন্তু ডাক্তারের বিলটি বাবা কড়ায়-গণ্ডায় মেটাতে হবে——কারণ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আমরা রাখিনি।

আনি। অ্যাবর্শন আইনত বারণ। কাজেই বিল-টিল পাঠানোর মুরোদ তোমার ঐ ডাক্তারের নেই।

হাইন্‌ৎস্‌। ডাক্তারের কাছে কথা দিয়ে খেলাপ করলে যে সময়টা ডাক্তারের নষ্ট হয়েছে সে জন্য খরচা পত্তর দিতে হবে। সেটাই হল সরকারি নিয়ম।

আনি। হ্যাঁ, নিয়মটা তখনই খাটবে যখন জিনিসটা বে-আইনি নয়।

হাইন্‌ৎস্‌। চুক্তি করলে রাখতে হবে।

আনি। আমি কেন রাখতে যাব। তোমার ঐ চুক্তি-ফুক্তির ওপর কানাকড়ি বিশ্বেস নেই আমার। সমস্ত টের পেয়ে গেছি। তারপর আর কোথা থেকে বিশ্বেস আসবে বল।

হাইন্‌ৎস্‌। কারণ তুমি নিজে সবজান্তা, কাউকেই কোনো কথা বোঝাতে দাও না।

আনি। না। কিন্তু জানলে শুনলে মনে জোর আসে। (ওভারকোটটা খুলে ফেলে।)

পঞ্চম দৃশ্য

শীতরাত্রি। শেষ রাত। আনি ঘুমিয়ে। হাইন্‌ৎস্‌ বাড়ি ফেরে।

আনি। হাইন্‌ৎস্‌, কী হয়েছে?

হাইন্‌ৎস্‌। কিছু না। ঘুমোও।

আনি। এত শব্দ করছ কেন!

হাইন্‌ৎস্‌। আমি আবার কোথা শব্দ করলাম!

আনি। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই তুমি শব্দ করছ। আমি শুনতে পাচ্ছি না!

হাইন্‌ৎস্‌। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আনি। আজ অনেক মদ টেনেছ নাকি!

হাইন্‌ৎস। ন্‌না। [নীরবতা।]
আনি। নিশ্চয়ই। তোমার নেশা হয়েছে বেশ। [নীরবতা।]
হাইন্‌ৎস। যা হবার, হয়ে গেছে।
আনি। কী?
হাইন্‌ৎস্‌। যা হবার, হয়ে গেছে। [নীরবতা।]
আনি। অ্যাকসিডেণ্ট বাধাও নি তো!
হাইন্‌ৎস্‌। না। [নীরবতা।] শুধু ড্রাইভিং পারমিট বলে আর আমার কিছু রইল না!
আনি। অ্যাঁ?
হ্যাইন্‌ৎস্‌। পুলিশ কেড়ে নিয়েছে।
আনি। অ্যাঁ!
হাইন্‌ৎস্‌। ওরা হঠাৎ কণ্ট্রোল করে বসল যে!
আনি। অ্যালকোহল খেয়েছ, সেটা ওরা চেক করে বার করতে পেরেছে বুঝি?
হাইন্‌ৎস্‌। হ্যাঁ। একটা চোঙার মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলে দেখেছে নেশা করেছি। তারপর পুলিশের হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে ব্লাড টেস্ট করিয়ে ছেড়েছে।
আনি। তারপর!
হাইন্‌ৎস্‌। রেজাল্ট এখনো পাওয়া যায়নি। এই যে যত সব নতুন মেডিক্যাল সায়েন্সের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু পুলিশ বলে দিয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ফিরে পাবার চান্স আমার নেই।
আনি। অদৃষ্ট, এ হল কপালে অদৃষ্টের লেখা। [নীরবতা।]
হাইন্‌ৎস্‌। সব শেষ হয়ে গেল। [নীরবতা।] যার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই, সে মাল জোগাবে কী করে?
আনি। আমাদের এখন শক্ত করে হাল ধরতে হবে। এস, শুতে এস। সেটাই আপাতত সবচেয়ে জরুরি, বুঝেছ? দেখছ না ঠাণ্ডায় তুমি কেমন কাঁপছ! (গুঁড়ি মেরে, কাঁপতে কাঁপতে আনি-র কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ে।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

রবিবার বিকেল। হাইন্‌ৎস্‌, আনি বৈঠকখানায়। হাইন্‌ৎস্‌ অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে। আনি 'স্ট্যার্ন' পত্রিকা পড়ছে।

হাইন্‌ৎস্‌। ড্রাইভিং পারমিটটা খুইয়েছি বলে কারখানার মস্ত মালগুদামে আমাকে ওরা তিন মাসের চালান করে দেবে, সেটা কখনো ভাবিনি।
আনি। সবের মধ্যেই তুমি খারাপটা খুঁজে নাও। [নীরবতা।]
হাইন্‌ৎস্‌ (হাসে)। নিজে লরি চালিয়ে ঘুরলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। মাল-

গুদামের কাজের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। পয়সাটাও কমে গেল আর কী!

আনি। ব্যাপারটা যে এখনই হয়ে গেল, সেটা নিয়ে খুশি থাকা যাক। পরে আর শিগ্‌গিরই এমনটা হবে না।

হাইন্‌ৎস্‌। আলবৎ না। কিন্তু চারশো মার্ক জরিমানা পুলিশকে দিতে হল, সেটা কি ভালো!

আনি। সেটা আমরা ম্যানেজ করে নেবো'খন। আমিও তো রোজগার করছি রে বাবা। আর তারপর মেটারনিটির দৌলতে কিছু পয়সা পাওয়া যাচ্ছে।

হাইন্‌ৎস্‌। যা হবার সেটা পরে না হয়ে এখুনি চুকে গেল। সেটাই ভালো!

আনি। হ্যাঁ [নীরবতা।] এটা পড়েছ?

হাইন্‌ৎস্‌। কোন্‌টা?

আনি। 'অসহায় হত্যাকান্ড'!

হাইন্‌ৎস্‌। না। নিশ্চয়ই খবরটা চোখে পড়েনি।

আনি। পড়ে শোনাব?

হাইন্‌ৎস্‌। ইণ্টারেস্টিং যদি হয়, শোনাও।

আনি। ইণ্টারেস্টিং না, কিন্তু রগ্‌রগে কান্ড! (পড়ে শোনায়) অসহায় হত্যাকান্ড। প্রশ্নচিহ্ন। উত্তর অস্ট্রিয়ার লিন্‌ৎস্‌ শহরের নিকটবর্তী এলাকায় চর্মব্যবসায়ী ফ্রান্‌ৎস্‌ এম্‌. তাঁহার ধর্মপত্নীকে খুন করিয়াছেন। ধর্মপত্নী শয্যায় নিদ্রিত ছিল, সেই সময় তিনি তাঁহাকে হত্যা করেন। আকস্মিক স্নায়ুবিপর্যয়ে ব্যবসায়ীটি ভাঙিয়া পড়েন। অতঃপর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বলেন, 'এই কাজ আমিই করেছি। আমার পত্নী ছিল আসন্নপ্রসবা। অ্যাবর্শনে কোনোমতেই রাজি হচ্ছিল না। যদিও তার এই আচরণের কোনোই যুক্তি নেই।' তিনি আরো বলেন, 'তার ফলে আমার স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু আমি ঘাতক নই। ইচ্ছে করে আমি তাকে হত্যা করিনি।' মনে হইতেছে, মোকদ্দমাটি অক্টোবর নাগাদ আরম্ভ হইবে।

হাইন্‌ৎস্‌। খবরটা শেষ?

আনি। হ্যাঁ।

হাইন্‌ৎস্‌। দুনিয়ায় কতরকম লোকই না আছে! আমাদের ব্যাপারটার সঙ্গে কীরকম মিলে যাচ্ছে—তাই না! এটা নিয়ে আমাদেরও বলার কিছু রয়েছে।

আনি। বোকা, তুমি, বোকা। তুমি বুঝি খুনী!

হাইন্‌ৎস্‌। সেখানেই যেটুকু তফাৎ।

আনি। ঠিক তাই।

নীরবতা।

আনি। টিভি লটারির আমি একটা টিকিট কিনেছি, জানো তো!
হাইন্‌ৎস্‌। যদিও কখনোই তুমি কোনোটাতেই জেতো নি।
আনি। জিতব না কে বলতে পারে? অন্যেরাও তো জেতে!

নীরবতা।

এই, আমার ফেভারিট গানটা বাজাবে?
হাইন্‌ৎস্‌। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, নিশ্চয়ই! কিন্তু রোববারের বিকেলে লোকজন ছুটি পোয়াচ্ছে, অতএব জোরে বাজানোটা ঠিক হবে না।
আনি। পড়শিদের কথা বলছ? বাচ্চাটা ঘরে এলে দেখো তার চীৎকারের চোটে তারা এমনিতেই অস্থির হয়ে পড়বে।
হাইন্‌ৎস্‌। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাটা তখন করে নিতে হবে আর কী!
আনি। না। একটা বাচ্চা হল কিনা একটা ব্যতিক্রম। আমাদের থেকে ও-ব্যাটা আলাদা হবেই হবে। তা নইলে গোটা ব্যাপারটার কী মানে থাকে বল! একেবারে গোড়া থেকে আ-লা-দা। বাচ্চাটাকে সত্যিকারের 'আশাবাদী' হতে হবে। ভরসা জোগাতে হবে।
হাইন্‌ৎস্‌। বাজাব, কি বাজাব না!

(আনি হাসে। হাইন্‌ৎস্‌ বাজায় 'ভিয়েনা, ভিয়েনা তুমিই আমার সব'*)

(* রেকর্ড : 'Wien, Wien, mir du alles')

পাখির বাসা
(Das Nest)

পাখির বাসা

চরিত্রলিপি

কুর্ট
মার্থা
শ্‌টেএফান

কুর্ট ও মার্থা বিষয়ে
কুর্ট-এর বয়স ত্রিশের সামান্য ওপরে, ছোটখাটো, শক্তসমর্থ চেহারা, বেশ শাদামাটা প্রকৃতির।

মার্থা-কে তার সঙ্গে ঠিক মানায় না। প্রায় সমবয়সী, চেহারায় পনেরো বছর কাজ করার ছাপ, তবে কুর্ট-এর তুলনায় বেশ সুন্দরী। হঠাৎ দুজনকে দেখলে কুর্ট-এর স্ত্রী বলে মনে হয় না। এই তফাৎটা বেশি বাড়িয়ে তোলা চলবে না, তবে যেন স্পষ্ট বোঝা যায়।

শ্‌টেএফান
বাচ্চাটা, পুতুল দিয়ে কাজ চালানো যাবে।

নাটকের কাল
বর্তমান।

স্থান
আপার বাভারিয়ার একটি ছোট জায়গা।

দৃশ্যসজ্জা বিষয়ে
বেশির ভাগ দৃশ্যই কুর্ট-মার্থার বাসা। কিছু খোলা জায়গার দৃশ্য আছে, যেমন স্বপ্নের মতো সুন্দর একটি হ্রদ। এই দৃশ্যসজ্জার জন্য সুবিধামতো উপায় উদ্‌ভাবন করতে হবে, এবং মুক্ত প্রকৃতির দৃশ্যগুলির সঙ্গে সম্পূরক স্লাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভাষা
চরিত্রগুলি বাভারিয় উপভাষায় কথা বলে। সর্বজনের সুবিধার জন্য বাভারিয় টানটুকু বোঝা গেলেই যথেষ্ট।

নাটকটি বাভারিয়ার মধ্যেই সীমিত রাখবার দরকার নেই, সেক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে, এমনকি সাহিত্যিক ভাষার স্তরেও ওঠানো যায়।

আমার অন্যান্য অনেক নাটকের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বাভারিয় ভাষা অনুকরণের চেষ্টায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খারাপ ফলই দেখা গেছে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাসার ভিতরে। সূর্যাস্তের অনেকটা পর। টেলিভিশন চলছে। মার্থাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে অন্তঃসত্ত্বা। বাড়িতে বসে রোজগারের চেষ্টায় নেকটাই সেলাই করছে। কুর্ট চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

টিভি-তে মহিলা কণ্ঠ। আমাদের নাট্যানুষ্ঠানে 'ওপারে অস্ট্রিয়া' এখানেই শেষ হল। বাভারিয়ার নাট্যকার ফ্রান্‌ৎস জাভ্যার ক্র্যোৎস-এর নাটকটি প্রযোজনা করেছেন হাইডেলব্যার্গার থিয়েটার। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান 'আজকের খবরের' সর্বশেষ সংস্করণ।

কুর্ট (ঘুম ভেঙে ওঠে)।

মার্থা। বন্ধ করে দিই?

কুর্ট। হ্যাঁ, ঐ 'আজকের খবর' আমাদের দেখা হয়ে গেছে।

মার্থা (হাসে)।

কুর্ট (টিভি বন্ধ করে)। হাসছ কেন?

মার্থা। নাটকটায় তোমার কথাই ছিল, একেবারে তোমার মতো—তাই।

কুর্ট। কী?

মার্থা। তফাৎ কেবল তুমি ঘুমিয়ে ছিলে, নাটকের লোকটা ঘুমোয়নি।

কুর্ট। অত বাৎ না ঝেড়ে আমার মতো এত ওভারটাইম খাটতে হলে বুঝত ঠেলা, আর ঘুমোত।

নীরবতা।

মার্থা। না, নাটকটা বাস্তবের মতো নয়।

কুর্ট। মোটেই না, সে আমি জানি।

মার্থা। তবে আমিও যখন তোমাকে প্রথম বলেছিলাম, তুমিও কেমন বোকা বোকা ভাবে তাকিয়েছিলে। তুমি বেশ ধাক্কা খেয়েছিলে কিন্তু কুর্টিমান, মনে আছে?

কুর্ট। সেটা কেবল হঠাৎ শুনেই।

নীরবতা।

মার্থা। নাটকটার লোকটার মতো তুমি যদি না চাইতে, তাহলে আমি কিন্তু লড়ে যেতাম বাচ্চাটার জন্যে।

কুর্ট। ও কী চায়, তাই তো ও জানত না। মরদ হলে তাকে জানতেই হবে, সে কী চায়, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যায়। আর নিজের বাচ্চাকে নিয়ে যে ভয় পায়, তার কোথাও একটা গোলমাল আছে।
মার্থা। লোকটা আসলে হীনমন্যতায় ভুগত।
কুর্ট। কিন্তু কেন? এই তো, আমিও তো ড্রাইভার, লরি চালাই। আমি তো কোন হীনমন্যতায় ভুগি না।
মার্থা। না, আমরা ভুগি না।
কুর্ট। তাহলেই দেখ।

নীরবতা।

মার্থা। তাছাড়া ব্যাপারটাও অন্য রকম, ঠিক তুলনা করা যায় না। তুমি লরি চালাও। আর ঐ লোকটা স্রেফ ড্রাইভার।
কুর্ট। 'সেকন্ড ক্লাস' ড্রাইভিং লাইসেন্স্ মানেই একটা পেশা, সেটা ঠিক, ড্রাইভিং স্কুলেও সব সময় তাই বলত। 'থার্ড ক্লাস'-টা তা নয়।

নীরবতা।

কুর্ট। শোবে না? কাল তো আবার শুরু হবে।
মার্থা (মাথা নাড়ে)। চল।

নীরবতা।

(মার্থা তার কাজের দিকে তাকায়।)

মার্থা। যেটুকু কাজ হল, তা তেমন কিছু নয়।
কুর্ট। এই সময়ে তোমার আদৌ কোনো কাজ করা উচিত নয়।
মার্থা। করতে করতেই হাত পাকবে। (হাসে।) তবে এখনও তেমন বেশি হচ্ছে না। এটা করতে কতক্ষণ লাগল?
কুর্ট। পাক্কা এক ঘণ্টা।
মার্থা। তিনটে নেকটাই।

স্বল্প নীরবতা।

মার্থা। কিছুই না।
কুর্ট। এক মার্ক পঞ্চাশ।
মার্থা। ওটা একটু বাড়াতে হবে। আর সবাই ঘণ্টায় দশটা টাই সেলাই করে।

ওপরওয়ালারা তাই বলে। তার মানে আরো পাঁচ মার্ক হবে, তাহলে তো ভালোই হয়।
কুর্ট। হবে, হবে।
মার্থা। হ্যাঁ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শোবার ঘরের মধ্যে। কুর্ট শুয়ে পড়েছে। মার্থা শোবার জন্য তৈরি হচ্ছে। বাইরে সাইরেন বাজিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি চলে যায়।

নীরবতা।

কুর্ট। বেশ লাগে, তাই না! যখন বাইরে ওটা একটা দানবের মতো ছুটে যায়, আর আমরা জানি, আমাদের এখানে ওরা আসছে না, কারণ আমরা কিছু করিনি, আর ওরা কেন বেরিয়েছে, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।
মার্থা। বিবেক পরিষ্কার থাকলে ভালো ঘুম হয়।
কুর্ট। ঠিক বলেছ।

নীরবতা।

কুর্ট। আমাকে পেয়ে তোমার মন ভরেছে?
মার্থা। কেন ভরবে না? তুমি এত খাটতে পার, আর তুমি মানুষটাও ভালো।
কুর্ট। তুমি কিন্তু প্রথমে আমাকে বিয়ে করতে রাজিই হওনি, মনে আছে এখনও?
মার্থা। সুযোগ পেলেই কেবল ঐ কথাটা তুলবে?
কুর্ট। কথাটা তো ঠিক!
মার্থা। অল্প বয়সে সবারই একটু আধটু মোহ থাকে, তাতে দোষ নেই।
কুর্ট। আমি কোনো মোহ ছিলাম না।
মার্থা। ভাগ্যিস ছিলে না।——মোহ উড়ে যায়।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। তুমিই বরং তাই ছিলে—আমার মোহ।
মার্থা (মুচকি হাসে)।

নীরবতা।

মার্থা (বিছানায় গিয়ে শোয়···)। ঐ ওটা আবার দাপাচ্ছে।—শুনবে?

কুর্ট (মাথা নাড়ে)। কই, কিছু টের পাচ্ছি না তো! (মাথা নুইয়ে মার্থার পেটের ওপর কান রাখে।)

মার্থা। থেমে গেছে। (মুচকি হাসে।) তুমি কান পাতলেই থেমে যায়। নইলে এমন দাপাদাপি করে কচি আপদটা।

কুর্ট। বুঝতে পারে, ওর বাবা।

মার্থা। তাই।

নীরবতা।

কুর্ট। মাঝে মাঝে আমার না একটু ইচ্ছে করে।

মার্থা। একটু সংযম ভালো।

কুর্ট। সে তো ঠিকই।

নীরবতা।

কুর্ট। তবে কাগজে পড়েছি, প্রায় জন্মানোর মুখ অবধি চলে, পড়েছি।

মার্থা। কোন কাগজে?

কুর্ট। 'স্ট্যার্ন' পত্রিকায় ছিল।

মার্থা। তাই বল। 'স্ট্যার্ন' কি বলে তা না মেনে ডাক্তার যা বলে তাই করা উচিত। আগের তিন মাস আর পরের তিন মাস বন্ধ।

কুর্ট। আমি তো শুধু বলছি!

নীরবতা।

মার্থা। তার চেয়ে বরং ঘুমোও।

কুর্ট। গুটে নাখ্‌ট্‌।

তৃতীয় দৃশ্য

বাসার ভিতর। শনিবার বিকেল।

কুর্ট। নাও, শুরু কর এবার।

মার্থা। আমি না, আমি বাপু ভয় পেয়ে গেছি।

কুর্ট। আমি পাইনি।

মার্থা। একটু সবুর কর। সব জিনিসের দাম, ফেনিখ্‌ অবধি জেনে এসেছি।
কুর্ট। শুরু কর।
মার্থা। ভাবলাম, আডেলে জানবে, ওদের তো তিনটে বাচ্চা। তাছাড়া বন্ধুও বটে।
কুর্ট। খাঁটি কথা।

নীরবতা।

মার্থা। শোন এবার——(একটা লম্বা ফর্দ পড়তে শুরু করে।) প্রথমে—— প্র্যাম। প্র্যাম নিয়ে মুশকিল, কোনটা কিনব ঠিক করে ওঠা কঠিন। তুমি নিজে একবার দেখে এলে পারতে।
কুর্ট। সময় কোথায়?
মার্থা। আমার ইচ্ছে, একদম নতুন ধরনের একটা কেনা—অন্যগুলোর চেয়ে তাতে সুবিধে অনেক।
কুর্ট। কোনটা?
মার্থা। ঐ যেটার মাথার দিকটা জানালার মতো খোলা যায়, তাতে বাচ্চা বাইরেটা দেখতে পায়, রোদ আসে, অন্ধকার থাকে না। এটা নাকি বাচ্চাদের জন্যে একটা নতুন ভালো ব্যবস্থা।
কুর্ট। জানালা থাকা সবসময়ই ভালো।
মার্থা। কিন্তু দাম আছে—দুশো ঊনআশি মার্ক পড়বে।
কুর্ট (গর্বভরে)। মঞ্জুর।
মার্থা। তুমি যখন বলছ।——ওটার জন্য তোশক লাগবে সতেরো মার্ক আশি।
কুর্ট (মাথা নাড়ে)।
মার্থা। একটা 'পাইডিবেট' না হলেই চলবে না, যারাই ওটার কদর বোঝে, তাদেরই আছে।
কুর্ট। 'পাইডিবেট'। (মাথা নাড়ে।) সে তো সবাই জানে।
মার্থা। ঠিক বলেছ। 'পাইডিবেট—মার্ক ভারিয়েট্টা।' একশো পঁচানব্বুই মার্ক।
কুর্ট। দাম আছে।
মার্থা। তবে খুব সুন্দর।
কুর্ট (হাসে)। মঞ্জুর।
মার্থা। ওটার জন্য গদি পঁচাত্তর মার্ক, একটা ওয়াড় পনেরো মার্ক, একটা তোশক ঊনষাট মার্ক পঞ্চাশ——এগুলো না হলেই নয়।
কুর্ট। মঞ্জুর।
মার্থা। একটা মস্ত খরচ বেঁচে গেছে—আডেলে ওর ব্যাসিনেট আর ওজন নেবার যন্ত্রটা ধার দেবে।
কুর্ট। আমাদের কিছু ধার দিতে হবে না।

মার্থা। বোকার মতো কথা বলো না—ও রকম সবাই করে। ওসব তো কেবল দু-চার মাসের জন্যে লাগে। বন্ধুদের মধ্যে সবাই ওসব ধার করেই চালিয়ে দেয়, যারা কিনতে পারে তারাও।

কুর্ট। বেশ।

মার্থা। আরো আছে। সোনামণির জন্য এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে ওর মনে হয় পৃথিবীটা—ওরা যাকে বলে নিজের ঘরের মতো। (হাসে।)

কুর্ট। শুরু কর।

মার্থা। প্রথমে জামা, জ্যাকেট, সব সময় পরার পোশাক আর নেংটি। ওরা আসন্নপ্রসবাদের জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করেছে—সব একসঙ্গে দুশো পঁয়ত্রিশ মার্ক সত্তর।

কুর্ট। মঞ্জুর।

মার্থা। দুটো ছোট নরম তোশক, এক একটা পনেরো মার্ক নব্বুই, মানে একত্রিশ মার্ক আশি। বড় প্যান্ট, ছোট প্যান্ট আর দুটো পুলওভার কেনা হয়ে গেছে—চুয়ান্ন মার্ক ষাট। একটা বড় নরম তোশক দরকার হবে—উনিশ মার্ক আশি।

কুর্ট। দুটো তো আগে ধরেছ?

মার্থা। একটা বড় লাগবেই।

কুর্ট। কেন?

মার্থা। সে তোমায় পরে বুঝিয়ে দেব, এখন হিসেবটা দেখ।

কুর্ট। বেশ।

মার্থা। বাচ্চার স্লীপিং ব্যাগ একচল্লিশ মার্ক। প্র্যাম-এর জন্য চার প্রস্থ চাদর—প্রতিটা দশ মার্ক নব্বুই, মোট তেতাল্লিশ মার্ক ষাট। প্র্যাম-এর নিচে থাকবে একটা ঝুড়ি। তিনটে বিছানার চাদর, দুটো ছোট ঢাকনা, বালিশ, বাচ্চার চানের তোয়ালে, চানের জন্যে দুটো গামলা——দাঁড়াও, দাঁড়াও——ওটা অন্য হিসেবের সঙ্গে যাবে। যাই হোক, এসব যেমন জিনিস তেমনি দাম—মাঝারি পদের জন্য পড়ে প্রায় আশি মার্ক, আর সবচেয়ে ভালো জিনিসে লেগে যায় একশো মার্ক।

কুর্ট। কুড়ি মার্ক! সবচেয়ে ভালোটাই নেব।

মার্থা। আমিও তাই ভেবেছি। তারপর—চানের গামলা দুটো ন মার্ক নব্বুই করে হলে উনিশ মার্ক আশি, সাবানদানি তিন মার্ক পঁচিশ, বাচ্চার চুলের ব্রাশ আর চিরুনি দশ মার্ক পঁচিশ, বাচ্চার চানের জলের থার্মোমিটার তিন মার্ক আশি, একটা দোলনা আটচল্লিশ মার্ক পঞ্চাশ, একটা বাথ টাব পনেরো মার্ক তিরিশ, বাথ টাবের সঙ্গে টাব রাখবার স্ট্যান্ডটা থাকলে সুবিধে হয়, বত্রিশ মার্ক পঞ্চাশ, একটা বোতল হোলডার সাত মার্ক পঞ্চাশ। প্রশ্ন, বোতল গরম করবার জন্যে ইলেকট্রিক যন্ত্র কেনা হবে কিনা, দাম ছাব্বিশ মার্ক আশি।

নিতেই হবে এমন নয়, তবে সময় বাঁচে।

কুর্ট। সময় তো তোমার আছে। এখন তো আর কাজে যাচ্ছ না।

মার্থা। কিন্তু বাড়ির কাজ?

কুর্ট। ওটা কি খুব দরকার, ঐ বোতল গরম করা?

মার্থা। দরকার তেমন নয়, মানে, হলে ভালো হয়।

কুর্ট (ভেবে নিয়ে)। মঞ্জুর।

মার্থা। ভালো হল। ছটা আলেটে মার্কা বড় গলা বোতল, প্যাঁচ দেওয়া ঢাকনা সমেত, দু মার্ক পঁচানব্বুই করে হলে সতেরো মার্ক সত্তর, মিলটন মার্কা বোতল এগারো মার্ক আশি, না, ওটা যাবে ওষুধ পত্তরের সঙ্গে, বাচ্চা হবার পর আমরা বাড়ি এলে লাগবে।——আমার জন্যে দরকার একটা 'স্টিল' ব্রা, কুড়ি মার্ক নব্বুই, একটা ভালো ম্যাটার্নিটি গাউন একশো ষাট মার্ক আশি, আর একটা সবসময় পরবার মতো, আটান্ন মার্ক দশ। আর একটা স্কার্ট ব্লাউজ হলে সুবিধে হয়, একশো পঁচিশ মার্ক। তাহলে···

কুর্ট। মঞ্জুর।

মার্থা। এবারে সমস্যা। ব্যাসিনেট-এর জন্য বিছানা, গদি, বাচ্চার গায়ে দেবার একটা চাদর আডেলে দিতে রাজি। কিন্তু ওগুলো পুরনো।

কুর্ট। আমার বাচ্চার জন্যে পুরনো জিনিস চাই না।

মার্থা। আমিও তাই ভাবছিলাম। জিনিসগুলো অবশ্য এখনও সুন্দরই আছে।

কুর্ট। না।

মার্থা। তোশক প্রায় চল্লিশ মার্ক, গদি বাইশ মার্ক আশি, আর একটা বাচ্চার লেপ আরো পঁয়তাল্লিশ মার্ক। এবার একটা জিনিস—'ফ্রী অয়েল', পোয়াতির দাগ যাতে না থাকে। এই তেলটার খুব নাম, তবে দামও আছে।

কুর্ট। পোয়াতির দাগ মানে?

মার্থা। চামড়ার ওপর লাল লম্বা লম্বা দাগ হয়ে থাকে, পেটে আর পায়ে। 'ফ্রী অয়েল' সেটা হতে দেয় না। তবে দাম এক কৌটো ন মার্ক নব্বুই।

কুর্ট। এমন কি বেশি?

মার্থা। এক কৌটোয় মাত্র দশ দিন চলে—প্রায়। আর এখন থেকেই লাগানো উচিত, শুরু করার সময় হয়ে গেছে।

কুর্ট। তাহলে শুরু করে দাও, যাতে ঐ সব দাগ-টাগ না হয়, আর একটু হিসেব করে লাগালে হয়তো এক কৌটোয় দু হপ্তা চালিয়ে দিতে পারবে।

মার্থা। সেই ভালো, তাহলে বাচ্চা হবার পর আবার সুন্দর হয়ে উঠব।

কুর্ট। তুমি এখনও সুন্দর। কিন্তু এই দাগ-টাগ ওসব বিচ্ছিরি।

মার্থা। যা বলেছ।

কুর্ট। তুমি আমার বড় গর্বের।

মার্থা। ভয় নেই, আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। কথায় বলে, জন্ম দেওয়াই নাকি মেয়েদের স্নান করে পরিচ্ছন্ন হওয়া, বিশেষ করে যদি ছেলে হয়।

কুর্ট। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ছেলেই হবে।

মার্থা। হ্যাঁ।——আরো আছে। সবই জরুরি। বাচ্চার ব্যবহারের জিনিস-পত্তর রাখার একটা আলমারি মতো, নিতেই হবে এমন নয়, তবে একরকম দেখলাম, বেশ সুন্দর, কোথায় কী আছে খুঁজতে হয় না। নেব?

কুর্ট। দাম?

মার্থা। যেমন নেবে তেমন। আমার মনে যেটা ধরেছে, সেটা শস্তা নয়।

কুর্ট। তোমার পছন্দই তো ওরকম, যা সাধারণ তাতে তোমার মন ভরে না। মনে আছে, আমার নতুন স্যুট-এর জন্য যখন তুমি একটা নেকটাই পছন্দ করেছিলে, সেটা কত খুঁজে তুমি বার করেছিলে?

মার্থা (মাথা নাড়ে)।

কুর্ট। আর যে লোকটা বিক্রি করছিল সে বলেছিল, 'আপনার স্ত্রী ভালো জিনিসের কদর জানেন, সবার ওসব থাকে না; এই টাই-টা অন্য টাই-এর চেয়ে দামী, কিন্তু চমৎকার'। লোকটা বলেছিল।

মার্থা। টাই-টা সুন্দর।

কুর্ট। হ্যাঁ।

মার্থা। তাহলে আমার পছন্দমতোই কিনব তো? দাম কিন্তু দুশো পঁয়তাল্লিশ মার্ক পড়বে।

কুর্ট (তাকায়, মুচকি হাসে, মাথা নাড়ে)। মঞ্জুর।

মার্থা। বেশ। এবার একটা বিবেকের প্রশ্ন। [নীরবতা। মার্থা দম নেয়।] বাচ্চার জন্য নেংটি কোন্‌টা নেওয়া হবে——একরকম আছে, একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়, আরেক রকম আছে, যা সাধারণত ব্যবহার করা হয়, ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়——কোন্‌টা?

কুর্ট (তাকায়, বুঝতে পারছে না কী বলবে)।

মার্থা। বললাম তো সমস্যা। আজকালকার লোকেরা ব্যবহার করে ঐ ফেলে দেবার গুলো, কারণ স্বাস্থ্য আর সময়ের কথা ভাবলে ঐগুলোতেই সুবিধে বেশি। ওগুলোর নাম 'পামপ্যার্‌স্‌', বাজারে নামও আছে বেশ।

কুর্ট। যদি সুবিধের হয়, তো বেশ।

মার্থা। আমিও ঠিক জানি না, কারণ পুরনো ধরনের জিনিসেরও সুবিধে আছে। তাছাড়া ঐ পামপ্যার্‌স্‌-এর দামও কম নয়, তিরিশটার দাম ছ মার্ক ষাট, আর বাচ্চার নেংটি দিনে বদলাতে হবে ছয় থেকে সাত বার। তবে যেগুলো ধোয়া যায় সেই নেংটি কিনতেও কম যাবে না। আর আমার যদি অত বেশি কাজ না করতে হয় আমি আরো বেশি টাই বানাতে পারব।

কুর্ট। যা দরকার আছে, আর সব নামী জিনিসই আমরা জোগাড় করতে পারব, সে ব্যবস্থা হবে, সে ঐ নেকটাই ছাড়াই হবে।

মার্থা। আমার তো ইচ্ছে, নতুন ধরনেরটা কেনা হোক, ওগুলোর কথাই আজকাল লোকে বলে।

কুর্ট। তাহলে তাই নাও। মঞ্জুর।

মার্থা। বেশ। (লেখে।) ওপরে জড়ানোর জন্য একটা লাগবে, মোছার জন্য আরেকটা, ওসব লাগবেই। (লিখে নেয়।)

কুর্ট। ঠিক আছে।

মার্থা। এই হল দরকারি সব—আপাতত।

কুর্ট। আর কিছু লাগবে না?

মার্থা (হাসে)। ওষুধপত্তরের দাম আমি এখন আর ধরছি না। তবে দেড়শো মার্ক মতো লাগবে। আর বোনার উল আমি এরই মধ্যে কিনে এনেছি পঁচাত্তর মার্ক দিয়ে। আরো পঁচিশ মার্ক বুনব, তার বেশি আর নয়, ওদিকে তো আবার টাই সেলাই করাও আছে। একটা বইও কিনতে হবে, 'মায়ের পেটে সন্তান', তারপর আরেকটা জন্মাবার পর।

কুর্ট। যাতে সব ঠিকমতো জানা যায়।

মার্থা। ঠিক তাই, ডাক্তারও তাই বলেছে। (দম নেয়।) ব্যস্। আমার তো আর কিছু মনে পড়ছে না।

কুর্ট। আমার কিছু কেনার আছে। লিখে নাও—একটা ফ্ল্যাশ গান উনআশি মার্ক নব্বুই, পাঁচটা ফিল্ম্ পাঁচ মার্ক পঞ্চাশ করে, আর ডিভেলপ করতে উনিশ মার্ক আশি করে। (হাসে।) প্রথম দিন থেকে সব ধরে রাখব।

মার্থা (হাসিতে যোগ দেয়)। আমি তো ভুলেই গেছলাম।

কুর্ট। আমি ভুলিনি। (তাকায়।) দাও, যোগ দিই, ওটা আমি পারি।

মার্থা। নাও।

কুর্ট (মহানন্দে সব যোগ করতে শুরু করে)।

মার্থা (খুশি মনে তাকিয়ে দেখে)। দেখবে, অনেক হবে।

কুর্ট। সব মঞ্জুর। (হিসেব করছে।) দু হাজার সাতশো বারো মার্ক আর পঞ্চাশ ফেনিখ্।

মার্থা। আমি ভেবেছিলাম, তিন হাজার মার্ক হবে, যা বাদ পড়ে গেছে মনে পড়লে, সবসমেত তাই হবে।

কুর্ট। তিন হাজার।

নীরবতা।

কুর্ট। আমার লরির সঙ্গে যে লোকটা থাকে তাকে বলেছি, একটা বাচ্চা হতে শুরুতেই চার হাজার।

মার্থা। জন্মাবার পর তো আরো অনেক খরচ আছে, সে তো জানা কথা।

কুর্ট। তাও আমি জোগাড় করব। (মাথা নাড়ে।) সে কোনো ব্যাপারই নয়।

চতুর্থ দৃশ্য

লীজ নেওয়া বেশ ছোট অথচ ঝকঝকে একটা বাগানে কুর্ট আর মার্থা চারাগাছ বসাচ্ছে।

কুর্ট (একটা হাতে নিয়ে)। মাথাটা ভেঙে গেছে, ইস্।
মার্থা। তবুও কি সুন্দর।
কুর্ট। ভাগ্যিস, এমনিতেই যা দাম।
মার্থা। তবে সুন্দর। (উঠে দাঁড়ায়।)
কুর্ট। ক্লান্ত?
মার্থা (মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মুচকি হেসে)। হ্যাঁ।

স্বল্প নীরবতা।

মার্থা। আমাকে কখনো এরকম দেখনি, তাই না? এই-যে এত সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছি?
কুর্ট। কী ভাবো? আমি একটা বুদ্ধু, আমি তোমার অবস্থা বুঝি না! একটু বস, বিশ্রাম নাও, আমি একাই করে যাচ্ছি।
মার্থা। একটুখানি।
কুর্ট। অনেকক্ষণ।
মার্থা (বাগান থেকে চলে যায় একটা ছোট চত্বরে, সেখানে একটা বাগানের চেয়ারে বসে)।

(দীর্ঘ নীরবতা। কুর্ট কাজ করে যায়, মার্থা তার কাজ করা দেখে।)

কুর্ট (চারাগাছগুলি সযত্নে নিখুঁতভাবে যত্ন করে বসায়)।

নীরবতা।

মার্থা (মুচকি হাসে)। প্রকৃতি প্রেম।
কুর্ট। আমার চিরকালই ছিল।
মার্থা। হ্যাঁ।
কুর্ট। সেই যেবার বাবা এসে বলল, 'আমার বাগানটা ছেড়ে দেব, বয়স হয়েছে, তুই নিবি? তোর হাতে তুলে দিতে পারলে খুশি হতাম, কারণ আমি জানি,

তোর কাছে যত্নের অভাব হবে না', তখন আমি কোনো রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই'।

মার্থা। ভালোই করেছিলে।

নীরবতা।

মার্থা। জানো, আমি কি ভাবছি?
কুর্ট (তাকায়)। না।
মার্থা। একটা বিশেষ কিছুর কথা।
কুর্ট। আমার তো দিব্যজ্ঞান নেই।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। তবে একটা আন্দাজ করতে পারছি। (হাসে।)
মার্থা। তুমি খুব চালাক।
কুর্ট। এর নাম ভালোবাসা।
মার্থা (হাসে)।
কুর্ট (দেখায়)। ঐ ওটার কথা। (পেটের দিকে ইশারা করে দেখায়।)
মার্থা। হ্যাঁ।
কুর্ট। কী ভাবছ?
মার্থা। আমি ভাবি, একদিন আসবে, ও সেদিন এই বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমরা বসে বসে দেখব আর মজা করব।
কুর্ট। ও কথা আমিও ভেবেছি।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। ওকে শেখাতে হবে, সব-কিছুর মূলে একটা নিয়ম আছে। সেখানে খেয়ালখুশি মতো চললে হবে না। সেটা ওকে শুরুতেই বোঝাতে হবে। ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, কোথায় গাছ আছে; শেখাতে হবে, কেবল ফুলের ঝাড়-গুলির মধ্যেকার ফাঁক দিয়ে পাতা তক্তার ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে হয়; শেখাতে হবে, কোথায় ইচ্ছেমতো ঘোরাফেরা করা যায়। কারণ ও যদি সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলে তাহলে তো সবই পণ্ড হয়ে যাবে।
মার্থা। কিছুই পণ্ড হবে না। আমাদের বাচ্চা তো, তাকে নিয়ে আমার কোনো ভয় নেই।
কুর্ট। সময়মতো শুরু করলে তবেই ফল পাওয়া যায়।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। আমি ভেবেছি, একটা বালির বাক্স মতো বানাব। কোথায় যে বানাব, তাই এখনও জানি না। বালিতে বাগান নষ্ট হয়, বিশেষ করে আমাদের এইটের মতো ছোট বাগানে চারদিকে বালি ছড়িয়ে দিলে দেখতে না দেখতে সব শেষ হয়ে যাবে।

মার্থা। কিন্তু একটা বালির বাক্স থাকতেই হবে।

কুর্ট। বানাব একটা। কিন্তু কোথায়? প্রথমটায় ভেবেছিলাম, চত্বরটার ঠিক পাশেই। কিছু হলেই তাহলে চোখে পড়ত।

মার্থা। তাতে বাধা কোথায়?

কুর্ট। সেটা যে তাহলে ফুলবাগানের ঠিক পাশেই হত, তাতেই আমার আপত্তি। সব সময় যদি বকা-ঝকাই করতে হয়, সেটাও খারাপ।

মার্থা। যা-করা বারণ তা করলে, অন্য কোনো উপায় না থাকলে তবেই বকা-ঝকা।

কুর্ট। ঠিক। আমি ভেবেছি, ফুলবাগানগুলিকে ঘিরে আরো একটা বেড়া দেব, সেটা খুব উঁচু হতে হবে না, তাহলে হয়তো শান্তি পাওয়া যাবে।

মার্থা। একটা বেড়া, সেটা দেখতে ভালো হবে না, তাছাড়া বাচ্চাকে চলতে হবে প্রকৃতির নিয়ম মেনে, বেড়া মেনে নয়। তাহলে তো জীবনটাই অনেক সহজ হয়ে যেত, কোথাও পিছনে পড়ার ভয়ই থাকত না।

কুর্ট। সে কথাটাও ঠিক।

নীরবতা।

কুর্ট (কাজ করে যায়)।
মার্থা (বসে ওর কাজ করা দেখে)।

নীরবতা।

কুর্ট। এমন একটা বাগান সকলের থাকে না, এর কদর বুঝতে হয়।
মার্থা। হ্যাঁ।

নীরবতা।

পঞ্চম দৃশ্য

কুর্ট আর মার্থার বাসায়। মার্থা রাতের খাবার তৈরি করছে। কুর্ট নতুন নতুন গাড়ির একটা মস্ত ক্যাটালগ-এর পাতা ওলটাচ্ছে। কুর্ট-এর গায়ে পুলওভার।

মার্থা। কিছু টের পাচ্ছ?
কুর্ট। কী?
মার্থা। কিছু টের পাচ্ছ কিনা তাই বল।

নীরবতা।

মার্থা। এই একটু অস্বস্তি মতো?
কুর্ট। কেন?
মার্থা। মানে শরীরে কোনো অস্বস্তি নেই তো?
কুর্ট। না তো।
মার্থা (মুচকি হাসে)। তোমার কাছে একটা কথা ফাঁস করতে হবে। সোনামণির জন্যে যখন থেকে একটু একটু খরচ কমাতে শুরু করেছি, তখন থেকে সংসার খরচেও কমিয়েছি।
কুর্ট। সবখান থেকে একটু একটু করে বাঁচালেই চলে যায়।
মার্থা। ঠিক তাই। তাই উলের জিনিস কাচতে আর 'লেনর' ব্যবহার করছি না।

স্বল্প নীরবতা।

মার্থা। ঐ যে বলে, 'বিবেকের দংশনে ক্লান্ত মহিলা।'
কুর্ট। বিজ্ঞাপন।
মার্থা। হ্যাঁ। তাই এবার খরচ বাঁচাতে গিয়ে ভাবলাম, ঐ 'ভেড়ার বাচ্চার মতো নরম' না কি যেন, ওসব চুলোয় যাক। দেখিই না উলের জিনিসে কেমন হয়। কেন? পুলওভারটা কুটকুট করছে?
কুর্ট। মোটেও না।
মার্থা। তাহলে নিশ্চিন্ত, আর (একটু হেসে) বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।
কুর্ট। না।
মার্থা। আরো দু-চারটে জিনিস আছে, সেসব আমি ভেবেচিন্তে শস্তায় সেরে ফেলব, সময়মতো জানতে পারবে।
কুর্ট। বলেছি তো, যা-কিছু লাগবে, সব-কিছুর জোগাড় আমি করব। তাই সাবান-টাবানের ব্যাপারে মোটেও খরচ কমানো চলবে না।
মার্থা। আমার কথা একটু ভাবো, আমার পেটে বাচ্চা!
কুর্ট। সবই তো তোমার আর বাচ্চাটার জন্যেই!

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। মালিকের সবদিকে নজর, মালিক বোঝে, সে কথা মানতেই হবে। এই হপ্তায় পাব—কত বলো তো?

মার্থা। অনেক।

কুর্ট। ঠিক বলেছ। এ হপ্তায় কাজ করেছি তেষট্টি ঘণ্টা, চাট্টিখানি কথা নয়। পরের হপ্তাতেও ওভারটাইম পাব বেশি করে। কপাল ভালো।

মার্থা। ওরা জানে, আমাদের দরকার।

কুর্ট। মালিক বলেছে, কিছু ভাবতে হবে না। (মুচকি হেসে) এদিকে এস, একটা জিনিস দেখাব।

মার্থা। কী?

কুর্ট। এতদিনে পাওয়া গেল, মাসের পর মাস অপেক্ষা করে।

মার্থা (এসে ক্যাটালগ-এর পাতায় চোখ দেয়)।

কুর্ট। সেই নতুন গাড়ি। 'ইসো রিভোলটা ফিডিয়া ৩০০', ৮ সিলিনডার এনজিন সামনে, ৫৩৫৯ সি সি অশ্বশক্তি, সাসপেনশন ভ্যাল্ভ্স্, কারবোরেটর চার গুণ, পুরো সিংক্রোনাইজ করা চার গীয়ার ড্রাইভ, অর্ডার দিলে ইনটারমীডিয়েট গীয়ার চেনজার, সামনের চাকা দুটোয় আলাদা সাসপেনশন, দ্য দিঁও পিছনের অ্যাকসিস, হাইড্রলিক শক অ্যাবসর্বার, অটোম্যাটিক ডিফারেনশিয়ল, ঘণ্টায় দুশো কুড়ি কিলোমিটর অবধি ছুটবে। (মুখ তুলে তাকায়, মুচকি হাসে, মার্থা মাথা নাড়ে।) মালিক গাড়ির ব্যাপারটা বোঝে বটে, মারসেডেস বা ওরকম কিছু নয়, ওসব তো সকলেরই থাকে, উঁহু, ইসো রিভোলটা, সবাই তাকিয়ে দেখবে, আর হিংসেয় জ্বলবে!

মার্থা। কত দাম?

কুর্ট (ক্যাটালগ দেখে)। দাম ষাট হাজার মার্ক-এর মতো।

মার্থা। আমি বলছিলাম এই বইটার কথা।

কুর্ট। দুনিয়ার সব গাড়ি এতে আছে। ছয় মার্ক।

মার্থা। দাম আছে, এখন আমাদের খরচ কমাতে হবে।

কুর্ট। একটু আধটু মজায় আপত্তি করলে চলবে না।

মার্থা। চল, বরং খেতে বসি।

কুর্ট। আমরাও কোনো দিন একটা গাড়ি কিনব, কেমন? পরে কোনো এক সময়ে।

মার্থা। এখন সবার আগে বাচ্চার কথা ভাবতে হবে।

কুর্ট। তা ছাড়া আর কোন্ কথা ভাবব? তবে পরে কখনো, একটু দম নিতে পারলে!

মার্থা। তখন ঠিক আছে। কিন্তু আপাতত (মুচকি হেসে) আর তিন সপ্তাহ, যদি সময়মতো হয়। (দম নেয়, হাসে।) খাও।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হাসপাতালে। মার্থা কোলের কাছে বাচ্চা নিয়ে শুয়ে, কুর্ট ফুল নিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে।

মার্থা (খুব আস্তে)। এই যে।
কুর্ট। (মাথা নাড়ে।)
মার্থা। তোমার ছেলে।

নীরবতা।

মার্থা। দেখছ?
কুর্ট (মাথা নেড়ে সায় দেয়)।

নীরবতা।

মার্থা। তোমার পছন্দ হয়েছে?
কুর্ট (মাথা নেড়ে সায় দেয়)।
মার্থা (হাসে)।
কুর্ট। হ্যাঁ। (মুচকি হাসে, মাথা নাড়ে, কাঁদতে শুরু করে।) হ্যাঁ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রান্নাঘরে। কুর্ট শ্‌টেএফান-কে কোলে নিয়ে তার সঙ্গে 'গির্জার গম্বুজ' খেলা খেলছে। মার্থা নেকটাই সেলাই-এ ব্যস্ত। স্বভাবতই এখন তার কাজে দক্ষতা বেড়েছে।

কুর্ট (শ্‌টেএফান-কে)। আর এইবার সেই ছোট ঘণ্টা—বিম্‌ বিম্‌ বিম্‌ বিম্‌ বিম্‌ বিম্‌ বিম্‌ বিম্‌। (শ্‌টেএফান-কে দোল দেয়, তারপর আরো উঁচু স্বরে) আর এইবার সেই বড় ঘণ্টা—বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌। (শ্‌টেএফান-কে ধীরে দোল দিতে দিতে শব্দ করে যায়, একটু ভারী স্বরে) আর এইবার সেই একেবারে মস্ত মস্ত ঘণ্টা—বুম্‌বাম্‌ বুম্‌বাম্‌ বুম্‌বাম্‌ বুম্‌বাম্‌ বুম্‌বাম্‌ বুম্‌বাম্‌

বুম্‌বাম্‌। (শ্‌টেএফান-কে বেশ ধীরে ধীরে দোল দেয়, বেশ ভারী স্বরে) আর এইবার একেবারে খুব খুব খুব ছোট ঘণ্টা—বিম্মেল বিম্মেল বিম্মেল বিম্মেল বিম্মেল বিম্মেল বিম্মেল বিম্মেল। (বাচ্চাটাকে খুব তাড়াতাড়ি ঝাঁকুনি দেয়, বেশ উঁচু স্বরে শব্দ করে, তারপর শ্‌টেএফান-কে চুমু খায়।) তুই হলি বাপের বেটা, তাই না? লোকে যেমন বলে, বাপের আনন্দের খনি?
মার্থা (মুচকি হেসে)। আর আমি?
কুর্ট। তুমিও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

খুব সুন্দর একটা ছোট হ্রদের ধারে আড়ালে একটু ফাঁকা জায়গা। চমৎকার দিন। মার্থা আর কুর্ট সাইকেলে চেপে ঢোকে। কুর্ট-এর সাইকেলে বাচ্চার সীট-এ শ্‌টেএফান।

কুর্ট। জানতে হয় কোথায় যেতে হয়, কি বল?
মার্থা। এই এমন সুন্দর একটা দিনে।
কুর্ট। খাঁটি কথা।

(ওরা সাইকেল থেকে নামে, একটা চাদর পাতে, শ্‌টেএফান-এর জন্য একটা ছোট জায়গা ঠিক করে, নানান জিনিসপত্র বার করে রাখে, তারপর নিজেরা জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে, সাঁতারের পোশাক ভিতরে পরা ছিল, তাই পরে ওরা রোদে শুয়ে পড়ে।)

মার্থা। আমার চেহারা আবার আগের মতো হয়েছে? (মুচকি হাসে।) স্নানের পোশাকটা আবার ঠিক আগের মতো হয়ে গেছে। সব মেয়েদের এমন হয় না।
কুর্ট (গর্বের সঙ্গে ওর দিকে তাকায়)। তোমার বেলায় হয়েছে।
মার্থা। আর, কোনো দাগ দেখা যাচ্ছে?
কুর্ট। একদম না, সব যেমন ছিল।
মার্থা। অন্য কোনো মেয়েকে চাও না তো?
কুর্ট। কক্ষনো না।
মার্থা। তাহলে ঠিক আছে। (কুর্টের পাশে সরে শোয়।)

নীরবতা।

মার্থা। সুন্দর এইটুকু জায়গা, যেন স্বর্গ।
কুর্ট। জানতে হয়।

মার্থা। একেবারে বাড়ির দোরগোড়ায় সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটা, গাড়ি করেও যেতে হয় না।
কুর্ট। স্রেফ যদি জানা থাকে.
মার্থা। আমাদের জানা। তোমার।

নীরবতা।

কুর্ট। ছেলেটার জন্যে পরে একটা দুর্গ বানাব, চারদিকে জল দিয়ে ঘেরা থাকবে।
মার্থা। এত ছোট যে ও বুঝবেই না।
কুর্ট। তাহলে তাকিয়ে দেখবে, দেখে শিখবে। (বাচ্চার দিকে ফিরে তাকিয়ে) তাই না?
শ্টেএফান (খুশিতে খিলখিল শব্দ করে ওঠে)।

নীরবতা।

কুর্ট (আস্তে)। কিন্তু এখন বরং কাজ করতে পারলেই ভালো হত। (মুচকি হেসে) কিন্তু কোনো কাজ না থাকলে দেবে কোত্থেকে কাজ?
মার্থা। একটা শনিবার আমরা এখন ছুটি নিতেই পারি। ও তো এখন পুরো এক বছর হল।
কুর্ট। আমাদের এটা দরকার ছিল, তাই না?
মার্থা। আমি তো তখনই বলেছিলাম, জন্মাবার পর আরো অনেক সব দরকার হবে।
কুর্ট। একটা বাচ্চা মানে প্রচুর খরচ, কথাটা ঠিক।
মার্থা। আমাদের তো খুশি হওয়ার কথা, সকলে আমাদের মতো এতটা খরচ করতে পারে না।
কুর্ট। আবার ওভারটাইম পেলে ভালো হত।
মার্থা। এই দিনটা মনের সুখে কাটাও, এমন আরেকটা দিন শিগ্গির আর নাও আসতে পারে।
কুর্ট। ঠিক বলেছ।

তৃতীয় দৃশ্য

গভীর রাত্রি। শোবার ঘর। স্বামী-স্ত্রীর খাট, পাইডিবেট ইত্যাদি। কুর্ট জোরে শ্বাস নিচ্ছে, আর ঘুমের মধ্যে দুর্বোধ্য কথা বলছে। মার্থার ঘুম ভেঙে যায়।

মার্থা। কুর্টমান! (কুর্টকে ঝাঁকুনি দেয়।) কি হয়েছে তোমার, কুর্টমান?
কুর্ট (চমকে জেগে ওঠে)।
মার্থা। কী হয়েছে তোমার?
কুর্ট। কী হয়েছে?
মার্থা। ঘুমের মধ্যে কি রকম দাপাদাপি করছিলে।
কুর্ট। কেন?
মার্থা। আমি কি জানি?

নীরবতা।

কুর্ট (সামলে নিয়ে)। স্বপ্ন দেখছিলাম। লরি চালাতে চালাতে হঠাৎ বুঝতে পারি, মালগুলো সরতে শুরু করেছে, বুঝলে, সামনের দিকে, ড্রাইভারের ক্যাবিনের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এদিকে আমি লরিটা থামাতে পারছি না। হাইওয়ে কিংবা ঐরকম কিছু ধরে চলেছি, ঢালু পথে।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। কি কাণ্ড বলো তো, লরির মাল সরে আসছে, অন্য কোম্পানির বেলায় এরকম হতেই পারে এক আধবার, বুঝলে, কিন্তু আমাদের কোম্পানিতে—অসম্ভব। (হাসে।)
মার্থা। হ্যাঁ।
কুর্ট। তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম তো?
মার্থা (মিথ্যা বলে)। আমি জেগে ছিলাম।
কুর্ট। ও।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। আমরা বোধ হয় বড্ড বেশি খেয়ে ফেলেছি। মেয়োনেজ পেট ভারী করে দেয়। সবাই জানে।
মার্থা। স্যালাডটা তো আমি বরাবরের মতোই বানিয়েছিলাম। আমার তৈরি স্যালাড, সব হজম হয়।
কুর্ট। তাহলে ঐ টার্কিটার জন্য। (হাসে।)
মার্থা। তুমি একটুও বিশ্রাম নাও না, কুর্টমান, সেটাই কারণ। একটা মার্কও পাবার সুযোগ থাকলে সে-সুযোগ তুমি ছাড়বে না।
কুর্ট। কেন ছাড়ব?

নীরবতা।

কুর্ট। কত কিছু আছে!—তোমার কিছু চাই?
মার্থা। কী আবার?
কুর্ট। বউকে দেবার মতো কত জিনিস আছে।
মার্থা। তোমার সাধ্যমতো তুমি করছ।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। অন্যেরা আমার চেয়ে বেশি রোজগার করে।
মার্থা। আমি সন্তুষ্ট।
কুর্ট। নয়তো ওভারটাইম ছাড়াই আমার সমান রোজগার করে। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে। (মুচকি হাসে।)
মার্থা। স্বামী কিভাবে রোজগার করে, সেটা তার ব্যাপার। রোজগার হলেই হল।
কুর্ট (হাসে, মাথা নাড়ে)। আর, রোজগার হয়।

নীরবতা।

কুর্ট। হাতে পাই প্রায় চোদ্দ শো মার্ক, পাচ্ছি মাসের পর মাস। (মাথা নাড়ে।) তুমি কোনো চীফ ইন্‌স্‌পেকটরকে বিয়ে করলে দেখতে সেও হয়তো এর চেয়ে বেশি কিছু পায় না।
মার্থা। না।
কুর্ট। হ্যাঁ।

নীরবতা।

কুর্ট। তবে একটা কথা ঠিক, অর্থনীতির হাল নিয়ে ওরা যা-সব বলাবলি করছে, তাতে যদি এতদিন যেমন ওভারটাইম পেয়েছি, তা বন্ধ হয়ে যায়, সব উলটো পথে চলতে থাকে, তাহলে মুশকিল হবে।
মার্থা। তুমি ঠিক পারবে, আমি জানি।
কুর্ট। কিন্তু কেমন করে?

নীরবতা।

কুর্ট। একটা অফিসারের অবশ্য এসব দুশ্চিন্তা নেই, সংকটের সময়ও তার কিছু আসে যায় না, তার পাওনা সবসময় একই থাকে, যাই ঘটুক না কেন। সেখানেই হচ্ছে তফাৎ।

মার্থা। সবাই তো আর অফিসার হতে পারে না।
কুর্ট। না।

নীরবতা।

কুর্ট। মালিক বলে, বিদেশী মজুররা এবার এক এক করে বিদায় নেবে।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। বুঝলে, ছাঁটাই।
মার্থা। তুমি তো আর বিদেশী নও।
কুর্ট। ভাগ্যিস নই।

নীরবতা।

কুর্ট। অফিসে কেউ কেউ বলছে, প্রথমে বিদেশীরা, তারপর আমাদের মতো অন্যেরা।
মার্থা। বাজে কথা।——আর, সকলে ছাঁটাই হলেও মালিক তোমাকে রেখে দেবে।
কুর্ট। কারণ, মালিক আমাকে পছন্দ করে। ঠিক কথা।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। কারণ আমি সব-কিছু থেকে সরে থাকি, শুধু কাজের কথাই ভাবি। মালিক বলে, এই রকম লোকই তার পছন্দ। মালিক বলে, সে চায়, সবাই আমার মতো হোক।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট (মুচকি হেসে)। না, আমাদের কিছু হবে না, কোনো ভয় নেই। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে আমার উপর আঘাত আসবার আগে অন্য সকলের চাকরি যাবে। (মুচকি হাসে।)
মার্থা। কারণ তোমার মালিক তোমাকে পছন্দ করে, কারণ তোমার ওপর ভরসা রাখা যায়, আর তুমি কখনও কিছু অমান্য কর না।
কুর্ট। কক্ষনো না।

নীরবতা।

মার্থা। ঘেমে গেছ যে!
কুর্ট। বড্ড গরম লাগছে।

চতুর্থ দৃশ্য

বাগানে। খুব সুন্দর দিন। কুর্ট, মার্থা আর শ্‌টেএফান। কুর্ট একটা বালির বাক্স বানাচ্ছে, সেই চত্বরের পাশেই। মার্থা ফুলগাছগুলির মধ্যে কাজ করছে। শ্‌টেএফান খেলছে।

দীর্ঘ নীরবতা। ওরা কাজ করছে।

মার্থা। এবার একটু ইজিচেয়ারে বসি, রোদ পোহাই।
কুর্ট। বেশ তো। আমি শুধু আরেকটা ধার একটু ঠিক করে নিই, তারপর যাব ফুলগাছের দিকে।
মার্থা। তুমিও একটু বিশ্রাম কর না। এমন চমৎকার একটা দিন উপভোগ করতে হয়।
কুর্ট। একটা কিছু করতে পারলেই আমি যথেষ্ট উপভোগ করি। চার হপ্তা পর কাল প্রথম শনিবার, আবার ওভারটাইম করতে পারব। (হেসে) একা আমি, কেবল আমি, মালিক বলেছে!
মার্থা। কী?
কুর্ট। বিশেষ একটা কাজ! (হাসে।)
মার্থা (ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে)।
কুর্ট। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! (কাজ করে চলে।)

নীরবতা।

পঞ্চম দৃশ্য

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের সেই ছবির মতো, বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটা। চমৎকার দিন। একটি লরি এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যায়। এঞ্জিন বন্ধ করা হয়। নীরবতা। কুর্ট প্রবেশ করে, চারদিক তাকিয়ে দেখে, মুচকি হাসে, বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে একটা কাঠের পিপে নিয়ে। পিপের মুখটা খুলে সে লালচে খয়েরি রঙের একটা তরল পদার্থ হ্রদের জলে ঢেলে দেয়। কাজটা করবার সময় তার মুখে আতঙ্কের কোনো ছাপ থাকবে না, বরং একটা গর্বিত ভাব, একেবারে

স্বাভাবিক। কুর্ট খালি পিপেটা নিয়ে বেরিয়ে যায়, ভর্তি আরেকটা নিয়ে ফিরে আসে। এইভাবে আটবার। শেষ পিপেটার বেলায় কুর্ট হ্রদের ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর তার নজরে আসে শ্‌টেএফানের জন্য তার নিজের বানানো সুন্দর সেই দুর্গটা।

কুর্ট। অচেনা জায়গা, তাই কেউ ছোঁয়নি। তাই তো হবে। (মুচকি হাসে।)

নীরবতা।

(কুর্ট শেষ পিপেটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। একটা মস্ত লরি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শোনা যায়। লরিটা স্টার্ট নিয়ে রওনা হয়ে দূরে চলে যাওয়ার শব্দ। তারপর বিশাল নিস্তব্ধতা···

মার্থা সাইকেল চেপে আসে, শ্‌টেএফান হ্যান্‌ড্‌ল্‌-এর কাছে বাচ্চা বসাবার সীট-এ। মার্থা সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা স্ট্যান্ড-এ দাঁড় করিয়ে শ্‌টেএফানকে তুলে বার করে, চাদর ইত্যাদি নেয়, সব সাজিয়ে রাখে, নিজে পোশাক না ছেড়েই শ্‌টেএফান-এর পাশে চাদরের ওপর বসে।)

মার্থা। একটা দূরবীন দিয়ে আমাদের দেখতে পেলে তোর বাবা অবাক হয়ে যেত। দেখত, আমরা কেমন নিজে নিজেই সব করছি, তাই না? বাবাটা খুব ভালো, আমাদের সংসারে যাতে কোনো কিছুর অভাব না থাকে সেই জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি খাটে। (বাচ্চার দিকে তাকায়।) একটা ভালো বাবা, আমাদের বাবা। ঘেমে গেছিস যে! মা তোকে নিয়ে ঝাপুড়-ঝুপুড় করবে? হ্যাঁ, সাঁতার সাঁতার, সেই মস্ত মাছটার মতো?

(মার্থা হাসে, নিজের পোশাক ছাড়ে, সাঁতারের পোশাক ভিতরেই পরা ছিল, শ্‌টেএফানের জামাকাপড় খুলে ফেলে, সব, দুজনে একটু খেলা করে, তারপর বাচ্চা নিয়ে জলের দিকে যায়।)

মার্থা। ঐ দেখ, সেই দুর্গটা, তোর বাবা শুধু তোর জন্যই বানিয়েছিল। এখনো আস্ত আছে। কেউ তো চেনে না এটা, আমাদের এই জায়গাটা!

(বাচ্চা কোলে নিয়ে মার্থা জলে নামে, কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে দাঁড়ায়, তারপর শ্‌টেএফান-কে একটুখানি জলে ডোবায়, তার গায়ে একটু জল ছিটিয়ে দেয়, তাকে জলের মধ্যে আরেকটু ডোবায়, তারপর আরেকটু, ইত্যাদি, ওর গায়ে বেশ করে জল ছেটায়। নীরবতা।

বাচ্চাটা হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করে দেয়। মার্থা চমকে ওঠে।)

মার্থা। বোকা ছেলে, জলে ভয় পায়—জল তো কামড়ায় না। বাচ্চা মাছগুলো

জলের মধ্যে থাকে, একদম ছোট যখন তখনও, সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতার শিখে যায়—আর তুই হলি একটা পচা ছেলে! (ওকে আগের চেয়ে সাবধানে আবার জলে চোবায়, বাচ্চাটা আরো জোরে চিৎকার করে ওঠে, আরো ভীষণ।) আহা, কী হল রে? আমার সোনামণি! বেশ, চল্, এখনই জল থেকে উঠে পড়ি। তোর আজ চান করার ইচ্ছে নেই, এই তো? চল্, চট করে উঠে পড়ি।

(মার্থা শ্টেএফান-কে আবার জল থেকে তুলে আনে, চাদরের ওপর এনে শোয়ায়। বাচ্চাটা ভীষণ চিৎকার করে।)

মার্থা। আহা, সব তো শেষ, কখন সব মিটে গেছে, আর তো জল নেই, এখন শুধু রোদ্দুর, এবার থাম, অমনি অমনি আবার কে কাঁদে, ঐ একটুখানি চান করতে গিয়ে এত কান্না!

(নীরবতা। মার্থা বাচ্চাকে থামাতে চেষ্টা করে। ওকে কোলে নিয়ে দোল দেয়।)

মার্থা। মস্ত ঘণ্টাটা শোন—বুম্ বুম্ বুম্ বুম্ বুম্ বুম্—আর এবার মাঝারি ঘণ্টা—বিম্‌বুম্ বিম্‌বুম্ বিম্‌বুম্ বিম্‌বুম্ বিম্‌বুম্ বিম্‌বুম্—আর এইবার সেই একেবারে ছোট ঘণ্টাটা—বিম্মেল্ বিম্মেল্ বিম্মেল্ বিম্মেল্ বিম্মেল্, বিম্মেল্—আর এইবার সেই বিশাল বড় ঘণ্টাটা—বুম্মেল-বুম্ বুম্মেলবুম্ বুম্মেলবুম্—হা ভগবান, কী হয়েছে, সোনামণি?

(বাচ্চাটা প্রথমে টকটকে লাল হয়ে ওঠে, তারপর তার সারা শরীর নীলচে হয়ে ওঠে।)

মার্থা। নীল হয়ে গেল কেন? এ তো সাংঘাতিক! (নিচু স্বরে) শ্টেএফান, সোনামণি—হা ভগবান, বইয়ে লেখা আছে, বাচ্চার শরীর নীল হয়ে যাওয়া মানেই বিপদ, লেখা আছে বড় হরফে, তলায় মোটা দাগ দিয়ে। তার মানে, দম বন্ধ হয়ে আসছে, কিংবা তেমনি কিছু। (লাফিয়ে উঠে দ্রুত পোশাক পরে নেয়, সব যেমন তেমন পড়ে থাকে, বাচ্চাটাকে চট করে একটা কিছু পরিয়ে নিয়ে সাইকেলে চাপিয়ে জোরে সাইকেল চালিয়ে মার্থা চলে যায়।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাসায়। কুর্ট বসে আছে মার্থার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। মার্থা কেঁদে মুখ-চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। ওর পা দুটো হালকা করে ব্যানডেজ দিয়ে জড়ানো। সময় বিকেলবেলা।

মার্থা। হাসপাতালে ওরা বলছিল, এখন কিছু বলা যাবে না, দেখতে হবে

পোড়াগুলো কতটা বিপজ্জনক। (কান্নায় ভেঙে পড়ে।)
কুর্ট (বসে থাকে, চোখে হতবাক দৃষ্টি)।
মার্থা। আমার তেমন কিছু মারাত্মক নয়, আমি তো অনেক বড়, তাই।

নীরবতা।

মার্থা। কি অন্যায়! বিষ মিশিয়ে জলটা বিষাক্ত করে রেখেছে। আমাদের ঐ জায়গাটুকু, যে জায়গার খবরই কেউ রাখে না, তুমি যে দুর্গটা বানিয়েছিলে, সেটাও অটুট রয়েছে, কেউ ছোঁয়নি সেটা, কেউ নষ্ট করেনি!

নীরবতা।

কুর্ট। আমাকে না নিয়ে কেন গেছলে?
মার্থা। কী?
কুর্ট। জায়গাটা আমারই ভালো ভাবে চেনা, আমি ছাড়া যেখানে তোমাদের দেখাশোনা করার আর কেউ নেই সেখানে আমাকে সঙ্গে না নিয়ে কেন গেলে?
মার্থা। কেন?

নীরবতা।

কুর্ট (আস্তে)। মানে, ঐ বিষ ঢালা, ওটা আমিই করেছি।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। আজ সকালেই।
মার্থা (তাকায়)।

নীরবতা।

সপ্তম দৃশ্য

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। একই পরিবেশ। মার্থা উনোনের ধারে। দীর্ঘ নীরবতা।

কুর্ট। মনে হচ্ছে, আমি যেন একটা মানুষই নই।
মার্থা। চুপ করে থাক, খুনে!

নীরবতা।

কুর্ট। আমার কী বলার আছে, তুমি এখন আর জানতে চাও না, তাই না?

দীর্ঘ নীরবতা।

কুর্ট। পারলে আমি এক্ষুনি ওর অসুখ নিজে নিয়ে নিতাম, আমিই হাসপাতালে পড়ে থাকতাম। কিন্তু তা হয় না। (অন্যমনস্কভাবে মুচকি হাসে।)
মার্থা। তোমার মতো একটা লোক হাসে কেমন করে?
কুর্ট। আমি মোটেই হাসিনি।
মার্থা। হ্যাঁ, হেসেছ।
কুর্ট। তুমি ভুল করছ।

দীর্ঘ নীরবতা।

মার্থা। চুপ করে থাক।
কুর্ট (যদিও কিছুই বলেনি)। হ্যাঁ।

নীরবতা।

কুর্ট। এখন আমাদের মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক নেই, তাই না?
মার্থা। সব চুকে গেছে।
কুর্ট। হ্যাঁ।

নীরবতা।

কুর্ট। যে-লোক নিজের ছেলেকে খুন করে, তার সঙ্গে একসাথে ঘর করা যায় না।
মার্থা। না।
কুর্ট। কিন্তু ওর যদি কিছু না হয়?
মার্থা। তাই তো আশা করছি।

দীর্ঘ নীরবতা।

কুর্ট (আস্তে)। মার্থা?
মার্থা (চুপ করে থাকে)।

দীর্ঘ নীরবতা।

কুর্ট। কিছু রেঁধেছ?
মার্থা। তোমার জন্যে রাঁধিনি।
কুর্ট। না।
মার্থা। আমরা আর কখনও এক টেবিলে বসব না।
কুর্ট। আমি সরে বসছি।
মার্থা। নইলে আমি ওখানে বসব না।
কুর্ট। আমি সরে গেছি। (এক কোণে গিয়ে বসে।)

নীরবতা।

মার্থা (নিজের খাবার নিয়ে বসে)।

নীরবতা।

মার্থা (খেয়ে চলে)।
কুর্ট। গুটেন আপ্পেটিট।
মার্থা (তাকায়)। তোমার মতো একটা লোক এখনো এসব মনে রাখতে পারে!
কুর্ট। মাপ কর।

নীরবতা।

কুর্ট। আমাকে দেখলে তোমার ঘেন্না আসে, তাই না?
মার্থা। হ্যাঁ।
কুর্ট। আমারও। (দীর্ঘ নীরবতা। মার্থা খাচ্ছে, কুর্ট তাকিয়ে দেখে, তারপর হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে।) মদ, মদ, মদ, গেঁজিয়ে গেছল, লোকটা বলেছিল, আমার মালিক বলেছিল, কোনো ক্ষতি হবে না, মাছগুলো একটু মাতাল হয়ে যাবে, তাই বলেছিল, ওদের ভালোই লাগবে, আর কিছু না। (আরো জোরে চিৎকার করে) এক সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় নিয়ে যেতে বলেছিল ঐ মালিক। খাদ্য আইন অনুসারে গেঁজিয়ে যাওয়া মদ রাখলে নাকি শাস্তি হতে পারে, তবে এমনিতে কোনো বিপদ নেই। তাই কেবলমাত্র আমাদেরই চেনা সেই জায়গায়, ঐ মালিকের জন্য, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে, মালিক জানে, আমার ওপর আস্থা রাখা যায়, মালিকের একটা ইশারায়, বিশ্বাস! (একটা কান্নার বেগ আসে, নিজের বুক চাপড়ায়।) একজন ভালো কর্মী তার মালিককে সন্তুষ্ট করতে একটা বিশেষ কাজ করেছে। (বুক-পকেটে হাত ঢোকায়।) বাড়তি একশো মার্ক, এই যে! (চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে।)

নীরবতা।

কুর্ট (জোর গলায়)। ঐ মালিক বলেছে——

মার্থা (চিৎকার করে)। ঐ মালিক বলেছে!——আর মালিক যদি বলে, তোমার ছেলের মাথাটা এনে দাও, তাতে তোমার ছেলের কোনো বিপদ নেই, আর সেজন্য তোমাকে আমি একশো মার্ক দেব, তাহলে তুমি তাও করবে, কেন না ঐ মালিক বলেছে, তাই না! (স্বল্প নীরবতা, তারপর একটু নিচু স্বরে) তুমি আদৌ একটা মানুষ নও, এটা আমি কেন যে বুঝতে পারিনি! তুমি হলে বড় জোর একটা পোশাক পরা বাঁদর। তোমার মালিক, আমি তোমায় বলে রাখছি, একটা অপরাধী, তাছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তার সঙ্গে তো আমার বিয়ে হয়নি, হয়েছে তোমার সঙ্গে। একটা মেয়ে যখন জানতে পারে যে সে তোমার মতো একজনের সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টা কাটিয়েছে, তখন তার কাছে সবটা অসহ্য হয়ে ওঠে।

কুর্ট। একটা পোশাক পরা বাঁদরের সঙ্গে?

মার্থা। ঠিক তাই। ছিঃ, শয়তান! আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি। দেখি, শ্টেফান-এর খবর কি, তোমার যা খুশি তুমি কর। (প্রস্থান।)

কুর্ট (মার্থার যাওয়া তাকিয়ে দেখে)।

দীর্ঘ নীরবতা।

অষ্টম দৃশ্য

সেই ফাঁকা জায়গা। স্নানের সরঞ্জাম সব এখনো পড়ে আছে, মার্থা যেমনটি ফেলে রেখে গেছল। সন্ধ্যা। কুর্ট সাইকেল চেপে আসে। স্নানের সরঞ্জাম অবধি আসে। সাইকেল রাখে।

নীরবতা।

কুর্ট অন্যমনস্কভাবে, উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকায়। আস্তে আস্তে মাথা ঘোরায়, বাঁদিকে ডানদিকে তাকায়, মাঝে মাঝে উদ্দেশ্যহীনভাবে মাথা নাড়ে ইত্যাদি।

তারপর মার্থা যেসব জিনিসপত্র ফেলে রেখে গেছল, সেগুলো গুছিয়ে রাখে। চাদর ইত্যাদি যত্ন করে একসঙ্গে জড়ায়। শ্টেফান-এর একটা ছোট খেলনা ভালুক তুলে ধরে, সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে, সেটাকে খুব সাবধানে সেই জড়ানো জিনিসগুলোর সঙ্গে রাখে।

সব-কিছু তার সাইকেলের ক্যারিয়ার-এ রাখে। হ্যান্ড্ল্-এ একটা ব্যাগ ঝুলছিল, সেটা থেকে একটা বড় পীসবোর্ড-এর বাক্স, একটা কাঁচি আর একটা

পেনসিল মতো বার করে। বাক্সটা কেটে একটা পোস্টারের আকারের টুকরো বানায়, সেটা মাটিতে রেখে তার ওপর লেখে, 'স্নান করা নিষেধ! সাবধান, বিষ! প্রাণঘাতী!' ওকে অনেক বার অক্ষরগুলোর ওপর দাগ টানতে হবে, যাতে অক্ষরগুলো বেশ মোটা হয়ে ওঠে।

এবার সে সাইকেলের কাছে যায়, রড বরাবর একটা ঝাড়ুর লাঠি বেঁধে নিয়ে এসেছিল, সেটা খুলে নেয়, ব্যাগ থেকে আরো সরঞ্জাম বার করে। ঝাড়ুর লাঠির সঙ্গে পীসবোর্ড-এর পোস্টারটা পেরেক দিয়ে লাগায়। তারপর হ্রদের ধারে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পোস্টার সমেত লাঠিটা পুঁতে দেয়। আরো মাটি দেয়, তারপর পা দিয়ে চেপে শক্ত করে দেয়।

এই কাজটায় অনেক সময় লাগবে, কাজটা খুব নিখুঁতভাবে করতে হবে, অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে।

কাজটা যখন শেষ হয়, যখন আর কোনো সন্দেহই থাকে না যে লেখাটা লোকের চোখে পড়বেই, তখন কুর্ট আবার সাইকেলে চেপে সেখান থেকে চলে যায়।

নীরবতা।

কুর্ট ফিরে আসে। সাইকেলের ওপর বসে থাকে, হ্রদের ধারে। জলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দীর্ঘ নীরবতা।

কুর্ট আপন মনেই মাথা নাড়ে। প্রথমে সামান্য, তারপর দৃঢ় সংকল্পের দ্যোতক। সাইকেল রাখে। ধীরেসুস্থে পোশাক ছাড়তে শুরু করে। জাঙিয়া ছাড়া আর সব খুলে ফেলে। ওর সব জিনিসপত্র চমৎকার ভাবে গুছিয়ে সাইকেলের পাশে রাখে।

তারপর খুব আস্তে আস্তে জলের দিকে যায়, জলে নামে, কোমর অবধি।

নীরবতা।

কুর্ট তাকিয়ে দেখে। তারপর ডুব দেয়, প্রথমে গলা অবধি, তারপর মাথা, তখন আর ওকে দেখা যায় না। বেশ কিছুটা সময় জলের তলায় থাকে। তারপর আবার উঠে দাঁড়ায়, অপেক্ষা করে, তারপর ফিরে এসে পাড়ে ওঠে।

নীরবতা।

নিজেকে দেখে। চেষ্টা করে নিজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন খুঁজে পেতে। কিছুই কিন্তু হয়নি। কুর্ট আবার জলে নামে, আবার ডুব দেয়, আবার ফিরে আসে। এর মধ্যে ও বেশ কাঁপতে শুরু করেছে, কারণ বেশ ঠান্ডা পড়েছে। একটু অপেক্ষা করে, নিজের গায়ের চামড়া পরীক্ষা করে দেখে, কিচ্ছু হয়নি। কাঁপতে কাঁপতে মার্থার ফেলে রেখে যাওয়া তোয়ালে দিয়ে গা মোছে, আবার পোশাক পরে, তাকায়। একটা অসহায় ভঙ্গি করে।

নীরবতা।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্ধকার। বাসার দরজা খুলে যায়। আলো জ্বলে যায়। কুর্ট ভিতরে আসে। বেশ আস্তে আস্তে। শব্দ না করে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ওর মুখ আর হাত দুটো সামান্য লালচে। চোখের চারদিক বেশ লাল।

দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে।

নীরবতা।

বসবার ঘরে যায়। আলো জ্বালে। দেখে। শোবার ঘরে যায়। সেখানেও আলো জ্বালে। দেখে। অপেক্ষা করে, চমকে ওঠে, যদিও চমকাবার কোনো কারণ নেই। এবার যায় রান্নাঘরে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

দীর্ঘ নীরবতা।

সাইডবোর্ড-এর কাছে যায়। একটা ড্রয়ার খোলে, ভিতর থেকে কিছু দড়ি বার করে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে আবার রেখে দেয়।

নীরবতা।

ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। বারান্দায় গিয়ে পুরনো ধরনের কাপড় মেলবার দড়ি জড়ানো অবস্থায় নিয়ে আসে। সেটা নিয়ে রান্নাঘরে যায়। টেবিলের সামনে বসে সেই দড়ি খুলতে শুরু করে। দড়ির ব্যাপারে বেশ সাবধান, বেশি নেবে না, ঠিক দরকার মতো দৈর্ঘ্যটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করে। উঠে সাইডবোর্ড-এর কাছে গিয়ে একটা কাঁচি নেয়, দড়িটা কাটে। দড়িটা

পরীক্ষা করে দেখে, টেনে দেখে। দড়ির কাটা টুকরোটা নিয়ে অন্যটার পাশে রাখে। একই দৈর্ঘ্য আবার মেপে নিয়ে, কাটে। দুটো দড়ির টুকরোর দুপাশে গিঁট দেয়, যাতে ডবল দড়ি হয়। দড়িটা টেবিলে রাখে। বাকি দড়িটা আবার বারান্দায় নিয়ে গিয়ে জায়গামতো রেখে দেয়। ফিরে এসে কাঁচিটা সাইডবোর্ড-এর ওপর রেখে দেয়।

নীরবতা।

ডবল দড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে। যেন কিছু আর বুঝতে পারছে না। পুরো ফ্ল্যাটটা একবার ঘুরে আসে। শক্ত একটা কিছু খোঁজে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বার জন্য। তেমন কিছু পায় না। রান্নাঘরে ফিরে আসে। জানালার কাছে যায়, পর্দাটা গুটিয়ে একখানে করে পর্দা ঝোলাবার রডটা নামায়। বাইরে থেকে লোকে দেখে ফেলতে পারে খেয়াল হতে আতঙ্কে জড়সড় হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি করে পর্দাটা আবার ঝুলিয়ে দিয়ে সাবধানে পর্দা টেনে ঢেকে দেয়।

নীরবতা।

বাথরুমে গেল। সেখানে আধুনিক ব্যবস্থা, ওপরে জলের ট্যাঙ্ক নেই। ফিরে আসে।
এই দৃশ্যটি অনেকক্ষণ ধরে চলবে।

দীর্ঘ নীরবতা।

কুর্ট গলায় ফাঁস দেবার চিন্তা ত্যাগ করে। রান্নাঘরের টেবিলের ওপর দড়িটা রেখে দেয়। সাইডবোর্ড-এর কাছে যায়। সেখান থেকে অনেক রকম ওষুধ বার করে আনে। সেগুলো টেবিলের ওপর রাখে। ওর মধ্যে মরবার মতো কিছু নেই।

নীরবতা।

কুর্ট বাথরুমে যায়। সেখান থেকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে রান্নাঘরে যায়। সেগুলো টেবিলের ওপর রাখে। নিজে বসে। সেফটি রেজর থেকে ব্যবহার করা ব্লেডটা বার করে। সেটা পরীক্ষা করে। আবার জায়গামতো রেখে দেয়।

নীরবতা।

প্যাকেট খুলে একটা নতুন ব্লেড বার করে। সেটা অনেকক্ষণ হাতে ধরে থাকে, দেখে। ঘামতে শুরু করেছে।

নীরবতা।

চারদিক তাকিয়ে দেখে। উঠে গিয়ে বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দেয়।

অন্ধকার। কুর্ট-এর রান্নাঘরে ফিরে যাবার শব্দ শোনা যায়, তারপর তার বসার শব্দ।

বেশ দীর্ঘ নীরবতা।

অনেকক্ষণ পর শোনা যায় কুর্ট-এর উঠবার শব্দ। আবার আলো জ্বালে। তার চোখে জল। সে কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। ওষুধগুলো আবার জায়গামতো রাখতে শুরু করে।

নীরবতা।

দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নেয়, সেগুলোও ফেরত রাখতে যাবে। বাড়ির দরজা খুলে যায়। মার্থার প্রবেশ।

মার্থা (ডাক দেয়)। কুর্টিমান, ওর বিপদ কেটে গেছে। কুর্ট? (রান্নাঘরে এসে) কুর্টিমান?

কুর্ট (চমকে ওঠে, মুচকি হাসে, নিচু স্বরে, দ্রুত)। ঐ দাড়ি কামানোর জন্য!

মার্থা (তাকায়, ঠিক বুঝতে পারে না)। কিন্তু এ কী চেহারা তোমার?

কুর্ট। আমিও একটু আগে ঐ জলে ডুব দিয়ে এসেছি। দেখছিলাম কী হয়।

মার্থা। ও, তাই!

নীরবতা।

(টেবিলের কাছে যায়। ওষুধগুলো দেখে, তারপর দড়িটা। বুঝতে পারে না।)

মার্থা। এ কি অগোছালো লোক রে বাবা!

বেশ দীর্ঘ নীরবতা।

কুর্ট। আমার নিজেকেই ভয় লাগছিল, মার্থা। তাই।

দীর্ঘ নীরবতা।

মার্থা। ওর বিপদ কেটে গেছে, কুর্টমান, শ্টেএফান-এর বিপদ কেটে গেছে।
কুর্ট। ও!
মার্থা। দু-তিন দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবে। খুব জোর বেঁচে গেছে।
কুর্ট। ও!

নীরবতা।

মার্থা। তোমার আনন্দ হচ্ছে না? তোমার ছেলে সেরে উঠছে।
কুর্ট। নিশ্চয়ই। হ্যাঁ।

বেশ দীর্ঘ নীরবতা।

মার্থা। পুরুষমানুষ আত্মহত্যা করে না, তেমন দরকার তার হয় না।
কুর্ট। ঠিক বলেছ।

নীরবতা।

মার্থা। তোমার ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে, তুমি সকলকে বিশ্বাস কর বলে তোমাকে বেকায়দায় ফেলেছিল। দোষ ঐ মালিকের, তোমার নয়।
কুর্ট। হ্যাঁ।
মার্থা। তুমি কেমন করে জানবে যে লোকটা তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে, বিশেষ করে ঐ লোকটাই যখন আমাদের কথা এত চিন্তা করেছে! তারপর হঠাৎ এই কাণ্ড! এরকম কিছু তো ভাবাই যায় না।
কুর্ট। না।

দীর্ঘ নীরবতা।

মার্থা। তোমার চেয়ে ভালোমানুষ সহজে দেখাই যায় না। একবার তাকিয়ে দেখ, তুমি কত কী সম্ভব করে তুলেছ!
কুর্ট। হ্যাঁ।
মার্থা। কারণ তুমি খাটতে পার।

নীরবতা।

মার্থা। শ্টেএফানের একটা বাবা চাই।

নীরবতা।

মার্থা (নিচু স্বরে)। আত্মহত্যা অপরাধ।

স্বল্প নীরবতা।

মার্থা। কুর্টমান!

নীরবতা।

কুর্ট। পারলাম কই? এক ঘণ্টা চেষ্টা করেছি।

নীরবতা।

কুর্ট। একটা পোশাক পরা বাঁদর আত্মহত্যা করে না।
মার্থা। কথাটা তোমার খুব লেগেছে, তাই না? আমি বলেছি বলে। আমাকে মাপ কর।
কুর্ট (আস্তে)। কিন্তু কথাটা তো সত্যি।
মার্থা। বাজে কথা!
কুর্ট (শান্ত ভাবে)। মিথ্যে কথা বলো না।

নীরবতা।

কুর্ট। কথায় যেমন বলে, আমি কারো কাজে লাগব না। (মুচকি হাসে।)

নীরবতা।

মার্থা। তোমার মতো লোক কমই হয়।
কুর্ট। দুদিন আগে যদি কেউ আমাকে বলত, আমি কী, তাহলে আমি তাকে বিশ্বাস করতাম না।—তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতাম।

নীরবতা।

কুর্ট। এই হল কথা।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। একটা আবিষ্কার বলা যায়।

নীরবতা।

কুর্ট। নিজেকে নিয়ে আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। বিশেষ করে সব কিছু জানবার পর। আয়নার দিকে তাকালে মনে হয়, ওটা তো আমি হতে পারি না। ওটা সেই লোকটা।

মার্থা। কিন্তু তোমাকে আমাদের দরকার, কুর্টমান।

কুর্ট। নিজের সন্তানকে যে খুন করে!

মার্থা। কথাটা বলেই আমার আফশোস হচ্ছে।

কুর্ট। তুমি বলেছ।

মার্থা। জানি। আমি দুঃখিত। ও কথা ভুলে যাও।

কুর্ট। কিন্তু সেটাই যদি সত্যি হয়?

মার্থা। সত্যি নয়।

কুর্ট। কারণ ও বেঁচে গেছে, বাচ্চাটা!

মার্থা। আর তোমার তো সেটা উদ্দেশ্য ছিল না। একটা ভুল হয়ে গেছল।

নীরবতা।

কুর্ট। ওটা ভুল নয় মার্থা, ওটাই ঘটনা। আমার মতো একটা লোককে সকালে পাঠানো হল, একটা বাচ্চা ছেলেকে যেমন বাজারে পাঠানো হয়। ভিতর থেকে একটা 'না' না উঠে এলে ও কতদূর চলে যাবে! কিন্তু আমার মতো একটা লোককে অমনি হুকুম করা যায়? না, ওটা ভুল নয়, আমি ঐরকমই।

নীরবতা।

কুর্ট। কত কিছু জিনিস কেনা যায়, আমার মতো, আর লোকে তাই কিনে নেয়, মার্থা। (নিজের দিকে দেখিয়ে) ওরা তাই কিনে নেয়।

মার্থা। তুমি সেরকম নও। আমি তোমাকে খুব ভালো করে জানি। তুমি একটা ভালো মানুষ, সেই বিশ্বাস থেকে কেউ আমাকে টলাতে পারবে না। তুমিও না। তুমি দুশ্চিন্তায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছ। সেটাই আসল কথা। তুমি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখ, তুমি কত কিছু সম্ভব করেছ, কারণ তুমি একজন ভালো মানুষ! (শুদ্ধ ভাষায়) তোমার দক্ষতা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম দিয়ে আবার শুরু কর। দেখবে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় অন্য চিন্তা আসবে। জানো তা? (মুচকি হাসে।) সবচেয়ে আধুনিক প্র্যাম, পাইডিবেট, বাচ্চার ব্যবহারের জিনিসপত্র, সব রাজার ছেলের মতো, হাসপাতালে ভালো ব্যবস্থা! (মাথা নেড়ে) বাচ্চা হবার জন্য একটা ফার-কোট, পারশিয়ান ভেড়ার ছালের সগে মিঙ্ক কলার, কদিন আগে এসেছে ওয়াশিং মেশিন, এবার রঙিন টিভি-ও আসবে শিগ্‌গিরই···

কুর্ট (হুঙ্কার দিয়ে)। না!

দীর্ঘ নীরবতা।

কুর্ট (কাজের কথা বলার ধরনে)। কাল সকালে থানায় গিয়ে নিজেদের নামে নালিশ জানাব—ঐ মালিক আর আমার নামে।
মার্থা (তাকিয়ে থাকে)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাতে শোবার ঘরে। কুর্ট আর মার্থা বিছানায়। অন্ধকার।

মার্থা (নিচু স্বরে)। এমন ভেবে নেওয়া যায় না যে, ওটা ভুল হয়ে গেছল, আর কোনো দিন হবে না? পরের বার সাবধান হওয়া যাবে?
কুর্ট। এত কিছু সত্ত্বেও কি তুমি আমাকে মেনে নিতে পারছ, মার্থা? সত্যি সত্যি আগের মতো?

স্বল্প নীরবতা।

মার্থা। তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে, নয়তো আমরা কোথায় দাঁড়াব?
কুর্ট। কিন্তু তুমি চাও নি, আমি অন্য রকম হই?
মার্থা। পারলে হয়তো একটুখানি!
কুর্ট। তাই। আমিও চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ঐ নামেই মানুষ। আসলে একটা মানুষ না। [নীরবতা।] মার্থা, আমি আর ওখানে ফিরে যাব না। কক্ষনো না। (মাথা ঝাঁকায়।) তার চেয়ে বরং মরা ভালো, আর দশবার চেষ্টা করলে একবার পারবই।
মার্থা। শুধু নিজের কথাই ভাবছ।
কুর্ট। আমার বাচ্চার কাছে মুখ দেখাব কি করে, এত কাণ্ডের পর? বলব, 'ভুল হয়ে গেছল, সোনা, মালিক আর হঠাৎ এমন কাজের ভার দেবে না, তাই আর এমন হবে না'?

নীরবতা।

কুর্ট। না, মার্থা, এরকম চলতে পারে না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, সব জঞ্জাল সাফ করতে চাই, আমি চাই——আর তোমাকে সাহায্য করতে হবে, প্লীজ!
মার্থা। আমার ভয় করছে।
কুর্ট। আমারও।——আমি যদি গিয়ে সব কথা বলে দিই, আর মালিককে জড়াই, তাহলে কালই আমার চাকরি যাবে, তৎক্ষণাৎ, তখন আর শিগ্‌গির কাজ পাব না, সেদিকে মালিক চোখ রাখবে। সেটা জানা কথা।

মার্থা। তাহলে আমরা অন্য কোথাও চলে যেতে পারি, কুর্ট, যেখানে কেউ আমাদের চেনে না। তাহলেই তো সব মিটে যায়। এই কথাটা ভেবে দেখ।

নীরবতা।

কুর্ট। মার্থা, তুমি আর আমি, আমরা যে ওরকম ছিলাম, সেজন্য কেউ আমাদের দোষ দিতে পারবে না। যারা ঐ আমাদের ওপরে আছে, তারা নির্ঘাৎ এমন ব্যবস্থা করবে যাতে আমরা কোনোমতেই জীবন বলতে যা বোঝায়, তা ফিরে না পাই। সেটা আমরা যে-কোনো সময়ে প্রমাণ করে দিতে পারি। কিন্তু মার্থা, আমরা যদি এখন, এই অবস্থায়, তা না পালটাই, এখনও যদি বালির মধ্যে মুণ্ডু লুকিয়ে রাখি, তাহলে কিন্তু এবার আমাদের দোষ হবে। সেই দোষ তখন আর কারো ওপর চাপানো যাবে না। সেটাই আসল কথা।

মার্থা। সাহস রাখা বেশ কঠিন হবে, কুর্টিমান।

কুর্ট। সে তো জানা কথা।——তুমি কি তা জেনেও আমাকে সাহায্য করবে?

মার্থা। আমি পারব কিনা জানি না।

নীরবতা।

কুর্ট। করে দেখ, মার্থা। একটা মোহ আমি কোনো কালেই হতে পারব না, কিন্তু এমন একটা মানুষ যাকে দেখলে লোকে সম্ভ্রম করবে, সেটা হওয়া তো এখনো সম্ভব।

মার্থা। নিশ্চয়ই। আমার মনে হয়, আমার সেই মোহ, সেটা মোটেও আরো রূপবান, আরো ধনী কারোর নয়, বরং——

কুর্ট। ——কোনো পোশাক পরা বাঁদর নয়।

মার্থা (চুপ করে থাকে)।

কুর্ট। তোমাকে পেলে সেটা অনায়াসে সম্ভব, আমি ঠিক জানি।

মার্থা। আমি তোমার স্ত্রী। যে-স্বামী বেঁচে থাকতে ভালোবাসে, তাকে হারিয়ে যে-স্বামী মরতে চায়, তার কাছে আমি কী পাব? সেকথাও ভেবে দেখতে হবে। যদিও তা কঠিন, আমি তা বুঝতে শুরু করেছি।

নীরবতা।

কিন্তু কে বলতে পারে কিসে কি হবে। অত না ভেবে চেষ্টা করলেই হয়। পুরনো একটা কথা আছে, যে-পাখি সারা জীবন একটা ইঁদুরের সঙ্গে কাটাল, সে কেমন করে জানবে যে সে উড়তে পারে?

স্বল্প নীরবতা।

এখন ঘুমোও। কাল অনেক শক্ত হতে হবে।
কুর্ট। হ্যাঁ।

তৃতীয় দৃশ্য

রান্নাঘরে। বেশ ভোরে। দুজনে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। কুর্ট-এর পরনে একটা সুন্দর স্যুট। মার্থার গায়ে বাথরোব।

মার্থা। পেট ভরে খেয়ে নাও, মাথা ঠান্ডা থাকবে।
কুর্ট। আমার ভালো লাগছে না, বমি না করে ফেলি।
মার্থা। একটা শ্নাপ্‌স্‌ খাবে?
কুর্ট। তাহলে মালিক প্রথমেই বলবে, আমি নেশা করেছি, তারপর প্রথমেই নেশা কাটাতে হবে। (মুচকি হাসে।) আমি একটা আস্ত ভিতু, তাই না?
মার্থা। না।

স্বল্প নীরবতা।

মার্থা। আমার একটা কথা মনে পড়ল। স্কুলে ছোটবেলায় আমাদের এক মাস্টার ছিল, তাকে সবাই খুব ভয় পেত। সে আমাদের ড্রইং করাত। (হাসে।) না জেনে একটা কালির দোয়াত উলটে ফেলেছিলাম বলে একবার আমাকে তার সামনে হাজির হতে হয়েছিল, বুঝলে! তখন সে আমাকে ক্লাসের মধ্যে এমন মার মেরেছিল যে আমি ইজেরে হিসি করে ফেলেছিলাম। সব ভিজে গেছল, স্কার্টটাও। স্কুল ছুটি না হওয়া অবধি আমাকে ঐভাবে বসে থাকতে হয়েছিল।

স্বল্প নীরবতা।

মার্থা। আমি তখন যা লজ্জা পেয়েছিলাম, তা আর বলবার নয়! (মাথা ঝাঁকায়।) বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে সব বলতে বাবাও আমাকে আরেক বার ঠ্যাঙানি দিয়েছিল। সেকথা আমি কোনো দিন ভুলব না।

নীরবতা।

কুর্ট। তো?
মার্থা। কিছু না। এইমাত্র মনে পড়ল, তাই।

কুর্ট। পুরনো কথা।
মার্থা। হ্যাঁ।

নীরবতা।

কুর্ট। এবার আমি যাচ্ছি।
মার্থা। এস।
কুর্ট (উঠে দাঁড়ায়, গায়ে একটা ওভারকোট চাপিয়ে নেয়, তাকিয়ে দেখে)।
মার্থা (মাথা নাড়ে)।
কুর্ট (বেরিয়ে যায়)।

চতুর্থ দৃশ্য

রান্নাঘরে। মার্থা আর কুর্ট। দুপুরবেলা।

কুর্ট। যেখানে লোকে চান করে, সেখানে ঢালার জন্যে প্রথমে আমাকে ধমকাল। বলল, আমি একটা হাঁদা। তারপর বলল, বিষের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল আছে, বলল, এখন সব একদম মিশে গেছে, আর কোনো বিপদ হবে না।
মার্থা। আর তুমি?
কুর্ট। আমি বললাম, আমি থানায় গিয়ে সব বলে দেব। তার কথা, আমার কথা।

নীরবতা।

কুর্ট। তখন লোকটা চেঁচাতে লাগল। একটা জংলীর মতো। চিৎকার করে উঠল, আমি নাকি নেশা করেছি। বুঝলে! যদিও আমি তো সেই একটা শ্নাপ্‌স্‌-ও খাইনি। লোকটা যখন ওরকম চেঁচাচ্ছিল, আমি প্রথমে বেশ ভয় পেয়ে গেছলাম। কিন্তু তারপর আর ভয় ছিল না। (মুচকি হাসে।) তখন ঐ চেঁচামেচিটা অভ্যেস হয়ে গেছে। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার দোষ মেনে নেব, তার সব দায়িত্ব আমি নেব। কিন্তু ওকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে, ওর দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে। তখন লোকটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, বুঝলে! তারপর বলল, সেখানে তুমি কোন দায়িত্বের কথা বলবে? তোমার মতো লোকের কোনো দায়িত্ব নেওয়ার কথাই ওঠে না। দায়িত্ব নেবার কোনো এক্তিয়ারই তোমার নেই। কারণ তুমি তো স্রেফ একটা অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই না। এসব ব্যাপারে দায়িত্বও আমাদের মতো

লোকেরাই নিতে পারে। তখন আমি বললাম, কিন্তু একটা পোশাক পরা বাঁদর সে-দায়িত্ব নিতে পারে না। (হাসে।) ঐ কথাটা বলতেই একটু ভাবল লোকটা, তারপর জানতে চাইল, আমার পেছনে কে আছে।

নীরবতা।

কুর্ট। তখন আমি মিথ্যে কথা বললাম। (মুচকি হাসে।) বললাম, অনেকে।

নীরবতা।

কুর্ট। আমি একা থাকতে চাইনি, তাই। এই মিথ্যেটা দায়ে পড়ে বলা, এতে দোষ নেই।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। আর তার যা ফল হয়েছে, সে বলে বোঝানো যায় না। তখন আর চেঁচামেচি নয়, বরং বেশ ভদ্র ভাব। বলল, ও, তাই বলো। তখন তার হুঁশ ফিরল। আমি চলে আসবার আগে সব ভালোভাবে মিটিয়ে ফেলবার প্রস্তাব করে বসল। বলল, হাসপাতালের ঝামেলা সে মিটিয়ে ফেলবে। সেখানে কোনো অসুবিধে হবে না, কারণ ওখানে একজন প্রোফেসরকে ও চেনে। আমাদের যাবতীয় খরচখরচা আর ক্ষতিপূরণ দেবে ও। ওর কথামতো চললে আমাকে পস্তাতে হবে না। কিন্তু আমি যদি সত্যি সত্যিই থানায় যাই, তাহলে সে এমন ব্যবস্থা করবে যাতে আমার যে শুধু চাকরিটাই যাবে তা নয়, আমি আর কোথাও কাজ পাব না। কারণ, তার জানাশোনা আছে। তখন আমাকে সোজা গলায় দড়ি দিতে হবে।

নীরবতা।

কুর্ট (নিম্নস্বরে)। কিন্তু ওটা ও স্রেফ বলেছে, মার্থা। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পেরেছি, লোকটা ভয় পেয়েছে। লোকটা নিজেও ওর ঐ শাসানি বিশ্বাস করে না। (মাথা নাড়ে।)

নীরবতা।

কুর্ট। আমি থানাতেও গেছলাম।
মার্থা। তারপর?

কুর্ট। একটা ডায়েরি করে নিয়েছে। তাতে যা যেমন হয়েছিল, সব লেখা আছে। আমি তাতে সই করেছি। আজ রবিবার, যাদের এসব করবার কথা, তারা ছিল না, তবে আমাকে জানাবে। (মাথা নাড়ে।) ইন্‌স্‌পেকটর বলল, সব যখন ডায়েরি করা হয়ে গেছে, তখন আর আমাকে হাজতে পুরবে না। আর যদি পুরতেই হয়, তবে পরে। (তাকায়।)

মার্থা (চুপ করে থাকে)।

কুর্ট। হ্রদটার দিকে একটা পুলিশের গাড়ি রওনা হয়ে গেছে, ওরা সব ব্যবস্থা করবে, জলের নমুনা নেবে, তারপর যাবে হাসপাতালে, শ্‌টেফান-এর খবর নিতে।

নীরবতা।

কুর্ট। খতম।

নীরবতা।

পঞ্চম দৃশ্য

মার্থা রান্নাঘরে। সন্ধ্যা। কুর্ট কাজ থেকে ফেরে।

কুর্ট (ঢুকে)। প্রথম দিনটা পার হল।

মার্থা। কোম্পানিতে কেউ কিছু জেনেছে?

কুর্ট। মনে হয় না। সবই আগের মতো। আর মালিক তো ছিলই না।

মার্থা। তার এখন অনেক কাজ!

কুর্ট। যা বলেছ!

নীরবতা।

মার্থা। একবার শোবার ঘরে গিয়ে দেখ।

কুর্ট। ও ফিরে এসেছে?

মার্থা। গিয়ে দেখ।

কুর্ট (ছুটে শোবার ঘরে যায়, পাইডিবেট-এর কাছে)। হ্যাঁ। (মুচকি হাসে, শ্‌টেএফান-কে ছোট্ট বিছানা থেকে তুলে নেয়, বুকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে রাখে, কাঁদে।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

লীজ-নেওয়া বাগানে। চমৎকার এক সন্ধ্যা। মার্থা, কুর্ট আর শ্টেএফান। শ্টেএফান খেলছে। বাবা-মা ছোট্ট বারান্দায় বসে।

নীরবতা।

মার্থা। চমৎকার, তাই না!
কুর্ট। হ্যাঁ।

নীরবতা।

মার্থা (হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে)।
কুর্ট। কি হল তোমার?
মার্থা। কিছু না।

নীরবতা।

মার্থা। আমাদের কথা ভেবে ভয় হচ্ছে।

স্বল্প নীরবতা।

কুর্ট। পষ্ট করে বলো।
মার্থা। যখন সব জানাজানি হয়ে যাবে, আর মালিক জানবে, আমাদের পিছনে কিছুই নেই, সব মিথ্যে, তখন লোকটা আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে, তুমি দেখে নিও, কুর্ট। লোকটা এমন ব্যবস্থা করবে যাতে তুমি জেলে যাবে, আর ও উপাধি পাবে। মিথ্যে কথা বলে বেশি দূর যাওয়া যায় না।
কুর্ট। এখন আর মিথ্যে নেই।
মার্থা। কেন?
কুর্ট। ঠিক জানি না কী লাভ হবে। তবে ইউনিয়নের নেগোশিয়েটর জানে। গতকাল সকালে যখন গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি, তখন আমার কাছে এসে বলল, সে কিছুটা জানতে পেরেছে।
মার্থা। কার কাছ থেকে?
কুর্ট। ওদের অনেক উপায় আছে।
মার্থা। তুমি তো ইউনিয়নের কেউ নও।

কুর্ট। মালিক বলত, সে ওসব পছন্দ করে না, তাই।
মার্থা। আর এই লোকটা কী চায়?
কুর্ট। বলল, সে একটা কিছু আঁচ করেছে, আর আমি থানায় যা বলেছি, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ওরা আমাদের সাহায্য করবে। বলেছে।

নীরবতা।

কুর্ট। শনিবার নাকি আসবে, বিকেলে, আরেক জনের সঙ্গে সব কথাবার্তা হবে।
মার্থা। তখন তুমি কী বললে?
কুর্ট। ঠিক আছে বলেছি, আসতে বলেছি।
মার্থা। লাভ হবে কিছু?
কুর্ট (অনিশ্চিত নিচু স্বরে)। ইউনিয়ন মানেই অনেকে। (একটু মুচকি হাসে।)

নীরবতা।

মার্থা। ঐ দেখ, ফুলগাছগুলোর একেবারে মধ্যিখানে চলে গেছে, শ্টেফান।
কুর্ট। যেতে দাও।

কি কাণ্ড!

(Mensch Meier)

তিন অঙ্কের গণনাট্য

কি কান্ড !

চরিত্রলিপি

মার্থা। সাদাসিধে এক গৃহিণী, বছর চল্লিশ বয়স। গড়ন সামান্য মোটার দিকে, তবে অসুন্দরী নয়। অত্যন্ত সরল এবং খুব কাজের।

অটো। সাদাসিধে এক গৃহস্বামী, বছর চল্লিশ বয়স, বেশ লম্বা, রোগা, ধূমপান ও মদ্যপানে আনন্দ পায়। এমনিতে একটু নার্ভাস ধরনের, অমনোযোগী, তবে ঠিক মেজাজে থাকলে রীতিমত শৌখিন লাগে।

লুডহিগ। তাদের ছেলে, মিষ্টি স্বভাবের, বছর পনেরো বয়স। দেখতে মায়ের চেয়ে বাবার সঙ্গেই বেশি মিল। মন বেশ খোলা, তবে লাজুক ও অলস, শোনে বেশি, কথা বলে কম।

স্থান

মিউনিখ। ১৯৫০ নাগাদ তৈরি ভাড়াবাড়ির ব্যারাক-এর যে-কোনো একটায় হতে পারে।

ভাষা

বাভারিয়ার স্থানীয় ভাষা। তবে চরিত্রগুলির প্রচলিত ভাষাতেই কথা বলা বাঞ্ছনীয়, কারণ বাভারিয়ার উপভাষার নির্বোধ অনুকরণে চরিত্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য : বেলা অবধি ঘুম

বসবার ঘরে। সোফাটাকে বিছানা বানানো হয়েছে। সেই বিছানায় লুডহিগ শুয়ে, তবে তাকে দেখা যাচ্ছে না। সে কম্বলে মাথা অবধি ঢেকে রয়েছে। বিছানার ভিতর থেকে আবেগে ভরা একটা ইংরেজি পপ্ গানের মোলায়েম সুর শোনা যাচ্ছে। বিছানার চারদিক ঘিরে প্রায় এক মিটার দূর দিয়ে একটা বৃত্তের মধ্যে একটা ছোট ডায়াস্পোরা তৈরি করা হয়েছে—কয়েকটা ক্যাসেট, দেওয়ালে দুটো কি তিনটে পোস্টার, কিছু ব্যক্তিগত টুকিটাকি, যেমন একটা পার্স, সানগ্লাস, চিরুনি, একটা সুন্দর লাইটার, সিগারেট, বেশ বাহারে রকার বুট, জীন্স্, খাটো জ্যাকেট (হাল ফ্যাশনের, অদ্ভুত ধরনের), হাতঘড়ি ইত্যাদি।

মার্থা (রান্নাঘর থেকে হাঁক দেয়)। উঠে পড়।

লুর্ডহিব্গ (কান দেয় না)।
মার্থা। সকাল বেলায় সোনা ফলে।

নীরবতা।

মার্থা (বসবার ঘরে আসে)। আটটা বাজতে চলল, আর তুই এখনো বিছানায় শুয়ে। কুঁড়ের বাদশা, আর কতবার তোকে ডাকতে হবে? এখন ওঠ দেখি, ভগবানের দান এই চমৎকার সময়টা নষ্ট করিস না।
লুর্ডহিব্গ (কম্বলের ভিতর থেকে)। আর দশ মিনিট।
মার্থা। একটুও না। ওঠ বলছি। নিয়মকানুন বলে একটা ব্যাপার আছে। আমার বাড়ি গ্রানাডার রাতের আস্তানা করে রাখলে চলবে না। আমি ঘর পরিষ্কার করব।
লুর্ডহিব্গ। আচ্ছা, কেন উঠতে হবে বলো তো? (কম্বলের ভিতর থেকে বার হয়।)
মার্থা। আমি বলছি, তাই। তাছাড়া একটা জোয়ান ছেলে এসময়ে বিছানায় শুয়ে থাকে না। তোর বাবা এক ঘণ্টা আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর তুই? বলছি, উঠে পড়, নয়তো আমার মেজাজ ঠিক থাকবে না। (বসবার ঘর থেকে চলে যায়।) সবতাতেই ঝামেলা!

নীরবতা।

লুর্ডহিব্গ (আরো একটু সময় ধরে গান শোনে, তারপর সেটা বন্ধ করে, ক্যাসেট রেকর্ডারটা সাবধানে সরিয়ে রাখে। তারপর বিছানা থেকে ওঠে। ধীরেসুস্থে পোশাক পরে। গোছগাছ করতে শুরু করে। রোজ একই কাজ করতে হয় বলে সব একের পর এক অভ্যাসমতো করে চলে। তার নিজের সব জিনিসপত্র একখানে জড়ো করে, তারপর সব নিয়ে যায় 'তার' ড্রয়ারের কাছে। তার মধ্যে সব ঢুকিয়ে দেয়। তারপর আবার গোছগাছ শুরু করে, দেওয়াল থেকে সেই দুটো-তিনটে পোস্টার খোলে খুব সাবধানে, যাতে দেওয়াল থেকে রঙ না উঠে আসে। পোস্টারগুলো সযত্নে একসঙ্গে গুটিয়ে আলমারির পিছনে রাখে। সব নিখুঁতভাবে পরিষ্কার। শুধু বিছানাটা পড়ে থাকে। এবার সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তার বাথরুম-এ যাবার শব্দ শোনা যায়, জলের কল খোলা ইত্যাদি।)

নীরবতা।

মার্থা (ব্যস্তভাবে ঘরে আসে। বিছানার কাছে যায়, বিছানার জিনিসপত্র, বালিশ, সব ঝেড়ে একটা বাণ্ডিল বানায়, কাউচের ওপরের ডালাটা তুলে তার নিচের

বাক্সের মধ্যে বিছানাটা ভরে দিয়ে ডালাটা নামিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই বিছানাটা আবার একটা খাঁটি ড্রইংরুম কাউচ হয়ে যায়। আরো দু-চারটে জিনিস ঠিক করে রাখে। একটা ছোট ঢাকনা পাতে আর কিছু বালিশ, সব ঠেলে সরিয়ে ঠিক করে নেয়; তারপর সন্তুষ্ট হয়, রাত্রের সব চিহ্ন উধাও। সব আবার ফিটফাট। রান্নাঘরে চলে যায়, হাঁক দেয়)। তাড়াতাড়ি কর। তোর কফি অনন্তকাল গরম থাকবে না।

লুডাহিবগ (বাথরুমের ভিতর থেকে)। যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য : অতিথিদের সঙ্গে

শনিবার দুপুর। সবাই বসবার ঘরে বসে টিভি দেখছে। টিভি-র আওয়াজ সর্বক্ষণ অব্যাহত থাকবে।

লুডাহিবগ। লোকটা নাকি নিজের নামও লিখতে পারে না। (হাসে।)

মার্থা (রেগে)। কে বলেছে এমন জঘন্য কথা? রাজা বলে কথা।

নীরবতা।

অট্টো। ওর দৌলতের দশ ভাগের এক ভাগ পেলেও আমি যে নাম সই করতে জানি তা ভুলে যেতে রাজি আছি।

মার্থা (মাথা নাড়ে)। ওসব যারা বলে তারা স্রেফ হিংসুক।

নীরবতা।

অট্টো। মেয়েটা কি এখনো কুমারী আছে? রানী হতে গেলে তো তাই থাকা উচিত।

মার্থা (নিশ্চিত)। হতেই পারে না, ঐ বয়সে। লোকে তো বলে, বুর্জোয়াদের ওসব মানায়।

লুডাহিবগ। বাজে কথা।

অট্টো। তার ওপর জর্মন মেয়ে! (মাথা নেড়ে) বিস্ময়কর জর্মন নারী যার ফাঁদে ধরা পড়ে যায় স্বয়ং সুইডেনের রাজা। (মাথা নাড়ে।)

নীরবতা।

মার্থা। আমাদের বিয়েটাও সুন্দর হয়েছিল।

নীরবতা।

মার্থা। এইবার বর তার কথাটা বলল। (তৃপ্ত স্বরে) সিলভিয়া রেনাটে জোম্ম্যারলাথ—নিজের নামটা শুনে ওর মনের ভিতরে এখন যে কি হচ্ছে!

নীরবতা।

মার্থা। এইবার ওরা 'হ্যাঁ' বলল। (মুচকি হেসে মাথা নাড়ে।) এইবার হবে সম্প্রদান।

অট্টো। বলো তো, এই পুরো তামাশার জন্য কত খরচ হয়েছে?

মার্থা। মেয়েটা শুধু ফিসফিস করছে, শোন, কিছু বলতে পারছে না যে! (স্বল্প নীরবতা। তারপর নিশ্চিত স্বরে) চমৎকার।

অট্টো। মেয়েটার হাত দুটো কেমন মোটা মোটা!

মার্থা। তাতে কী আসে যায়? এবার ওরা গান ধরবে, তাই না! পুরুষদের গলাগুলো বেশ সুন্দর।

অট্টো। কিন্তু এগুলোর নয়।

মার্থা। এরা তো সব শুধু কার্ডিনাল। একটাও গাইয়ে নয়। আমাদের বেলায় একজন হারমোনিয়াম বাজিয়েছিল, মনে আছে?

অট্টো (তাকায়, এখন আর মনে নেই)।

মার্থা। আর কী বাজিয়েছিল! 'ডী শ্যোনে গালাতে', ফ্রান্‌ৎস্‌ ফন সুপ্পে-র! (মাথা নাড়ে।) আমার সব মনে থাকে, তোমার থাকে না।

অট্টো। ঠিকই।

নীরবতা।

মার্থা। দুনিয়ায় বংশমর্যাদা আর নামে কি হয়, তাই একবার দেখ।

লুডাহিবগ। সব জোলো।

মার্থা। তোর কোনো সৌন্দর্যবোধ নেই, তাই! কটা আর রাজা আছে পৃথিবীতে? এক হাতের আঙুলে গোনা যায়। তাই এরকম একটা ঘটনা দেখতে পাওয়া কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার।

অট্টো (শুদ্ধ ভাষায়)। যুগান্তকারী। যদিও ক্ষমতা বলতে ওদের কিচ্ছু নেই, ঐ মুকুটপরা মাথাগুলোর।

মার্থা। মেয়েটা নাকি খুব বুদ্ধি রাখে, ঐ সিলভিয়া।

অট্টো। কিন্তু লোকটা রাখে না। সেটা ও ঠিকই বলেছে। (লুডাহিবগ-কে) তবুও তুই আগে ওর মতো হ, ওর মতো ধনদৌলত জমা, তারপর কথা বলিস। তার আগে নয়।

মার্থা। তোমরা চুপ কর না! ঐ দেখ, ওরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেল। (হাসে।) মেয়েটা এখনো ওকে চোখ পিট পিট করে দেখছে। দেখেছ?

অট্টো। আস্ত জানোয়ার। এখন তো ওটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছে। মনে মনে ভাবছে, 'দেখ, দেখ, এখন তো আর পালাতে পারবে না, স্বামী বাছাধন!'

মার্থা (না হেসে পারে না)। তোমরা পুরুষরা, সত্যি!

অট্টো। ফাঁদ বন্ধ! (হাসে, মাথা নাড়ে।)

নীরবতা।

মার্থা। আনন্দ কোথায়? আমি বলছি, শুনে রাখ, নিজেকে ভুলে পরার্থে আত্মনিবেদনে।

অট্টো। ওসব বলা সহজ।

মার্থা। আমার যা সবচেয়ে সুন্দর আর মনের মতো লাগছে তা হল এই যে, এটা একটা সত্যিকারের ভালোবাসার বিয়ে। ওলিম্পিক-এর সময় মেয়েটাকে দেখেছে, আর বলেছে, ওকে আমার চাই, ও যে-ই হোক না কেন। একেবারে রাজার মেজাজে।

অট্টো (হাসে)।

লুডহিবগ। খিদে পেয়েছে।

মার্থা। এক্ষুনি শেষ হবে।

অট্টো (ছেলের দিকে তাকায়, উদ্দেশ্যহীনভাবে)। আমার তোর মতো হতে ইচ্ছে করে।

লুডহিবগ (তাকায়)।

মার্থা। শনিবার তো সকলেরই ছুটি, অন্তত বেশির ভাগ লোকেরই।

অট্টো। আর গতকাল ও কী করেছে?

লুডহিবগ (তাকায়, ঘাবড়ে গিয়ে)। কিচ্ছু না।

অট্টো। তাই বল। ওদের দেখে শেখ। টেলিভিশন!

মার্থা। ঠিক কথা। কি সুন্দর! (জোর দিয়ে) খুব, খুব সুন্দর! (মাথা নাড়ে।)

নীরবতা।

মার্থা। মেয়েটাকে চিনতে পারছ?

অট্টো। কাকে?

মার্থা। কিছুই বোঝে না লোকটা। ঐ যে ফাবিওলা আর বোদুঁই। আমাদের শেয়েল ওখানে, সঙ্গে তার বউ।

অট্টো। বউটা তো দেখতে একটা নীলগাইয়ের মতো।

মার্থা (অজুহাত দেখানোর চেষ্টা করে)। ও যদি এখন এক মিটার আশি লম্বা হয়!

নীরবতা।

মার্থা। শুনলে, ও ছটা ভাষা জানে, ঐ সিলভিয়া। শ্রদ্ধা হয়। ধনসম্পদের চেয়ে বড় গুণ। রাজামশাইয়ের আবার চার বোন! খাটতে হয়েছে।
অট্টো (ছেলেকে মজা করে ঘুসি মারে)। নে, বেঁচে গেলি।
লুর্ডাহিবগ (একটু বেশি হেসে কৃতজ্ঞতা জানায়)।

নীরবতা।

মার্থা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর! (বিয়েটার বিষয়েই কথা বলছে।) এই তো সব শেষ, আসল ব্যাপারটা। এবার ওরা গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছে। যখন ওরা ভিতরে ঢুকছিল, তখন যদি একবার হোঁচট খেত——কেলেঙ্কারি হত। (হাসে।)

নীরবতা।

মার্থা। লোকটা তো বেশ ভালো, রাজাটা। কেমন সবসময় হেসে চলেছে। সহজ নয়।
অট্টো। চ্‌ক্‌।

নীরবতা।

অট্টো। লাল ঝাণ্ডা ওদের পছন্দ নয়। (মাথা নাড়ে।)
মার্থা। ওসব এখানে মানায়ও না, একটা বিয়ের সময়। পেছনে কী রাজনীতি আছে, সেসব বাদ দিয়েই বলছি।
অট্টো। নাও, এই হল সুইডেন।
মার্থা। তাই বলো।
লুর্ডাহিবগ। খিদে পেয়েছে।
মার্থা। এমন করছে যেন ওরই রোজগারে আমরা বেঁচে আছি। সেদিন যেন না আসে!
অট্টো। রোজগার করলে অমন হুকুম দেওয়া শোভা পায়। বুঝলি?
লুর্ডাহিবগ। পষ্ট।

নীরবতা।

মার্থা। আমাদের সবচেয়ে আনন্দের কথা, কনে জর্মন।
লুডহিবগ। যদি একটা নিগ্রো মেয়েকে বিয়ে করত?
মার্থা (সঙ্গে সঙ্গে, স্বগতোক্তি)। কোনো রাজা তা করতেই পারে না।
অট্টো। ঠিক বলেছ।

নীরবতা।

মার্থা। দেশের সমস্ত লোক জড়ো হয়ে নবদম্পতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। (স্বল্প নীরবতা।) যাকে বলে, রূপকথার মতো বিয়ে। (মাথা নাড়ে, মুচকি হাসে।)
লুডহিবগ (খেপাবার তালে)। আজ আমরা খাব না?
মার্থা (খোঁটা দিয়ে উত্তর দেয়)। কাজের বেলায় লবডঙ্কা, কুঁড়ের বাদশাদের অত না খেলেও চলবে।
অট্টো। আমারও খিদে পেয়ে গেছে।
মার্থা (রেগে)। আর দশ মিনিট। এরা আমাকে জ্বালিয়ে খেল।
লুডহিবগ। সব জোলো।

নীরবতা।

অট্টো (একটু অপ্রতিভ)। এ ছেলেটার কোনো দিন কিছু হবে না। সবসময় স্রোতের উলটো দিকে সাঁতরাবে।
মার্থা। এখনো বয়স কম।
অট্টো। তবে আর বেশিদিন নয়।
মার্থা। বয়সও কম, বুদ্ধিও কম।

(ওরা টিভি দেখতে থাকে। ওদিকে লুডহিবগ উঠে গিয়ে 'তার' ড্রয়ার থেকে কি যেন বের করে, তারপর চলে যায়। দরজার তালা টেনে বন্ধ করার আওয়াজ শোনা যায়। দর্শকরা শুনতে পায়, কিন্তু অট্টো আর মার্থা শুনতে পায় না।)

মার্থা। একটা বাড়ির দেওয়ালে লেখা আছে—'হুয়ান কার্লোর হত্যাকারী, দ্বিতীয় ফ্র্যাংকো'।
অট্টো। নোংরামি।
মার্থা। মনে হয়, পড়েনি। হোক না রাজা, লোকটার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনটা মাটি হয়ে যেত।
অট্টো। ওটা ওরা পড়েনি।
মার্থা। ভাগ্যিস। নয়তো সত্যিই বিশ্রী এক কাণ্ড হত। মেয়েটা এমনিতে এত খুশি।

অট্টো। ওদের ঐরকম খুশি হতে দিতে হয়।
মার্থা। এখন থেকে সিলভিয়া জোম্ম্যারলাথ সুইডেনের রানী।
অট্টো। খিদে পেয়েছে।
মার্থা। ভালো করে রোজগার কর, তাহলে হুমপেলমাইয়ার-এ [মিউনিখ-এর বিখ্যাত সুখাদ্য বিক্রেতা] যেতে পারবে।
অট্টো (ভাবে তাকে উদ্দেশ করেই বলা হয়েছে)। আচ্ছা পাল্লায় পড়া গেছে।
মার্থা। কী?
অট্টো। সেটাই তো জানতে চাই।
মার্থা। ও কোথায়?
অট্টো। চলে গেছে।
মার্থা। আমি শেষ অবধি দেখব, ব্যস!

নীরবতা।

মার্থা। মেয়েটা সবসময় কনের ফুলের তোড়া, সাদা অর্কিডটা নাড়ছে, দেখেছ? কেউ তো ওকে বলে দিতে পারত অমন করে না!
অট্টো। সুইডেনে তো আরোই।
মার্থা। তাই নাকি?

তৃতীয় দৃশ্য : কোইটাস ইনটেরাপটাস

নেক্কারমান-এর শোবার ঘর। সুন্দর। মার্থা আর অট্টো সংগমরত।

মার্থা। কী ভাবছ?
অট্টো। কিচ্ছু না।

নীরবতা। ওরা সঙ্গমরত।

মার্থা। তোমার এদিকে মন নেই।
অট্টো। হুম্।
মার্থা। না।

নীরবতা। ওরা সঙ্গমরত।

মার্থা। কী যে ভাবছে লোকটা, জানতে ইচ্ছে করে।
অট্টো। বলব না।

মার্থা। আমার সঙ্গে শুয়ে অন্য কিছু ভাবলে আমি করতে দেব না, মেয়েদের সে অধিকার আছে। (বাধা দেয়।) শুয়োর কোথাকার।
অট্টো। না, সত্যি না। না, না।
মার্থা। তাহলে কী? (নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে।)
অট্টো। বলব না।
মার্থা। জানি।
অট্টো। না, তবে বলতে লজ্জা করছে।
মার্থা। যত সব। ওসব আমি বুঝতে পারি, প্রত্যেক মেয়ে বুঝতে পারে।
অট্টো। তুমি ভুল করছ। আজ চোদ্দ দিন হয়ে গেল, আমার কাছ থেকে বলপেনটা ধার নিয়েছিল, আঠাশ মার্ক সত্তর দিয়ে যেটা কিনেছিলাম। (স্বল্প নীরবতা।) তারপর ফেরত দিতে ভুলে গেছে। (নিজেও এবার সরে আসে।)

নীরবতা।

অট্টো। এখন এতদিন পার হয়ে গেছে, আমি সারাদিন ধরে ভাবছি, কিভাবে কথাটা তুলি, এমনভাবে তাকে বলতে হবে আমার বলপেনটা ফেরত দিতে, যাতে আবার কিছু মনে না করে বসে। আমি যদি গিয়ে বলি, 'স্যর, মাপ করবেন, মানে আমার কাছ থেকে একটা বলপেন নিয়েছিলেন, ওটা যদি দয়া করে ফেরত দেন'—কিংবা 'দয়া করে' বাদ দিয়ে স্রেফ 'ওটা ফেরত পেলে খুশি হব'—তখন একটু হেসে বলবে, 'নিশ্চয়ই, আমি দুঃখিত'। (হাসে।) তারপর পকেটে হাত দেবে——(স্বল্প নীরবতা। তারপর জোর দিয়ে) যদি অবশ্য তখনো তার কাছে থাকে! (নীরবতা।)
মার্থা (আসলে প্রায় কানই দেয়নি। তাকে এইমাত্র কেবল নারীশরীর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, ও সব কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। কথাগুলো মন দিয়ে শোনেনি, সবটা বোঝেওনি, কারণ ও তো অন্য কিছু ধরেই নিয়েছিল।)
অট্টো। কিন্তু তার কাছে যদি ওটা আর না থাকে! 'ওটা কেমন দেখতে ছিল বলুন তো?' তখন আমাকে বিশদ বর্ণনা দিতে হবে, তাই না? তখন সে তার টেবিলে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে, আর যদি ওটা সেখানে না পাওয়া যায়, তবে সে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। স্বভাবতই। 'আপনি ঠিক জানেন, আমি নিয়েছিলাম?'——'হ্যাঁ।'——'কবে?'——'তা, এই দিন চোদ্দ হবে।' ——'এতদিন পরে সেকথা মনে পড়ল কেন?'——তখন আমি কী বলব?

নীরবতা।

অট্টো। সত্যি কথা বলতে কি, আমার সন্দেহ হয়। (স্বল্প নীরবতা।) মানে আমার মনে হয়, তার কাছে ওটা আর আদৌ নেই। (মাথা নাড়ে। মার্থার

দিকে তাকায়, মার্থা কিছুই বুঝতে পারেনি।) ওটা সে সেদিনই কাজ বোঝাতে বোঝাতে অন্য কোথাও ফেলেছে।

দীর্ঘ নীরবতা।

মার্থা (একবার মাথা নাড়ে)।
অট্টো। লাভ নেই।

নীরবতা।

অট্টো (মুচকি হেসে মাথা নাড়ে)।
মার্থা (তাকায়)। লোকে অনায়াসে একটা বলপেন পকেটে পুরে ফেলে পরে বেমালুম ভুলে যায়।
অট্টো (সঙ্গে সঙ্গে)। যখন জানে জিনিসটার দাম আছে, তখনও।
মার্থা (তাকায়)।
অট্টো। প্রশ্ন হচ্ছে, মালিক ওটা লক্ষ করবে কিনা। সে তো দামী জিনিস ব্যবহারে। অভ্যস্ত। তাই না? আমি ভাবছি নোটিশবোর্ডে টাঙিয়ে দেব—আমার বলপেন হারিয়েছে—একটু কায়দা করে, বুঝলে!——মেটাল গ্রে, ঘোরালে লেখা যায়, লাল ঢাকনা, খাঁটি জিনিস। নকল করা সম্ভব নয়, পেলিক্যান ম্যার্কাটোর সুপার। ফেরত পেলে পুরস্কার দেওয়া হবে। (স্ত্রীর দিকে তাকায়।) ধর পাঁচ মার্ক মতো। ওটার জন্য তো আঠাশ মার্ক সত্তর লেগেছিল। (তাকায়।)
মার্থা। ওটা তোমার মালিকের কাছে থাকলে নোটিশে কোনো কাজ হবে না।
অট্টো। তাহলে যে তিমিরে সেই তিমিরেই। কারণ মালিক কখনই নোটিশ-বোর্ড দেখতে আসবে না, সে তো জানা কথা। আর অন্য কেউ হলে ফেরত দেবে না, কারণ সে তো তক্ষুনি জেনে গেছে, কি চমৎকার জিনিস সে পেয়েছে। সে ওটা পকেটে পুরে নিজের জিনিস বলে মনে করবে। (মাথা নাড়ে।) লোকে তাই করে। হাতে ধরে কেমন চমৎকার লাগবে, ঝরঝরে লেখা বেরোবে।

দীর্ঘ নীরবতা। মার্থা ভাবছে।

মার্থা। উচিত ছিল, সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কাছে গিয়ে বলপেনটা নিয়ে নেওয়া।
অট্টো (বিরক্তিভরে মার্থার দিকে তাকিয়ে)। কি যে বল!

নীরবতা।

অট্টো। মালিক এল, সঙ্গে জনা কুড়ি ডেলিগেট, প্রত্যেকে এক একটা দফতরের কর্তা তো হবেই, বেশির ভাগই বোর্ড মেম্বার, আর মালিক নিজে সব দেখাচ্ছে, আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি কত সমাদর, তারই মধ্যে একটা কি বোঝাতে গিয়ে একটা বলপেন-এর দরকার হল। (অট্টো মাথা নাড়ে, নীরবতা।) এক কঠিন সমস্যা। অন্যদের ছেড়ে আমার কাছ থেকেই বলপেনটা নিল। সেটাও একটা বিশেষ সম্মানের ব্যাপার। সমস্যাটা বুঝিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকদের নিয়ে রওনা হয়ে গেল। (শুদ্ধ ভাষায়) বলপেনটা যে আমার, সেটাই বিস্মরণ। তখন আমি কি করব? সবাইকে আটকাব? সব ডেলিগেটদের? মালিকের হাত চেপে ধরে বলপেনটা ফেরত চাইব?

নীরবতা।

অট্টো। অসম্ভব! (স্ত্রীর দিকে তাকায়।)
মার্থা। ঐ কাজ দেখানো শেষ হলেই তোমার যাওয়া উচিত ছিল।
অট্টো। শেষ হতেই ওরা কাসিনোতে চলে যায়। সেখানে মস্ত ভোজের আয়োজন ছিল। ত্রিশ মিলিয়ন মার্কের ব্যবসা হাতিয়ে ওরা তখন ফুর্তি করছে। (জোর দিয়ে) অসম্ভব!
মার্থা। তার পরের দিন?
অট্টো। সেদিন তো মালিক ব্রাসেল্‌স্‌-এ।
মার্থা। কেমন করে জানলে?
অট্টো। আমি অত বোকা নই। মালিকের কাছে যাওয়ার আগে খোঁজ নিলাম মালিক আছে কিনা। তোমার ও যুক্তি খাটবে না।

নীরবতা।

মার্থা। তার পরদিন কেন যাওনি?

নীরবতা।

অট্টো। তখন আর আমি সাহস পাইনি।
মার্থা (জোরে শ্বাস টেনে)। ভগবান! টাটকা থাকতে থাকতে ঝুঁকি নিলে অর্ধেক কাজ সারা।
অট্টো। ঠিকই, তখন তাগিদটা কেটে গেছে।

নীরবতা।

মার্থা। তাহলে আর কিচ্ছুটি করা যাবে না। ও তোমার কপালে ছিল।
অট্টো। যা বলেছ, আমি আমার ম্যারকাটোর-এর কথা তাহলে ভুলেই যাই।

নীরবতা।

অট্টো। তবে ওরকম দামী জিনিস আমি আর চট করে কিনছি না, বরং একটা শস্তা দেখে কিনব, তাতে কাজও চলে যাবে, দুশ্চিন্তাও থাকবে না।
মার্থা (হেসে)। দেখ, তুমি আবার ঠিকই একটা দামী দেখে কিনবে।
অট্টো (ধরা পড়ে গিয়ে খুশিতে হাসে)।
মার্থা। শুধু আরেক বার মালিক বা ওরকম কেউ এলে ওটা চটপট সরিয়ে ফেলো, নয়তো পকেটে সবসময় শস্তার একটা রেখে দিও যাতে দিতেই যদি হয়, তখন ঐটেই দেওয়া যাবে।
অট্টো। আবার যদি সেই ম্যারকাটোর কিনি, কারখানায় আর সবসময় নিয়ে যাচ্ছি না, বরং শুধু বাড়িতেই ব্যবহার করব। তাহলে আর কোনো ভয় থাকে না।
মার্থা। চোখের আড়াল হলেই বাড়ির বার···
অট্টো। তবু তোমায় মানতেই হবে আমি আমার জিনিসপত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান, বলো, তাই কি না? অনেক দিন আমার কিছু খোয়া যায়নি। সোনার লাইটারটাই আমার কাছে ছ বছর আছে।
মার্থা। কিন্তু নোট রাখবার জন্য সেই রুপোর পিনটা, যেটা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, সেটা তো অনেক দিন দেখছি না।
অট্টো। সে ওটা আমি নিয়ে যাই না বলে। ওটা গেলে কষ্ট পাব। আর তাছাড়া আমার সঙ্গে ঠিক মানায়ও না। ওটা আছে নাইট-বক্‌স্‌-এ। হাত ঢোকালেই পাব।
মার্থা। তাহলে ঠিক আছে।
অট্টো। অস্থাবর যত মূল্যবান জিনিস, সবই এখনো আমার আছে।

নীরবতা।

মার্থা (মাথা নাড়ে)। আর মালিক হঠাৎ এসে তোমার কাছেই বলপেন চাইবে, সে তুমি জানবে কেমন করে!
অট্টো। লোকটা যখনই বলল, 'লেখার মতো একটা কিছু আপনার কাছে এক মিনিটের জন্যে হবে?' তখনই কেমন যেন একটা মনে হয়েছিল, আর তারপরই ম্যারকাটোর সমেত উধাও।

নীরবতা।

মার্থা (পাশ থেকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে)। এবার ওটা ভোলো তো। ঘুমোও।

নীরবতা।

মার্থা। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও।
অট্টো। ধন্যবাদ। তবে তাই হোক। তুমিও ঘুমোও। আর আমিও বলপেনটার কথা ভুলে যাব।
মার্থা। সেই ভালো।

চতুর্থ দৃশ্য : বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

অট্টো বসে আছে খুবই ছোট একটা কামরায়। জানালা নেই। মনে হবে একটা টুকিটাকি রাখবার কামরাকে অট্টো তার হবি-রুম বানিয়ে নিয়েছে। সে একটা গ্লাইডার-এর মডেল বানাচ্ছে, একটু অসুবিধায় পড়েছে, কারণ কামরাটা এতই ছোট যে গ্লাইডার-এর ডানাগুলো (অন্ততপক্ষে দুই ও চার মিটার) ইত্যাদির জায়গা হচ্ছে না।

অট্টো অনেকক্ষণ ধরে কাজ করে যায়, তারপর হঠাৎ শুরু করে।

অট্টো। মানে, শুরু হবার আগের মুহূর্তে পাইলট-এর মনোনিবেশে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা রীতিসম্মত নয়। (কৃত্রিম হাসি হেসে) কিন্তু হ্যের অট্টো, দু-চারটে প্রশ্ন আপনি নিশ্চয়ই আমাদের করতে দেবেন।——বেশ তো, বেশ তো! আপনাকে তো বর্তমানে একজন যথার্থ ভারটিকাল স্টার্টার বলা যায়। দু বছর আগে আপনি প্রকৃতপক্ষে গ্লাইডার নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। ভাবলেও স্তম্ভিত হতে হয় যে এরই মধ্যে আপনি দূর ও মাঝারি পাল্লার বাজিতে জর্মানির চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, আর এখন ইয়োরোপিয় চ্যাম্পিয়নশিপ ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জয় করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আজ কি আপনি জিতবেন? (অট্টো কৃত্রিম হাসি হাসে।) আমাদের জর্মন অট্টো মাইয়ার ইয়োরোপিয় চ্যাম্পিয়ন হলে আমরা অবাক হব না, প্রিয় দর্শকবৃন্দ, কারণ একবার ভেবে দেখলেই আপনাদের মনে পড়বে ইদানীংকালে ইতোমধ্যেই তিনি কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন। এরকম একজন পাইলট কি ভাবে হওয়া যায়?——কী বলি, আমার মতে, এক্ষেত্রে গভীর থারমাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক, সেই সঙ্গে ওড়ার প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা চাই, আর অবশ্যই ভাগ্য।——এই গ্লাইডার নিয়ে আপনি কতদিন আছেন?——শুরু করেছি, যদি আদৌ তা বলা যায়, পনেরো বছর আগে। তবে তখনকার যন্ত্রপাতি অবশ্যই সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল।——একটা অন্য প্রশ্ন। আপনি কি কেবল নিজের তৈরি

মডেল নিয়েই ওড়েন?——হ্যাঁ।——বিশেষজ্ঞদের মতে, সেটাই আপনার সাফল্যের মূল কারণ। একটি টেকনিকাল পত্রিকা উদ্ধৃত করে বলতে পারি, আপনি টেকনিকাল ফ্লাইইং প্রতিভাসম্পন্ন। কথাটা কি সত্যি?——কী বলব, নিজের ঢাক নিজে পেটাতে নেই, তবে একটা ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে, থাকাই স্বাভাবিক। কারণ প্রচলিত মডেলগুলিতে স্বভাবতই অনেক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি লাগানো আছে, আর বড় বড় কারখানাগুলিতে সব রকম সুবিধা আছে। এই ধরুন না, আমার তো উইন্ড টানেল নেই।——এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, আপনি এককালে শ্রমিক ছিলেন?——হ্যাঁ, তা আমি ছিলাম। (কৃত্রিম হাসি হাসে।)——আজ কিন্তু আমরা বোধ হয় বলতে পারি যে আপনার নিজেরই এক ধরনের একটা ছোট কারখানা আছে। আর আপনার হবি-কেই আপনি এক লাভজনক বৃত্তিতে পরিণত করেছেন।——ঠিক!——হ্যের মাইয়ার, আমরা সকলে এবং দেশের যাবতীয় দর্শক রোমে এই ইয়োরোপিয় চ্যাম্পিয়নশিপের সূচনায় আপনার সাফল্য কামনা করি, টয় টয় টয়, এবং আশা করি দূর পাল্লার মডেল ফ্লাইইং-এর নতুন চ্যাম্পিয়ন-এর নাম অট্টো মাইয়ার, জর্মনি।——ধন্যবাদ!——প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা এবার ফিরে যাচ্ছি ৎসেট ডে এফ্ স্পোর্টস্টুডিও-র জর্মন কেন্দ্রে। (হাঁপায়।)

অট্টো সামান্য মুখ তুলে তাকায়, তার প্রায় চারদিক তাকিয়ে দেখে, যাচাই করে নেয় ধরা পড়ার কোনো আশংকা ছিল কিনা। তারপর এক অস্বাভাবিক 'আত্মদানের' ভঙ্গিতে কামরার মধ্যে আবার কাজ শুরু করে, বিপুল পৃথিবীর জন্য তাকে এক বিরাট গ্লাইডার তৈরি করতে হবে।···

পঞ্চম দৃশ্য : আরেক পদক্ষেপেই মুক্তি

ডিপার্টমেনটাল স্টোর-এ মার্থা আর অট্টো। অট্টো একটা হলিডে সুট গায়ে চাপিয়ে দেখছে। মার্থা তাকিয়ে দেখছে কেমন মানায়।

মার্থা। কি জানি বাপু। (মাথা ঝাঁকায়, ওর পছন্দ হয়নি।)
অট্টো। তাই তো!
মার্থা (মাথা নেড়ে)। এটা কেমন শস্তা দেখাচ্ছে।
অট্টো। দামেও তো শস্তা।
মার্থা। তাই। অন্যটা এর চেয়ে ভালো।
অট্টো। হবেই। যেমন দাম তেমনই তো হবে।
মার্থা। কিন্তু এটা যে একেবারেই শস্তা দেখাচ্ছে।
অট্টো। দেখেই যেন মনে না হয়, একটা মজুর বেড়াতে বেরিয়েছে!

মার্থা। এটা দেখলে তাই মনে হবে। অন্যটায় (মুচকি হেসে) বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সৌরভ একটু বেশি আছে।
অট্টো। অবসরসময়ে কাপ্তান। (হাসে।)
মার্থা। একটা সত্যিকারের ছুটির পোশাক হবে তো। এটা দেখলেই বোঝা যায়, অবসর সময় বলতেই তোমার তেমন কিছু নেই। অন্যটায় ততটা বোঝা যায় না। এটা বড় বাজে!
অট্টো। কিন্তু ওটার দাম প্রায় ডবল।
মার্থা। সুন্দর হলে তো দামী হবেই।
অট্টো। অন্যটাই নাও! (মাথা নাড়ে।)

ষষ্ঠ দৃশ্য : ভাগ্য

অট্টো আর মার্থা বাড়ির ছোট রান্নাঘরে রাতের খাবার খাচ্ছে।

অট্টো (হাসে, খায়, মার্থার দিকে তাকিয়ে দেখে তার হাসির কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে কিনা। হয়নি।)

নীরবতা।

অট্টো (পকেট থেকে কি একটা বার করে)। চিনতে পারছ?
মার্থা (তাকিয়ে দেখে)। হ্যাঁ। ওটা তো একটা বলপেন।
অট্টো (মাথা ঝাঁকায়)। কি যে মনে থাকে! এটা আমার সেই পেলিক্যান ম্যারকাটোর সুপার। (হাসে।)
মার্থা। ঐটেই তো হারিয়েছিলে।
অট্টো। তবে আর বলছি কি! আবার পেয়ে গেছি। সাবাস।
মার্থা (তাকায়)। তুমি সবসময় সঙ্গে সঙ্গেই খারাপটা ধরে নাও।
অট্টো। আমরা সেদিন বলাবলি করলাম না, তারপর আমি তো হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। (হাসে।) তাও আমি নোটিশবোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম।
মার্থা। তারপর মালিক সেটা পড়েছে?
অট্টো। কি বুদ্ধি! ব্যাপারটা আমরা যেমন ভেবেছিলাম সেইরকমই। মালিক ওটা অন্য কোথাও ফেলে যায়, আর আমাদেরই একজন সেখান থেকে ওটা তুলে নেয়।
মার্থা। তারপর এখন ফেরত দিয়েছে?
অট্টো (মাথা নাড়ে)। আর জানো লোকটা কে? এমন একজন যার কথা মনে এলে আগুন ছুঁয়ে বলতে পারতাম, সে কখনোই ফেরত দেবে না।
মার্থা। মানুষমাত্রেরই ভুল হয়।
অট্টো (হাসে)। ভাগ্য!

সপ্তম দৃশ্য : জীবন

এক বীয়ার-গার্ডেন-এ মার্থা, অট্টো, আর লুডহিগ। চমৎকার, উষ্ণ দিন।

অট্টো। জীবনটা একবার একটু উপভোগ করতে হয়।
মার্থা। চমৎকার এক রোববার, ভালো একটা সাধ হল, বেড়াতে যাওয়া যাক।
অট্টো। শ্রীমানেরও ভালো লাগছে।
লুডহিগ। আরেকটা বীয়ার পাব?
মার্থা। মঞ্জুর। (হাসে।)
লুডহিগ। একটা পুরো লিটার কিন্তু।
অট্টো। অর্ধেক। বেহায়াপনা করিস না।

অষ্টম দৃশ্য : শীতের রূপকথা

সকালে রান্নাঘরে। লুডহিগ আর মার্থা।

মার্থা। দেখ কেমন বসে আছে সারাটা সকাল, যেন কোনো কাজকর্ম নেই!
লুডহিগ। বল, কী কাজ?
মার্থা। কাজের লোকের কাজের অভাব হয় না।
লুডহিগ। তোমার বাজার করে দেব?
মার্থা। সে আমি করব।

নীরবতা।

লুডহিগ। এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জ-এ ওরা বলেছে, কখন যেতে হবে আমাকে খবর দেবে। তাছাড়া গত হপ্তায় ওখানে গেছলাম, ওরা না ডাকলেও সামনের সপ্তাহে আবার একবার যাব।
মার্থা। লেগে থাকতে হয়।
লুডহিগ। লেগে তো আছি। কিন্তু না ডাকতেই যদি বারবার যাই, তাহলে ঐ অফিসের লোকটা রেগে যাবে, সেটা আমি লক্ষ করেছি, তখন আমি আর আদৌ কিছু পাব না।
মার্থা। আর সকলেই তো অন্তত একটা অ্যাপ্রেনটিসশিপ পেয়েছে, শুধু তুইই পাসনি।
লুডহিগ। তুমি তো জানোই, মা।
মার্থা। আমি কী জানি? আমি কিছু জানি না। সব সময় তৈরি থাকতে হয়,

চোখকান খোলা রাখতে হয়। সেটাই আসল কাজ। কোথাও লোকের দরকার পড়লেই সেখানে গিয়ে হাজির হতে হবে।

লুডহিব্‌গ। বেশ, তাহলে সোজা পোস্ট আপিসে চলে যাই, ফোন গাইড দেখে সব কোম্পানিতে টেলিফোন করে দেখি, বড় কোম্পানিগুলোতে।

মার্থা। শুধু শুধু ফোন করে আর গাঁটগচ্চা দিতে হবে না।

লুডহিব্‌গ। বেশ!

নীরবতা।

মার্থা। অবস্থা বুঝে চলতে হয়।

লুডহিব্‌গ। না।

মার্থা (তাড়াতাড়ি)। তাও করবি না!

লুডহিব্‌গ (মুচকি হেসে মাথা নাড়ে)।

মার্থা। তুই আমার সোনা ছেলে। কিন্তু তুই যখন সারাটা সময় ওরকম বসে থাকিস, তখন আমার অস্বস্তি হয়, রাগ হয়।

লুডহিব্‌গ। কিন্তু, মা, আমি জানি না আমি কী করব। [স্বল্প নীরবতা।] আমি তো তাই বলে একটা পেনশন পাওয়া বুড়োর মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারি না।

নীরবতা।

লুডহিব্‌গ (মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসে)। তুমি যদি বলো, আমি গলায় দড়ি দিতে পারি। তাহলেই আমি আর নেই, আর এখানে সারা দিন বসে থাকব না।

মার্থা। ঐটুকুই বাকি আছে! মা-বাবাকে আর কি দিবি! আমাদের কপালে ঐটেই বাকি আছে।

নীরবতা।

মার্থা (দৃঢ়, জেদী স্বরে)। ডেনটাল অ্যাসিসটান্ট, ব্যাঙ্ক সেল্‌স্‌ম্যান, ট্যাক্‌স্‌ অ্যাসিসটান্ট।

নীরবতা।

মার্থা। বাবার জুতোগুলো পালিশ কর, কাজের কাজ হবে, লোকটা খুশি হবে, দেখবে তোর সদিচ্ছা আছে, রাত্রে আর তোকে নিয়ে খিটখিট করবে না।

লুডহিব্‌গ (বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে জুতো পালিশ করতে শুরু করে···)।

নীরবতা।

লুডহিগ। আসলে কে কেমন করে রোজগার করে, তাতে কিছু আসে যায় না। ঘরে টাকা এলেই হল।

মার্থা (রান্নাঘর থেকে)। কী?

লুডহিগ। আসলে কে কেমন করে রোজগার করে, তাতে কিছু আসে যায় না। একটা ঠিকমতো কাজ থাকলেই হল।

মার্থা। থাম এখন।

নীরবতা।

লুডহিগ। কিন্তু তোমরা যেসব অ্যাপ্রেনটিসশিপ-এর কথা ভেবে রেখেছ, সেসব আমার জুটবে না। ওসব স্রেফ স্বপ্ন।

মার্থা (উঁচু স্বরে)। মোটেই স্বপ্ন নয়। এ তো সরকারের কাছে আমাদের ন্যায্য পাওনা, সবসময় ঠিক সময়মতো সরকারের ট্যাক্স্ দিয়ে গেছি যাতে ছেলেকে অদক্ষ মজদুরের কাজ না করতে হয়।

লুডহিগ। আমি অদক্ষ মজদুরের কাজের কথা বলছি না। বলছি, কন্স্ট্রাকশনের কাজের কথা।

মার্থা (তাড়াতাড়ি)। কন্স্ট্রাকশনের কাজে সবাই অসুখী।

লুডহিগ। কী?

মার্থা। তোর বাবাকে দেখ। এটা তো কোনো জীবন নয়।

লুডহিগ। রাজমিস্ত্রি তো আর মজুর নয়।

মার্থা। একই কথা। সব মজুরই সমান।

লুডহিগ। তাতে কী?—যদি মজুর না হত—

মার্থা। থাম তো এখন। কোত্থেকে এসব হাবিজাবি শিখেছে জানতে ইচ্ছে করে। এ বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই নয়।

নীরবতা।

মার্থা। তফাতটা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যে-কেউ মজুর হতে পারে, তাতে কোনো বাহাদুরি নেই।

লুডহিগ। আপিসে ওরা বলে, কন্স্ট্রাকশনের কাজ শেখার অ্যাপ্রেনটিসশিপ আছে।

মার্থা। জানি, কারণ ওরা তেমন বোকা লোক বেশি পায় না। জীবনে উন্নতি করতে হবে। পরিবারের মধ্যেও। বাবা একজন মজুর, যদিও রোজগারপাতি খারাপ করে না। ওখানে আর কিছু করবার নেই। কিন্তু তোকে (শুদ্ধ ভাষায়) পরবর্তী ধাপে উঠতে হবে, নতুবা তোর জন্য যা কিছু করা হয়েছে, এত সব পরিকল্পনার কোনো অর্থই নেই।

লুডহিবগ (চুপ করে থাকে)।

মার্থা। (বারান্দায় তার কাছে আসে)। শোন, তোর যখন ছেলে হবে——

লুডহিবগ। তখন তাকে অন্ততপক্ষে জর্মানির চান্‌সেলর হতে হবে।

মার্থা। খুব ডেঁপো হয়েছিস।

নীরবতা।

মার্থা। সময় বয়ে যাচ্ছে।

লুডহিবগ। সেই কথাই তো বলছি। জুলাই মাসে আবার সব স্কুল থেকে বেরোবে। তারাও অ্যাপ্রেনটিসশিপ চাইবে, আর তাদের মধ্যে কিছু থাকবে যাদের সার্টিফিকেট আমার চেয়ে ভাল——

মার্থা। কারণ তুই ভাল করে পড়াশোনা করিস নি: তোর বুদ্ধি তো কিছু কম ছিল না। সেকথা কেউ বললে তো আমি শুনব না।

লুডহিবগ। আমি ভালভাবেই পরীক্ষা পাশ করেছি।

মার্থা। সে তো অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে।

লুডহিবগ। অন্যেরা তাও পারেনি।

মার্থা। ঠিক। আর তাই তুই মজুর হবি না, হবি ডেনটাল অ্যাসিসটাণ্ট।

লুডহিবগ। ওসব অন্য কাউকে বল।

মার্থা। ভাল করে কথা বল। তোর ভালর জন্যই বলা হচ্ছে।

লুডহিবগ। আট মাস বসে কাটানো।

মার্থা (ফেটে পড়ে)। এমন ভাব করছে যে সেজন্য বাপ-মা দায়ী।

লুডহিবগ। কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ শিখতে শুরু করলে এতদিনে আমি প্রায় সেকেন্ড ইয়ারে পৌঁছে যেতাম।

মার্থা। কেউ যখন জিজ্ঞেস করবে, 'আপনার ছেলে এখন কী করছে?'—বলতে হবে, সে সাইট-এ কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ শিখছে।

লুডহিবগ। তাছাড়া আর কোথায়!

মার্থা। তার চেয়ে বরং আমি তক্ষুনি বলব—

লুডহিবগ। সে মরে গেছে—

মার্থা। বালাই, ওকথা মুখেও আনিস না।

নীরবতা।

মার্থা। তুই তোর বাপ-মার মনের কথা বুঝতে চাস না। সেই জন্যেই।

লুডহিবগ। তোমরাও চাও না।

মার্থা। তাও শুনতে হবে। এদিকে নিজে বসে আছে, কিচ্ছু করবে না, নষ্ট করছে নিজেকে।

লুডহিবগ। হবেই তো, কারণ এখানে কেউ বাস্তবটাকে স্বীকার করবে না।
মার্থা। তোকে বড় বেশি লায় দেওয়া হয়েছে। অন্য ব্যবস্থা করা হলে ঠিকই টের পেতিস।

নীরবতা।

মার্থা। আমরা তো বলতে পারতাম, বেরোও, রোজগার করে আনো। কারখানায় যাও, সাইট-এ যাও, যেখান থেকে পার যা হোক রোজগার করে আনো। তা না বলে বলা হয়েছে, ওরকম একটা জীবন একবার মেনে নিলে ওখানেই চিরকালের মতো আটকা পড়ে যাবে, তাই দুম করে ওখানে শুরু কর না।

নীরবতা।

মার্থা। তুই কেন যে বুঝিস না, তুই আমাদের একমাত্র!
লুডহিবগ (তাকিয়ে থাকে)।

নবম দৃশ্য : স্মৃতি

রাতে খেতে বসে। মার্থা আর অট্টো।

অট্টো। হঠাৎ মনে হল, আমাকে ঠকিয়েছে।
মার্থা। কে?
অট্টো। তোমার মনে নেই, আমরা যখন গত হপ্তায় ল্যোহেবনব্রয়কেল্লার-এ গেছলাম?
মার্থা। খুব মনে আছে। চমৎকার লেগেছিল।
অট্টো। আমি ওখানে বিল দিয়েছিলাম ছেষট্টি মার্ক কুড়ি। বখশিস সুদ্ধ সাতষট্টি।
মার্থা। বেশ খরচা হয়েছিল, তবে চমৎকার।
অট্টো। সোমবার কাজ করতে করতে হঠাৎ সেদিনের আনন্দের কথা মনে পড়ল, আর জানো, তখনই আমার আর কী মনে পড়ল?
মার্থা। তেমন ভালো কিছু নিশ্চয়ই নয়?
অট্টো। তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ল, সেই ওয়েটারটা আমাকে ঠকিয়েছে, কারণ ঐ ছেষট্টি মার্ক কুড়ির হিসেবটা আমি আর কিছুতেই মেলাতে পারলাম না।
মার্থা। আমরা তো শ্হবাইনহাক্সেল খেয়েছিলাম।

অট্টো। ছাব্বিশ মার্ক!

মার্থা। দাম ছিল, তবে আমরা তিন জনে মিলে ওটা খেয়েছি বলে অনেকটা বেশি দেখালেও আমরা প্রত্যেকে একটুখানি করেই পেয়েছিলাম।

অট্টো। হ্যাঁ, যদিও ওটা কেমন যেন লাগছিল।

মার্থা। তুমি তিন লিটার বীয়ার খেয়েছিলে।

অট্টো। এক লিটার চার মার্ক কুড়ি করে, যোগ করে দাঁড়ায় বারো মার্ক ষাট।

মার্থা। আর আমি—

অট্টো। আরে আমার সব মনে থাকে—তুমি নিয়েছিলে দুটো কোয়ার্টার ওয়াইন, আর তার আগে একটা হোয়াইট বীয়ার।

মার্থা। ঐ হোয়াইট বীয়ার-এর কথা আমি ভুলেই গেছলাম।

অট্টো। কিন্তু আমি ভুলিনি। ঐ দুই কোয়ার্টার-এর দাম পড়েছিল নয় মার্ক পঁচিশ। আর ঐখান থেকেই গোলমালের শুরু—পাঁচকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না।

মার্থা। তাহলে ওয়েটারটা ঠিকে ভুল করেছে।

অট্টো। আর কারো জন্যে?

মার্থা। ওখানে আর বেশি হতে পারে না, আমি জানি। ব্যার্নকাস্ট্‌ল্যার আমার ভালোই লাগে না। ওটার দাম ছিল তিন মার্ক ষাট। তারপর আরো দুরকম ছিল, তার একটা বড্ড বেশি দাম, মানে কোয়ার্টার-এর দাম পাঁচ মার্কের ওপর—

অট্টো। ভাবা যায় না।

মার্থা। আর তাছাড়া ছিল মাঝামাঝি, মনে পড়েছে, যোসেফ ওয়াইন, দাম, যত দূর মনে পড়ে, চার মার্ক পঞ্চাশ।

অট্টো। বেশ, ভালো কথা। তাতে কিছু আসে যায় না। ছাব্বিশ মার্ক হাক্‌সেল, তিন লিটার বারো মার্ক ষাট, আর ওয়াইন—

মার্থা। তার আগে হোয়াইট বীয়ার।

অট্টো। ওটার দাম কত ছিল?

মার্থা। আমি জানি না।

অট্টো। কেন জান না?

মার্থা। হোয়াইট বীয়ার খাওয়ার আগে দাম দেখার দরকার হয় না, সেটাই স্বাভাবিক।

অট্টো। আমি সবগুলো দাম জানি, ছেলের আর আমার জন্যে যা কিছু দিতে বলেছি সব কিছুর। কারণ অর্ডার দেবার আগে সব দামগুলো জেনে নিতে হয়।

নীরবতা।

অট্টো। আমাদের আল্‌টের হির্বর্ট-এ হোয়াইট বীয়ারের দাম এক মার্ক সত্তর।
মার্থা (তাকিয়ে দেখে)।
অট্টো। একটা হিসেব পাওয়া যাবে। ধরা যাক এক মার্ক বেশি, কারণ ল্যোহেব্‌নব্রয়কেল্লার-এর নামডাক আছে।
মার্থা (মাথা নাড়ে)।
অট্টো। আটত্রিশ মার্ক ষাট আর দু মার্ক সত্তর হল একচল্লিশ মার্ক তিরিশ, আর ওয়াইন নয় মার্ক (জোর দিয়ে) পঁচিশ, হল পঞ্চাশ মার্ক পঞ্চান্ন।
মার্থা। পঞ্চাশ মার্ক।
অট্টো। নিখুঁত! লুডহিব্‌গ প্রথমে একটা শ্‌পেৎসি নিয়েছিল, তারপর অর্ধেক—
মার্থা। ও চেয়েছিল একটা পুরো লিটার।
অট্টো। আগে রোজগার করুক, তারপর এক হেকটোলিটার কিনুক না, আমার কি! আমি আগে আদৌ বীয়ার পাইনি। এইবার আসল জায়গা—শ্‌পেৎসির দাম আমার ঠিক জানা আছে, দু মার্ক নব্বুই, আর সেই অর্ধেক বীয়ার দু মার্ক তিরিশ। বেশ, এক লিটার-এর দাম চার মার্ক কুড়ি, তাতে থাকে ডবল, কম নিলে খেসারত দিতে হয়।
মার্থা। যাকগে।
মার্থা। এবার যোগ। পঞ্চাশ মার্ক আর পঞ্চান্ন যোগ দুই মার্ক নব্বুই হল তিপ্পান্ন মার্ক আর পঁয়তাল্লিশ যোগ দুই মার্ক তিরিশ হল পঞ্চান্ন মার্ক আর পঁচাত্তর।

নীরবতা।

অট্টো। আর এখানেই আমার সমস্যা, বাকিটা কোথা থেকে এল। জোচ্চুরি? ওয়েটারটা কি যোগ দেবার সময় ইচ্ছে করে নিজের সুবিধের জন্য একটা ভুল করেছে? তাহলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আর তাতেই আমার নিজের ওপর এমন রাগ হল যে বলে বোঝাতে পারব না। কোনো কিছুই আর ভালো লাগছে না।
মার্থা। সত্যিই একি অন্যায়, আমাদের দশ মার্ক ঠকিয়ে দিল!
অট্টো। হয়ত, হয়ত—আমি পেয়ে গেছি! (হাসে।)

নীরবতা।

অট্টো। হ্যাদিশ। বলছি। মুলো। অসাধারণ।
মার্থা। ঠিকই তো।
অট্টো (মাথা নাড়ে)। এই তো। মনে আছে, আমরা এক প্লেট করে নিয়েছিলাম? যে মেয়েটা মুলো বিক্রি করছিল, আমাদের টেবিলে আসতে আমরা তিনটে

নিয়েছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই মুলো ভালোবাসি। যাক, ঐ একবারই তো বেরনো। আমি দাম দিতে একশো মার্ক-এর নোট বার করতে মেয়েটা বলেছিল—আমার কাছে ভাঙানি নেই, পরে দেবেন, আমার যখন ভাঙানি হবে। তারপর আর আসেনি। দাম মেটাবার সময় আমি ওয়েটারটাকে বলেছিলাম—শুনুন, আমরা তিনটে মুলোও নিয়েছি, সেগুলোর দাম দেওয়া হয়নি। দামটা আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা হিসেব বুঝে নেবেন।

মার্থা। সে কি আর তা করেছে?

অট্টো। সে তাদের নিজেদের ব্যাপার! ঐখানেই পাওয়া গেল আমাদের গরমিলের সেই দশ মার্ক পঞ্চাশ। এক এক প্লেট তিন মার্ক পঞ্চাশ হিসেবে। একেবারে মিলে গেল।

নীরবতা।

অট্টো (নিশ্চিন্ত হয়ে হাসে)। হিসেবটা মিলতে বুকের ভিতর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।

মার্থা। পারলেই লোকে ঠকায়।

অট্টো। আমাদের কপাল ভালো।

নীরবতা।

অট্টো। তাহলে সমস্যার সমাধান হল। (মাথা নাড়ে, হাঁপিয়ে গেছে)। এবার আমার ঘুম পাচ্ছে।

মার্থা। রাত হয়েছে।

দশম দৃশ্য : উচ্চাভিলাষী

হলিডে স্যুট পরনে অট্টো একটা ছোট্ট ঢিবির ওপর। হাতে একটা যন্ত্র নিয়ে আকাশে তার গ্লাইডারটাকে লক্ষ করছে।

অট্টো। এই পেশায় ভয় কাকে বলে জানা চলবে না। (হাসে।) অবশ্য ইনসিওর করা নেই। একজন টেস্ট পাইলট। কিন্তু (হেসে) বিছানায় শুয়েও মরা যায়।

নীরবতা।

অট্টো। শ্-শ্, কেউ যদি শুনে ফেলে। (চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে মুচকি হাসে, কেউ নেই।) আকাশে সবাই স্বাধীন! (হাসে, মাথা নাড়ে।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য : ছায়ানাট্য

সন্ধ্যায় ছোট ফ্ল্যাট-এর রান্নাঘরে। অট্টো একটা বীয়ার নিয়ে বসেছে। রাতের খাওয়া নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। অট্টো সামনের দিকে তাকিয়ে বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। সেখানে বসে লুডহিবগ 'আউটো মোটোর স্পোর্ট' পত্রিকা পড়ছে। মার্থা বেশ কষ্ট করে লুডহিবগ-এর চামড়ার জ্যাকেট সেলাই করছে।

নীরবতা।

অট্টো (তাকিয়ে দেখছে, কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন বলছে না)।

নীরবতা।

অট্টো। কী করছ বলো তো (শুদ্ধ ভাষায়, জোর দিয়ে) গভীর রাত্রি অবধি?
মার্থা। দেখতেই তো পাচ্ছ।
অট্টো। ওর ঐ রদ্দি পোশাক তো ও নিজেই সেলাই করতে পারে, ওর তো আর সময়ের অভাব নেই।
মার্থা (ঠান্ডা স্বরে, তবে বোঝা যাবে, একটু বিরক্ত হয়েছে)। চামড়ার জিনিস সেলাই করা বেশ কঠিন, অন্য যে-কোনো সেলাইয়ের চেয়ে কঠিন। এটা ও পারবে না।
অট্টো। আর আমি তো দিব্যি ছেঁড়া মোজা পায়ে ঘুরে বেড়াই।
মার্থা। কোথায় ঘুরে বেড়াও?
অট্টো (চুপ করে যায়)।
মার্থা (বিরক্ত দৃষ্টিতে অট্টো-র দিকে তাকায়)। তোমার আবার কী হল যে আমাদের ওপর ঝাল ঝাড়ছ?
অট্টো। কিছু না।
মার্থা। তাহলে চুপ করে থাক।

নীরবতা।

অট্টো। ওটা (পত্রিকাটি দেখিয়ে) কিনবার মতো টাকা আছে ওর, তাই না?
মার্থা। ওর হাতখরচা থেকে ও যা খুশি তাই কিনতে পারে।
লুডহিবগ (মুখ তুলে তাকায়, যেন কিছু একটা বলতে চায়, কিন্তু বলে না)।
অট্টো। আমি যতক্ষণ রোজগার করব, ততক্ষণই তো হাতখরচা। [স্বল্প

নীরবতা।] বাবুর কি আদৌ কাজ করবার কোনো সাধ আছে?
লুডহিবগ (মাথা ঝাঁকায়)।
অট্টো (হাসে)। সারা দুনিয়া কাজ করছে, আর আমার বাহাদুর পুত্র বসে বসে কাগজ পড়ছেন। অনেক সাধনা করলে এমনটা দেখা যায়।
মার্থা। ওর পেছনে লেগো না তো!
অট্টো। সব সময় ওনারই পক্ষ নিতে হবে, আমার পুত্র বাহাদুরের!

নীরবতা।

লুডহিবগ (শার্ট-এর পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে একটা ধরাল। অস্বস্তি বোধ করছে। সিগারেট খাচ্ছে।)
অট্টো (তার দিকে তাকিয়ে)। খাসা পরিণতি হবে।

নীরবতা।

মার্থা। তোমার কী হয়েছে বলো তো?

নীরবতা।

মার্থা। অট্টো?
অট্টো। অদ্ভুত প্রশ্ন। কিচ্ছু হয়নি। ওকে বসে থাকতে দেখলেই আমার গা জ্বালা করে।
লুডহিবগ। আমাকে রক ফেসটিভাল-এর জন্য পঞ্চাশ মার্ক দিলেই তিন দিন আমাকে দেখতে হবে না।
অট্টো। নিজে রোজগার করে প্যারিসে বেড়াতে যাও না!
মার্থা (তাকায়, সেলাই করে চলে)।
লুডহিবগ। হাতখরচা থেকে আগাম হিসেবে!
অট্টো। হাতখরচা থেকে আগাম হিসেবে, তোমার বাহাদুর পুত্রের কথাটা একবার শোন। চমৎকার। বাবু বলছেন এমন ভাবে যেন আমার এখানে উনি চাকরি করেন। অকম্মা আগাম চাইছেন সময় কাটাবার জন্য।
লুডহিবগ। তাহলে নাহয় থাক।

নীববতা।

মার্থা। আমি দিতে পারব না। তাতে আমার হিসেবে টান পড়বে। তবে ছুটির কটা দিনের জন্যে ও কোথাও গেলে ওকে আর দেখা যেত না, ভালোই হত। চোখের আড়াল, ভাবনা কম।

অট্টো। কিন্তু আমার তো আর চুরির রোজগার নয়।

লুডহিবগ। কেউ তা বলেও নি।

অট্টো। গ্রুশ্‌কে কুনো-র চাকরি গেছে।

মার্থা। কী?

অট্টো। সাতচল্লিশ জন ছাঁটাই। চোদ্দ জন ইতালিয়ান, আট জন তুর্কী, একজন পারশি, পনেরো জন মহিলা, আর ন জন (শুদ্ধ ভাষায়) সীনিয়র কর্মচারী। গ্রুশ্‌কে তাদের মধ্যে।

মার্থা (তাকায়)। তোমার যায়নি, তাই নিয়েই খুশি থাক।

অট্টো। আর ও যে আমার বন্ধু ছিল, ঐ গ্রুশ্‌কে। আসলে আমার একমাত্র বন্ধু।

মার্থা। দুঃখের কথা।

অট্টো। সব কিছুই চলছে একই গতিতে, যেন কোনো দিনই ঐ গ্রুশ্‌কে বলে কেউ ওখানে ছিলই না। স্রেফ হাওয়া। ও যে নেই তাও বোঝা যায় না। ব্যবস্থা পালটেছে। আমি দুটো স্ক্রু বেশি লাগাই, আরো কয়েকজনও। আর সামনে একটা জোয়ান কাজে লেগেছে দরজা বন্ধ করার কলটার জন্যে। আমাদের লাইন থেকে ন জনের মধ্যে পাঁচ জন। আরো সামনে, সেখানে কিছু নেই। ফোরম্যানও ঘুরে গেছে, নতুন সময় বেঁধে দিয়ে গেছে। পাঁচ জন মানুষ যেন মাটির নিচে তলিয়ে গেল।

মার্থা। অবস্থা বুঝে চলতে হয়। ওরা এখন ঐ বুড়োদের বেছে বাদ দিচ্ছে। তুমি তাদের মধ্যে পড় না।

অট্টো। তুমিও তাই বলছ, না! বিয়াল্লিশ বছর বয়সে কেউ বুড়ো হয়ে যায় না।

মার্থা। সেটাই জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়।

অট্টো। ওটা যদি গ্রুশ্‌কে না হত! ডিরেকটর বোর্ড যুক্তি দিয়েছে। অর্ডার-এর হালের কথা বলেছে। ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না। ওরা একে বলে চর্বি কমানো। সময় বিশেষে কিছু কিছু মেনে নিতে হয়। এখন যা অবস্থা তাতে আটান্ন বছর বয়সে ও আর কোনো কাজ পাবে না। (নিচু স্বরে) আগেই পেনশন!

মার্থা। বাঁচবার মতো সময় পেয়ে গেল।

অট্টো (গলা চড়িয়ে)। বাঁচবার মতো সময় চাই না, কাজ করতে চাই। (নিচু স্বরে, লুডহিবগ-কে দেখিয়ে) এটাকে দেখ।

মার্থা। তাই বলে ওর পিছনে লাগবার কি হল! আর এটাই তো প্রথম ছাঁটাই নয়, আর তুমি তো এসবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছ।

অট্টো। সব গিলে ফেলবার নেশা। পঁচিশ, একত্রিশ, তারপর আবার একত্রিশ, এবারে সাতচল্লিশ জন। এই হল চূড়ান্ত, বুঝলে। আটচল্লিশ থেকে শুরু হবে গণছাঁটাই। আইনের সম্মতি আছে।

মার্থা। তার মানে?

অট্টো। তার মানে, এইরকমই চলবে। ওরা আর জিনিসের ভালো-মন্দ বাছবিচার করতে বসবে না। ওদের অত সময় নেই। ওদের পৌঁছতে হবে জেট যুগে। তার মানে, এদের দিয়েই শেষ হবে না। এই সবে শুরু হল।

নীরবতা।

অট্টো। আমার ভয়ের কিছু নেই। আমার বয়েসটা এখন সবচেয়ে ঠিক জায়গায়, আর কাজও করতে পারি। যারা ছাঁটাই হয়েছে তাদের কাজ সামাল দিতে নতুন প্ল্যান নিয়ে যখন ফোরম্যান এসেছিল, তখন, বুঝলে, কিছু লোক 'না' বলেছিল। ফোরম্যান কেবল তাকিয়ে দেখেছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, লোকটা কি বলতে চায়।
মার্থা। আর তুমি?
অট্টো। আমি 'হ্যাঁ' বললাম। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। এ তো সহজেই সম্ভব। লোকটা তখন আমার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, 'এই তো চাই!' আমি জানি তার মানে কী হয়।

স্বল্প নীরবতা।

অট্টো। তার মানে নিরাপত্তা। ঈশ্বরের অপার করুণা! (ঘেমে উঠেছে।)
মার্থা। বাড়তি যে কাজটা করতে হবে, সেটা কি সহজ?
অট্টো। আমি এখন আরো একটা পাশের ঢাকনা স্ক্রু দিয়ে আঁটি, বাঁ দিকের শো-উইনডোতে। আর সামনে একটা বাড়তি স্ক্রু। এতদিন গ্রুশ্‌কে এগুলো করে রাখত। শো-উইনডোর স্ক্রুগুলো এতকাল আমার পিছনের একজন করত। এই কুড়ি মিটার মতো দূরে বসত। আমি তাকে চিনতাম না। (মাথা নেড়ে) সব ঢেলে সাজানো হয়েছে।

নীরবতা।

অট্টো। দু-চার দিনের জন্যে অ্যাসেম্বলি লাইনের গতিটাই একটু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যতদিন না প্রত্যেকে নতুন কাজে রপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর আবার আসবে নতুন গতি। (দম নিয়ে) এখন একভাবে চলছে, বুঝলে, কিন্তু আবার যখন জোরে চলবে, তখন হাত চালাতে হবে। তখন আর মাথায় অন্য কোনো চিন্তা আনাই চলবে না। ফোরম্যান বলে দিয়েছে।
মার্থা। তুমি তোমার সাধ্যমতো করলেই চলে যাবে।
অট্টো (মাথা নাড়ে। এমন ভাবে বসে থাকে যেন খুব পরিশ্রম করেছে, ঘাম ঝরছে। হাঁপায়। সিগারেট খায়, আর সেই সঙ্গে বীয়ার।)

নীরবতা।

লুডহিবগ (তার বাবার দিকে তাকিয়ে দেখে)।

অট্টো। তাকিয়ে দেখছিস কি?

লুডহিবগ। আমি কিছুই দেখছি না। (আবার পড়তে শুরু করে, পত্রিকায় মন দেয়।)

অট্টো। সেই ভালো। আমি চাই না তুই আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবি। সেজন্য দরকার হলে অন্য কাউকে খুঁজে নিস।

লুডহিবগ। আমাকে ঐ পঞ্চাশ মার্ক দেবে?

অট্টো। না।

লুডহিবগ (তাকিয়ে দেখে)।

নীরবতা।

দ্বিতীয় দৃশ্য : কাণ্ডজ্ঞান

শনিবার সকালের দিকে, বারান্দায়। জুতো নিয়ে।

অট্টো। তোর মতো এত সময় থাকলে নিখুঁত করে কাজ করতে হয়।

লুডহিবগ। ঠিকই।

অট্টো। নিজেকে কাজের লোক করে তোল, তাহলে কেউ কিছু বলবে না। এদিকে দেখ, (একটা জুতো তুলে নিয়ে) এই চামড়া আর সোল-এর মাঝখানে, এইটেই সবচেয়ে শক্ত জায়গা, এখানে ব্রাশ পেঁছিয় না, নোংরার নাগাল পায় না, ফলে নোংরা জমে যায়।

লুডহিবগ। হ্যাঁ।

অট্টো। আর এবার কৌশল। (ব্যাগ থেকে একটা সুতো বের করে) এই সুতো দিয়ে হবে সেই সমস্যার সমাধান। (হাসে।) এবার তার নাগাল পাওয়া যাবে, তার শেষ রেশ পর্যন্ত বের করে আনা যাবে। (জুতোটা দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে দুহাতে সুতোটার দুই প্রান্ত ধরে চামড়া আর সোল-এর মধ্যেকার ফাঁকে সেটাকে ঢুকিয়ে এদিক ওদিক টানাটানি করে, সুতোর ঘসায় ময়লা বেরিয়ে আসে।)

লুডহিবগ (তাকিয়ে দেখে)।

অট্টো। প্রমাণ হয়ে গেল। (সুতোটা তুলে ধরে) এটার রঙই পালটে গেছে, ময়লাটা দেখছিস?

লুডহিবগ। হ্যাঁ।

অট্টো। তাহলে চেষ্টা কর।

লুডহিবগ (তাকিয়ে থাকে)।

অট্টো। কেউ কিছু শিখিয়ে দিলে খুশি হতে হয়।
লুডহিবগ (বাবার ধরন অনুসরণ করে আরেকটা জুতো পরিষ্কার করে)।
অট্টো। শেষ হলে বলিস। আমি এসে দেখব কেমন হয়েছে।
লুডহিবগ। বেশ।
অট্টো। বিকেলে আমার সঙ্গে গ্লাইডার ওড়াতে যাবি।
লুডহিবগ। আমার অন্য কাজ আছে।
অট্টো। কী?
লুডহিবগ (তাকায়)।
অট্টো। বাঃ, আজ একটা নতুন মডেল প্রথম ওড়াব, টেস্ট ফ্লাইইং, তাই সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছিলাম।
লুডহিবগ। ওসব আমার ভালো লাগে না, তোমার ঐ টেস্ট ফ্লাইইং।
অট্টো। কিন্তু আমার, আমার ঐ টেস্ট ফ্লাইইং খুব ভালো লাগে।
লুডহিবগ। জানি।
অট্টো। ঠিক যেখানে ব্যাপারটা ঘটছে, সেখানে না গিয়ে নিচে থেকে চালানো, নিজে প্লেন-এ বসে চালানোর চেয়ে কঠিন হতে পারে। এক্স্পার্টরাও তা মানেন।

নীরবতা।

অট্টো। চোখটাই আসল, বাতাস দেখতে পাওয়া চাই। (হাসে।)
লুডহিবগ (মাথা নাড়ে)।
অট্টো। ও তুই কোনো দিন শিখতে পারবি না, ঐ গ্লাইডার ওড়ানো। (ওর দিকে আরো একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর রান্নাঘরে চলে যায়।)
মার্থা। এতক্ষণে বাজার করতে যাওয়ার সময় হল? জানো না, আজ শনিবার, সুপার-মার্কেট-এ ভিড় থৈ থৈ করছে?
লুডহিবগ। আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট আনবে?
মার্থা। কাজ করে দিয়েছিস। নিশ্চয়ই আনব।
লুডহিবগ (জুতো পরিষ্কার করে চলে)।
মার্থা আর অট্টো (পোশাক পরে বেরিয়ে যায়)।

তৃতীয় দৃশ্য : ক্যাশ মেলানো

সুপার-মার্কেট-এর ক্যাশ কাউনটার-এ। মার্থা আর অট্টো বেশ অনেকটা কেনা-কাটা করেছে। ওরা, বিশেষ করে অট্টো, অন্যদের ঝুড়ির দিকে তাকাচ্ছে। দাম দেবার লাইনে অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

অট্টো (চাপা স্বরে, মার্থাকে)। ওদিকে দেখ।

মার্থা। কী?

অট্টো। ঐ যে মহিলা, ওপাশে! (মাথা নেড়ে দেখায়।)

মার্থা (দেখে)।

অট্টো। কী আছে ওর মধ্যে?

মার্থা (মাথা নাড়ে)।

অট্টো। কাল রোববার। ওদিকে দু প্যাকেট মাগ্‌গি স্যুপ, একটা শশা, দু বোতল বীয়ার, আর একটা রুটি। বুঝলে? একটা আস্ত পরিবার, সঙ্গে দুটো বাচ্চাও আছে।

মার্থা। হয়তো গতকাল কেনাকাটা করেছে, তারপর কিছু বাদ পড়ে গেছল।

অট্টো। তোমার মুণ্ডু, দু প্যাকেট মাগ্‌গি স্যুপ, একটা শশা, একটা রুটি আর দু বোতল বীয়ার! (মাথা নাড়ে, সবজান্তার মতো হাসে।) লোকটা বেকার, সোজা কথা!

মার্থা। কী করে বোঝ?

অট্টো। মগজে একটু বুদ্ধি থাকলেই বোঝা যায়।

মার্থা আর অট্টো (ঐদিকে তাকায়)।

মার্থা। এবার আমরা! (ক্যাশ কাউনটার-এর ছোট্ট রোল-ব্যাণ্ড-এর ওপর একটা একটা করে জিনিস রাখে। কাউনটার-এর মহিলাটি তাঁর বোতাম টিপে টিপে সব একটা ঝুড়িতে রাখেন, ওখান থেকেই খদ্দেরকে মাল নিয়ে যেতে হবে।)

ক্যাশিয়ার। তিয়াত্তর মার্ক চুরানব্বুই।

মার্থা (তার ছোট মানি ব্যাগ তোলপাড় করে)।

ক্যাশিয়ার। তিয়াত্তর মার্ক চুরানব্বুই।

মার্থা (মাথা নাড়ে। তার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে ওঠে)। তোমার কাছে কিছু আছে? আমার কম পড়ে গেছে। (ব্যস্ত হয়ে মানি ব্যাগ হাতড়ে যায়।)

অট্টো (লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, চারদিকে তাকায়, অন্য লোকেরা তাকাচ্ছে। যাতে তার ওপর কারো সন্দেহ না হয় সেইজন্য জোর গলায়)। আমার বয়ে গেছে। বাজার করতে এসেছ, দাম দিতে হবে খেয়াল হয়নি!

মার্থা। এর মধ্যে তো একশো মার্ক-ই ছিল, এখন দেখছি পঞ্চাশ।

ক্যাশিয়ার। তাহলে এখন কী হবে? তিয়াত্তর মার্ক চুরানব্বুই ফেনিখ্‌।

মার্থা (সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি)। চুয়ান্ন মার্ক-এর ওপর যা আছে, রেখে যেতে হবে।

ক্যাশিয়ার। ঐটেই বাকি আছে, এদিকে আমি সব মেশিনে যোগ দিয়ে বসে আছি!

মার্থা। মাপ করবেন।

অট্টো (গলা তুলে)। আচ্ছা চীজকে বিয়ে করেছিলাম যা হোক। আমাকে যেতে দিন, ফ্রয়লাইন, (ক্যাশিয়ার-এর উদ্দেশে) এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আমি ওকে সংসার খরচা দিই আট শো পঞ্চাশ মার্ক।

মার্থা। চুপ কর!

অট্টো (রেলিং ধরে এগিয়ে গিয়ে বেরোবার জায়গা দিয়ে বেরিয়ে ছুটে চলে যায়)।

মার্থা (ক্যাশিয়ারকে)। আমি ফ্রাউ মাইয়ার, আপনি তো আমাকে চেনেন, না কি?

চতুর্থ দৃশ্য : রাতের প্রহরা

রান্নাঘরে। মার্থা কাঁদছে। অট্টো একদৃষ্টে ছেলের দিকে তাকিয়ে।

অট্টো। এর শাস্তি তোকে পেতে হবে!

মার্থা (তাকায়)।

অট্টো (মাথা নাড়ে)।

মার্থা। জানিস, কিরকম অপদস্থ হয়েছি আমরা! অসহ্য!

অট্টো (মাথা নাড়ে)। তোর জন্য তোর বাপ-মায়ের এই হেনস্থা! (চড় মারে।)

লুডহিবগ (সহ্য করে, সামনের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই)।

অট্টো (উদ্দেশ্যহীনভাবে)। উত্তর দে। যে পঞ্চাশ মার্ক চুরি করেছিস, সেটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

লুডহিবগ (তাকিয়ে থাকে, কিছু বলে না)।

মার্থা। ফেরত দিয়ে দে। চুরি করা জিনিস ফেরত দিয়ে দিতে হয়। নইলে আরো খারাপ ব্যাপার হবে।

লুডহিবগ (তাকায়)।

অট্টো। এই আমার ছেলে, যার সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ অন্য ধারণা ছিল।

লুডহিবগ (তাকিয়ে থাকে, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই)।

অট্টো। আমি এক্ষুনি পেয়ে যাব। অপরাধী কে, প্রমাণ করে দেব। (লাফিয়ে উঠে বসবার ঘরের কাউচ-এর কাছে যায়, সেটা এক টানে খুলে ফেলে, সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলে খোঁজে, কিছুই পায় না, ফিরে আসে।) পঞ্চাশ মার্ক ফেরত দে, নইলে তোর কপালে দুঃখ আছে।

মার্থা। অট্টো!

অট্টো। তোমার ছেলে একটা জানোয়ার, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। (মাথা নাড়ে।) জানা কথা, ওকে কেউ কাজে নেবে না। ওকে দেখলেই বোঝা যায়। রিক্রুটিং অফিসারদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলে, এই ভদ্রসন্তানটি চোর। আমি তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে পঞ্চাশ মার্ক-এর নোটটা আমি টেবিলের ওপর দেখতে চাই। এক, দুই, তিন। (তাকিয়ে দেখে।)

লুডহিবগ (কোনো প্রতিক্রিয়া নেই)।

অটো (আবার লাফ দিয়ে ওঠে। বসবার ঘরে গিয়ে লুডহিবগ-এর ড্রয়ার টান মেরে খুলে ফেলে, সেটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে, সব তছনছ করে, পোস্টার-গুলো ছিঁড়ে নামায়, খোঁজে, কিছু পায় না, ফিরে এসে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

মার্থা। ঐ পঞ্চাশ মার্ক ফিরিয়ে দে লুডহিবগ, এরপর তোর বাবার আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকবে না।

লুডহিবগ (তাকিয়ে থাকে)।

মার্থা (কাঁদতে শুরু করে)।

অটো। যেখানে রেখেছিস সেখান থেকে বের করে ওটা টেবিলের ওপর রাখ।

লুডহিবগ (তাকিয়ে থাকে, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই)।

অটো (তাকায়)। প্যাণ্ট খোল।

লুডহিবগ (তাকিয়ে থাকে)।

অটো। প্যাণ্ট খুলতে বলছি, নাকি আমিই টেনে খুলব?

নীরবতা।

লুডহিবগ (খানিকক্ষণ কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তারপর জীন্‌স্‌ খুলে ফেলে)।

অটো (সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজে, কিছু পায় না)। এবার ওটা।

লুডহিবগ (তাকায়। তারপর চামড়ার জ্যাকেটটা খোলে)।

অটো (সেটার মধ্যে খোঁজে। কিছু পায় না)।

লুডহিবগ (তাকিয়ে থাকে)।

অটো (উন্মত্ত)। ঐ পঞ্চাশ মার্ক ফেরত দে। আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে, বলে দিচ্ছি। (চিৎকার করে) ফেরত দে। আমার টাকা ফেরত দে।

লুডহিবগ (তাকিয়ে থাকে)।

অটো। কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, ভালোয় ভালোয় বল।

লুডহিবগ (চুপ করে থাকে)।

অটো। বাবুকে এবার সব খুলতে হবে। চটপট। আমার হুকুম।

লুডহিবগ (হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে, গাল বেয়ে অবারিত ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, সেই সঙ্গে অন্য সব জামাকাপড় খুলে ফেলে শেষে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)।

অটো (স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে দেখে, আর কিছু করবার নেই। উলঙ্গ ছেলের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, পঞ্চাশ মার্ক-এর কোনো চিহ্ন নেই।)

দীর্ঘ নীরবতা।

অট্টো (হঠাৎ হালকা ভাবে, যেন একটা অন্যায় স্বীকার করছে)। বাপ-মায়ের কাছে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এতটুকু অবস্থা থেকেই তো তারা দেখে আসছে। (মাথা নাড়ে)।

নীরবতা।

মার্থা (মুখ ঢাকে, লুডহিবগ-কে উলঙ্গ দেখতে চায় না)।

অট্টো। তোর আস্পর্দার বলিহারি! বড় চালাক হয়েছিস, কোথায় টাকাটা রেখেছিস, কিছুতেই ফাঁস করবি না। (মাথা নাড়ে।) ওসব আমার জানা আছে।

স্বল্প নীরবতা।

অট্টো। আমি বলে রাখছি, মনে রাখিস, তোর কিচ্ছু হবে না। এই দুনিয়াটা আমি চিনি। এখানে তোর মতো লোক কারো কোনো কাজে লাগবে না। সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। তুই আমার মতো হোস নি।

লুডহিবগ (বাবার দিকে তাকায়, ঠাণ্ডা স্বরে কাঁদতে কাঁদতে)। তোমার মতো হবার আগে আমি বরং মরব।

অট্টো (প্রায় ফেটে পড়ে, ছেলের দিকে তাকিয়ে মার্থাকে বলে)। শুনলে?

মার্থা। কী? (কাঁদছে।)

দীর্ঘ নীববতা।

অট্টো। আমি জানতাম, ঠিকই জানতাম। (আরেকটু ক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ নিজেকে সংযত করে অনিশ্চিতভাবে তাকাতে তাকাতে নিজের ছোট্ট ঘরে চলে যায়।)

দীর্ঘ নীরবতা।

মার্থা। কিছু একটা পর। তোর যে ঠাণ্ডা লাগবে।

লুডহিবগ (তার জিনিসপত্র একসঙ্গে জড়ো করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বসবার ঘরে চলে যায়, সেখানে গিয়ে পোশাক পরে।)

মার্থা (আপন মনে)। তেমন কিছু একটা কুকাজ নয়, এর চেয়ে অনেক কুকাণ্ড লোকে করে। (মাথা নেড়ে সাহস সঞ্চয় করে।)

লুডহিবগ (পোশাক পরে নিয়েছে, এবার নিজের সব জিনিসপত্র আবার গোছগাছ করে নেয়, ছেঁড়া পোস্টার ইত্যাদি দেখে কষ্ট পায়। বাইরে যাবার ব্যাগটা

তুলে নিয়ে তাতে দরকারি ও সাধের জিনিসগুলো ভরে নেয়, বাথরুম থেকেও নিজের জিনিসপত্র নিয়ে আসে। গোছানো শেষ করে রান্নাঘরে ফিরে আসে।)

নীরবতা।

মার্থা (তাকায়)।

লুডহিগ (রান্নাঘরের সাইডবোর্ড-এর ভিতরে রাখা এক গাদা কাপ-এর তলা থেকে সেই পঞ্চাশ মার্ক বের করে)।

মার্থা (তাকিয়ে দেখে)। দেখিস, সাবধানে থাকিস, কিছু বাধাস নে, তাড়াতাড়ি ফিরিস।

লুডহিগ (মাথা নাড়ে, পঞ্চাশ মার্ক পকেটে রাখে, তারপর ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যায়)।

মার্থা (তাকিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখে)।

অতি দীর্ঘ নীরবতা।

অট্টো (তার কামরা থেকে রান্নাঘরে ফিরে আসে)। চলে গেছে?

মার্থা (মাথা নাড়ে)।

নীরবতা।

অট্টো (টেবিলের বাঁ দিক ঘেঁসে বসে মার্থার দিকে তাকায়)।

দীর্ঘ নীরবতা।

মার্থা (খুব ঠান্ডা স্বরে)। আজকের ব্যাপারের জন্য আমি তোমাকে কোনো দিন ক্ষমা করব না।

অট্টো (তাকায়)। কেন?

দীর্ঘ নীরবতা।

পঞ্চম দৃশ্য : কাউন্ট ডাউন

অনেক রাতে বসবার ঘরে টিভি দেখছে। মার্থা আর অট্টো।

অট্টো (এক চুমুক বীয়ার খায়)।

মার্থা (ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়)।

অট্টো (কোনো প্রতিক্রিয়া নেই)।

নীরবতা। ওরা টিভি দেখে চলে।

অট্টো (আবার গেলাসে বীয়ার ঢেলে, খায়)।

নীরবতা।

মার্থা (উঠে গিয়ে রান্নাঘরে দেখে, ইলেকট্রিক কুকিং রেঞ্জ-এর নব্‌গুলো বন্ধ করেছে কিনা। রান্নাঘরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর আবার ফিসে এসে বসে)।

নীরবতা।

মার্থা (অট্টো-র দিকে তাকায়)।
অট্টো (আবার বীয়ার খায়)।

(টিভি চলছে। আবার একটা ওয়েস্টার্ন।)

নীরবতা।

অট্টো (আবার গেলাসে বীয়ার ঢালে, ঢালতে গিয়ে অসাবধানে কার্পেটে একটু বীয়ার পড়ে যায়)।
মার্থা (সেটা লক্ষ করে, লাফিয়ে উঠে ছুটে রান্নাঘরে একটা ন্যাতা নেয়, বয়লার থেকে গরম জল নিয়ে তাতে ন্যাতাটা ভিজিয়ে নিয়ে বসবার ঘরে ফিরে আসে, হাঁটু গেড়ে বসে সযত্নে দাগগুলো মুছতে থাকে)।
অট্টো (পা দুটো সরাতে হয়, তাতে ক্ষুব্ধ হয়, মার্থা তার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকায়। মুছে চলে)।

নীরবতা।

অট্টো (মার্থা তার পায়ের কাছটায় পৌঁছেছে লক্ষ করে বোতলটা নিয়ে ইচ্ছে করে কয়েকটা খুব ছোট ছোট ফোঁটা কার্পেটের ওপর ফেলে, কাজে ব্যস্ত তার স্ত্রী মার্থার হাঁটুর পাশেই)।
মার্থা (সেটা লক্ষ করে কেবল একবার অট্টো-র দিকে তাকায়)।
অট্টো (বীয়ারের বোতলটা রেখে দেয়)।
মার্থা (ইচ্ছে করে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে, তারপর ঘটা করে নতুন দাগগুলো মুছতে শুরু করে)।
অট্টো (গেলাস খালি করে দিয়ে তাকায়)।
মার্থা (অট্টোর মুখের দিকে তাকায় ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে, তারপর আবার মুছে চলে)।

অট্টো (নিঃশ্বাস ফেলে, তাকায়, বোতলটা নিয়ে আবার গেলাসে ঢালতে যায়)।

মার্থা (তার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকায়)।

অট্টো (কোনো জানান না দিয়েই হঠাৎ বোতলটা বসবার ঘরের টেবিলে আছড়ে ভেঙে ফেলে)।

মার্থা (চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায়)।

অট্টো (উঠে দাঁড়ায়)।

মার্থা (তাতে বিপদ আশঙ্কা করে আরো জোরে চিৎকার করে ওঠে)।

অট্টো (টিভি-র কাছে গিয়ে এক ধাক্কায় সেটাকে সাইডবোর্ড থেকে ফেলে দেয়)।

মার্থা (আতঙ্কে ওর চিৎকার থেমে যায়, অবাক চোখে অট্টোর দিকে তাকিয়ে থাকে)।

অট্টো (হাতের কাছে যা পায় সব লণ্ডভণ্ড করতে থাকে, ফুলদানিগুলো দেওয়ালে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে, আলমারিগুলো উলটে ফেলে, চেয়ারগুলো দেওয়ালে ছুঁড়ে মারে, কার্পেট ছিঁড়ে উলটে দেয়। এসব চলে অনেকক্ষণ ধরে।)

মার্থা (আঘাত এড়াতে এক কোণ থেকে অন্য কোণে ছোটাছুটি করে)।

অট্টো (তার ছোট্ট কামরায় ছুটে গিয়ে সেখানে সব ভেঙে চুরমার করে। একটা প্রায় শেষ করে ফেলা গ্লাইডার আলাদা করে নিয়ে বহুবার সেটাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারে, যতক্ষণ না সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপর রান্নাঘরের দিকে রওনা হয়।)

মার্থা (উন্মত্তভাবে হঠাৎ ছুটে গিয়ে দরজা আগলে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, সব-কিছুর জন্য প্রস্তুত)। শুনে রাখ, আমাকে খুন করে তারপর রান্নাঘরে ঢুকবে।

অট্টো (একবার স্ত্রীর দিকে তাকায়, তারপর ফিরে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে যেন রেল স্টেশনে অন্য গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে, নিজের যাবতীয় অপকর্ম লক্ষ করে। হঠাৎ যেন মাথায় ভূত চাপে, শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে একটা দেওয়ালের দিকে ছুটে যায়, প্রচণ্ড জোরে দেওয়ালে মাথা ঠোকে, আর্তনাদ করে ওঠে, আবার মাথা ঠোকে, মাথা ঠুকে দেওয়ালটা ভাঙতে চেষ্টা করে)।

নীরবতা।

অট্টো (হঠাৎ বাথরুমে গিয়ে নিখুঁতভাবে সাবান দিয়ে হাত দুটো ধুয়ে ফেলে··· তারপর অবাক দৃষ্টিতে আয়নার দিকে তাকায়)।

মার্থা (তাড়াতাড়ি)। কথায় আছে, আয়না ভাঙলে সাত বছরের ফের। (মাথা নাড়ে।)

অট্টো (আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে)।

নীরবতা।

ষষ্ঠ দৃশ্য : নীরবতা

রবিবার। দিনের বেলা। মার্থা আর অট্টো।

এক যন্ত্রণাদায়ক, অতি দীর্ঘ দৃশ্য। এ দৃশ্যে দেখা যাবে, দুজনে গোছগাছ করছে। যা-কিছু মেরামত করা সম্ভব (যেমন একটা চেয়ার ইত্যাদি), অট্টো তা মেরামত করছে। মার্থা প্রধানত পরিষ্কার করছে। চলবে অনেক সময় ধরে···

সপ্তম দৃশ্য : চাঁদের দেশে

এখন সন্ধ্যা। অট্টো আর মার্থা কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় আসবাবে সজ্জিত এক বসবার ঘরে বসে।

নীরবতা।

মার্থা। ওটার দরকার ছিল। (মাথা নাড়ে।) পিকচার টিউব-এ কোথাও ফেটে গিয়ে থাকলে, আস্ত টিভি-টাই ফেলে দিতে হতে পারে। আমার তো মনে হয়, ক্ষতির পরিমাণটা অন্তত হাজার মার্ক, (জোর দিয়ে) বলাই বাহুল্য, রঙিন টিভি বাদ দিয়েই।

অট্টো (তাকায়)।

নীরবতা।

মার্থা (আপন মনে, যেন সাহস সঞ্চয় করতে চায়)। ভগবান, এমন অবস্থায় অন্য লোকেরা কী করে! পুরো সংসারটাই ছারখার করে দেয়! (স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখে।) একটা ফিল্‌ম্‌ তোলা থাকলে এখন তোমাকে দেখাতাম, দেখতে!

অট্টো (মাথা নাড়ে)।

নীরবতা।

মার্থা। নিজের আসল রূপ কেউই চেপে রাখতে পারে না।

অট্টো (মাথা নাড়ে)। ডুব দেওয়া, নিজের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যাওয়া, গভীর সমুদ্রে, 'শাদা হাঙরের' ভয় তুচ্ছ করে, বুঝলে!

নীরবতা।

অট্টো। ও কি ফিরে আসবে?

মার্থা। পয়সাটা যখন পেয়েছে, তখন ও রক ফেস্টিভাল-এ গেছে। ওটা শেষ হলে খিদে পাবে, তখন ফিরে আসবে।

অট্টো (মার্থার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায়)।

নীরবতা।

মার্থা। ও ঠিক আবার আসবে. কেন আসবে না আর কখনো?

নীরবতা।

মার্থা। যখন এইটেই ওর বাড়ি।

অট্টো। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমরা একবার এক ঘোড়সওয়ার দেখেছিলাম, সত্যিকারের এক ঘোড়া সমেত। সে এসেছিল ঘোড়ায় চেপে। আমার মা আর আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল। যদি ঘোড়াটা চাট মারে সেই বিপদের কথা ভেবেই বোধ হয় তখন সে ঘোড়াটাকে আস্তে চালাচ্ছিল। তারপর সে আমাদের দিকে তাকিয়ে 'গ্রুস গট' বলে হাসতে হাসতে তার পথে চলে যায়। আমার মা তখন আমাকে বলেছিল, 'ও হল রাজার ছেলে'। বলেই আমার হাত ধরে রওনা হয়েছিল। [স্বল্প নীরবতা।] শুরু করার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। [স্বল্প নীরবতা।] মাঝে মধ্যে মনে হয়, ওরা আমাকে খারিজ করে দেবে।

মার্থা (তাকায়)।

অট্টো (মাথা নাড়ে)। শুধু কাজটাই এখনো চালু আছে। লাইন ঘুরেই চলেছে। কিন্তু বিরতির সময় এলে ওরা সুইচ্ অফ করে দেয়। সকাল সাতটায় ওরা চালু করে, যাতে আমরা কাজে লেগে থাকি সাতটা থেকে পৌনে নটা অবধি। পৌনে নটা থেকে নটা ওরা আমাদের সুইচ্ অফ করে না, তখন এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করতে দেয়, তখন রুটি খাবার সময়, প্ল্যান করবার সময়। তারপর নটার সময় আবার শুরু হয়, চলে সোয়া বারোটা অবধি। সোয়া বারোটা থেকে একটা অবধি আমরা ক্যানটীন-এ যেতে পারি, সেটা কারখানা চত্বরের মধ্যে বলে।

মার্থা। মানুষটা কত কথার মজাই জানে!

অট্টো। তারপর আবার চলে পাঁচটা কিংবা সাতটা অবধি, যদি স্পেশাল শিফ্‌ট্ থাকে। ছুটির সময় ওরা একেবারে অফ করে দেয়, ইলেকট্রিক টাইপ-রাইটার-এর মতো। তখন আমাদের একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেয়, যাতে ধুলো না পড়ে। তখন আমরা শপ-ফ্লোর-এ বসে থাকি। তিনশো পঞ্চাশটা মানুষ। যার একটা চেয়ার আছে নিজের বলে, সে তাতে বসে, নইলে যেখানে হোক, নয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোনো, ঘোড়ার মতো। তারপর কন্ট্রোল রুম-এর

একজন আমাদের সকলের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ চালু করে দেয়। তখন আমরা কল্পনার চোখে দেখি, নিজের নিজের গাড়ি করে সুন্দর ফ্ল্যাট-এ সংসার আর সন্তানের কাছে যাচ্ছি। সেখানে কোনো কিছুর অভাব নেই, আর ছুটি। যেমন হয় আর কি! তারপর আরো আছে। সেখানে যে টিভি আছে, সেটা চালু করে দেবে সেই লোকটা যে আমাদের চালু করে। (সেকথা ভেবে হাসে।) তারপর আবার টিভি-র মধ্যে আরো একজন চালু হয়। (হাসে।) সেই কথাটা জানো?

মার্থা। কোনটা?

অট্টো। এক যে ছিল লোক, তার ছিল এক বউ, তার ছিল এক ছোট ছেইলা, তারা সেণ্ট জাক্‌ল-এ গেইলা, আর যেই তারা সেণ্ট জাক্‌ল-এ আইলা, সেই তারা দেখা পাইলা?—একটা লোক, একটা বউ, আর ছোট ছেইলা, তারা সেণ্ট জাক্‌ল-এ গেইলা, আর যেই তারা সেণ্ট জাক্‌ল-এ আইলা, সেই তারা দেখা পাইলা? একটা লোক, একটা বউ, এক ছোট ছেইলা——

মার্থা। তারা সেণ্ট জাক্‌ল-এ গেইলা! (হাসে।) তুমি একটা গাধা!

অট্টো। আর পরদিন সাতটায় শপ-ফ্লোর-এ আবার প্রাণ এল, ঢাকনাগুলো নামানো হল। কিন্তু কেউ কিছু লক্ষ করে না? (মার্থার দিকে তাকায়।) সেটা জানো?

মার্থা। না, কারণ ওটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

অট্টো (মাথা নাড়ে)। কারণ তোমাকে আমার মতো খাটতে হয় না।

মার্থা (বিরক্ত)। সংসারে আমার অনেক কাজ আছে।

অট্টো (মাথা নাড়ে)। সব বানানো। মানুষের জন্য কোনো দরদ নেই।

মার্থা। তোমার মাথায় কিচ্ছু ঢোকে না।

অট্টো। ওদের মাথায় যদি অন্য দুর্বুদ্ধি থাকে! নিজের স্বীকৃতি কোথায় পাওয়া যায়? উইণ্ড-স্ক্রীন-এ লাগানো আমার চোদ্দটা স্ক্রু, আর দরজার লাইনিং-এ নতুন দুটো, এবার যা শিখে নিলাম, শপ-ফ্লোর-এ দু-চার দিন উত্তেজনা, ওপরমহল মাথাগুলোকে একটু বিশেষ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়, নতুন কাজ শিখে নেবার জন্য।

নীরবতা।

পেনশন নেবার বয়স হলে আমাদের সকলকে এক পুরনো ফাঁকা গুদামঘরে নিয়ে যাওয়া হবে, তার ওপর একটা ঢাকনা ফেলে দেবে, তারপর দু' ঘণ্টা ধরে একটা ফিল্‌ম্‌ দেখানো হবে, তাতে দেখা যাবে এক পেনশনভোগী বুড়ো দশ বছর কেমন সুখে কাটাচ্ছে। ব্যস্‌।

স্বল্প নীরবতা।

প্রকাশ পাবে···

মার্থা। তুমি প্রকাশ করেছ, তুমি জানো যে তুমি যা-কিছু আছড়ে ভেঙেছ, সবই ছিল সত্যি সত্যি।

অট্টো। আমার চিন্তায় বাধা দিও না। পার না, তুমি সুতোটা ধরতেই পার নি।

মার্থা। খাঁটি কথা।

অট্টো। আগে ভাবতাম, বড় হলে মুক্তি পাব। কিন্তু তখনই আমাদের পরিচয় হল, আমাদের বিয়ে হল।

মার্থা। সেটাই হল এক জঘন্য কাজ।

অট্টো (নিচু স্বরে)। মাঝে মাঝে একটা কোনো অশ্লীল বই কিনে এনে, তোমার কাছে না গিয়ে আমি হাত মারি।

মার্থা। আমি তোমার হাত মারার উপকরণ নই।

অট্টো। জানি।

নীরবতা।

মার্থা (অট্টোর দিকে তাকায়)। আমাকে দেখলে কি তোমার আতঙ্ক হয়? যা মনে হয় অনায়াসে বলতে পার।

নীরবতা।

অট্টো (মাথা ঝাঁকিয়ে 'না' বলে)। নিজেকে।

মার্থা। আমাকে নয়।

অট্টো। অনেক সময়, যখন (খুব নিচু স্বরে) ওটা হাতে ধরি, মনে হয়—ওটা যদি ছোট হয়ে যায়! তখন নিজেকে একটা ছোট ছেলের মতো মনে হয়, তখন প্রবল বেগে রগড়ে যাই।

নীরবতা।

মার্থা। আমি তোমায় জোর দিয়েই বলতে পারি, না, ওটা ছোট হয় না। তুমি ছোট হয়ে যাও, ওটা নয়।

অট্টো (মার্থার দিকে তাকায়)।

নীরবতা।

অট্টো। সব যেন জট পাকিয়ে গেছে। যেখানেই হাত দিই, সেখানেই সব টান টান এ'টে আছে। আর আমার নিজের মধ্যে সবই কেমন বেশি বড়, সবই নষ্ট হয়ে যায়।

মার্থা। সব কিছু নষ্ট করার মধ্যে তুমি একটা মজা পাও, সেটা ঠিকই।
অট্টো। সে তো সাময়িক।
মার্থা। আর আমি?
অট্টো। হ্যাঁ, তুমিও।
মার্থা (স্বল্প নীরবতার পর)। অথচ এত চেষ্টা করি।
অট্টো। সেটা তোমার দোষ নয়, তুমি যেমন বাসন ধোবার সময় রবারের দস্তানা পর, আমার হাতে তেমনি সব সময় রবারের দস্তানা পরা।
মার্থা। ওটা তাহলে খুলে ফেল।
অট্টো। বাচ্চা বয়সে উলের টুপি মাথায় দিয়ে ঘুমোতে আমার খুব ভালো লাগত। গরমকালেও, কারণ তাতে আমার কান দুটো ঢাকা থাকত, আর আমার সব সময় একটা ভয় ছিল, রাতের বেলা কেউ এসে কাঁচি দিয়ে আমার কান দুটো কেটে নেবে। মা দেখতে পেলে খুলে নিত।

তিন মিনিট নীরবতা।

মার্থা। তোমার স্বীকারোক্তি শেষ?
অট্টো (তাকায়)।
মার্থা (ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা স্যুটকেস নিয়ে আসে)।
অট্টো। কি হল আবার?
মার্থা। আমি তোমার এখান থেকে চলে যাচ্ছি, অট্টো, আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি।
অট্টো। কেন?
মার্থা। তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার কর তাতে মনে হয় যেন আমি একটা মানুষ না, জানোয়ার।
অট্টো (তাকায়)।

অষ্টম দৃশ্য : বিদ্রোহ

একটা ছোট ঘরে মার্থা একা। সবে এসেছে। তার জিনিসপত্র সব ছড়ানো ছিটনো। মার্থা গোছগাছ করছে। মাঝে একবার নিজের জন্য কফি বানায়, বানাতে বেশ সময় লেগে যায়, কারণ স্টোভটা ঠিক বাগে আনতে পারে না। নিজের অসহায়তায় নিজে বিরক্ত হয়। সেটা বোঝা যাবে। মার্থা ক্লান্ত, তবু নিজের সঙ্গে, নিজের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে প্রচণ্ড চেষ্টা করে। কফিতে চুমুক দেয়, বসে থাকে, চারপাশটা তাকিয়ে দেখে, অঝোরে কাঁদে।

নীরবতা।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য : সম্পর্ক ভাঙবার অনুমতি

অত্যন্ত সাধারণ আসবাবে সজ্জিত সাব-লেট-করা ঘর। ঘরের একটিমাত্র চেয়ারে ওভারকোট গায়ে অট্টো বসে আছে। মার্থা বসে আছে বিছানায়।

মার্থা (অট্টোর দিকে তাকায়)।

নীরবতা।

অট্টো। বাড়ি যাবে না? আমি নিয়ে গেলে?
মার্থা (মাথা ঝাঁকায়)।
অট্টো। এমনিতেই আসতাম না। এখন তো আরোই না।
মার্থা। না।

নীরবতা।

মার্থা। ভালো আছ?
অট্টো। হ্যাঁ।
মার্থা। আর লুর্ডাহিবগ?
অট্টো। সে-ও ভালো আছে।

নীরবতা।

মার্থা (অট্টো-কে তাকিয়ে দেখে, মুচকি হাসে)। ফ্ল্যাটটা এখনো রেখেছ?
অট্টো। যাই হোক না কেন, ওটা থাকবে।
মার্থা (মুচকি হাসে)।
অট্টো। আমি কখনো সাব-টেনাণ্ট হব না।
মার্থা (মাথা নাড়ে)।
অট্টো। তুমি তো বেশিক্ষণ থাকোই না।
মার্থা। কে বলল! এখানে বেশ চলে যাচ্ছে।

নীরবতা।

অট্টো। আমিও কদাচিৎ বাড়ি থাকি।

নীরবতা।

অট্টো। আমি কিন্তু এখনো কোনো মেয়েমানুষ পাইনি। তবে এভাবে বেশি দিন চলবে না।

নীরবতা।

অট্টো। চল না আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে মাপ করে দিচ্ছি, আবার একটা নতুন ভালোবাসা——শুরু হোক।

নীরবতা।

অট্টো। তাহলে না হয় থাক। (যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।)
মার্থা। তুমি এখনো আগের মতোই আছ?
অট্টো। ভাগ্যিস।
মার্থা। তুমি একটুও পালটাওনি?
অট্টো। পালটেছি বই কি। কিন্তু তাতে তোমার কী?
মার্থা। ঠিকই তো।

নীরবতা।

অট্টো (একেবারে দরজার কাছে গিয়ে)। তুমি এখনো আমার স্ত্রী, আর আমি যদি দাবি জানাই, তুমি তোমার স্ত্রীর কর্তব্য পালন কর, তোমায় তা করতে হবে।
মার্থা। দাবি কর না।
অট্টো। না।

নীরবতা।

অট্টো। আবার কোনোদিন আসতে পারি?
মার্থা। এদিকে কোথাও এলে!
অট্টো। তা-ই। তখন দেখে যাব, তুমি কেমন আছ। স্যারভ্যুস্!
মার্থা। আউফ হ্বীড্যারজেএন, অট্টো।
অট্টো (চলে যায়)।
মার্থা (আয়নার দিকে তাকায়)।

দ্বিতীয় দৃশ্য: কংক্রিট

কন্‌স্ট্রাকশন কম্পানির গুদামে মজুরদের থাকবার ব্যারাক-এর দরজায়। ভেতর থেকে নানারকম গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—লোকে তাস খেলছে, মদ খাচ্ছে ইত্যাদি, গানবাজনা চলছে।

ওভারকোট গায়ে অট্টো, এবং তার ছেলে।

অট্টো। আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি। চল, আবার বাড়ি চল।
লুডহিব্‌গ (তাকায়)।

নীরবতা।

অট্টো। তোর মা-ও আবার বাড়ি ফিরে আসবে।
লুডহিব্‌গ (তাকায়)।
অট্টো (তাকায়)।

নীরবতা।

অট্টো। এখানে এটা কোনো জীবন নয়।
লুডহিব্‌গ। কিন্তু আমার যদি ভালো লাগে!
অট্টো। ব্যারাক-এর জীবন! এটা তো স্রেফ একটা ঘুমোবার জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তা-ই আমার ছেলের পছন্দ! কত ভালো জায়গায় থেকে তোর অভ্যেস, তোর লজ্জা করে না!
লুডহিব্‌গ (মাথা নাড়ে)।

নীরবতা।

অট্টো। তুই এখনো সাবালক হসনি, আমি চাইলে দাবি করতে পারি, তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।
লুডহিব্‌গ। নিশ্চয়ই পার।
অট্টো। আর আমি যদি তা দাবি করি? (লুডহিব্‌গ-এর দিকে তাকায়।)

নীরবতা।

অট্টো। আমি সে-দাবি করব না। কারো কপালের লেখা জোর করে পালটানো যায় না। (স্বল্প নীরবতা। তাকায়।) তাতে আমারই সুবিধে, বসবার ঘরের

কাউচ-টাকে রোজ রাতে আর বিছানা বানাতে হয় না। আর বরাবর যা বারণ করে এসেছি, দেওয়ালে সেই পিন-এর ফটো, তা-ও নেই।

লুডহিবগ। ঠিক বলেছ।

নীরবতা।

অট্টো। চল, বাড়ি যাবি, অনেক হয়েছে।

লুডহিবগ। না।

অট্টো (তাকায়। তার মনে হয়, সে যেন ধরা পড়ে গেছে)। ঠাট্টা করছিলাম। একটা ফাঁদ পাতছিলাম।

নীরবতা।

লুডহিবগ। ভালো আছ?

অট্টো। দেখতেই তো পাচ্ছিস।

লুডহিবগ। আর মা?

অট্টো। ভালোই।

লুডহিবগ। দেখা হয়?

অট্টো। কেন হবে না? ও তো ফিরে আসছে।

লুডহিবগ। তাই নাকি?

নীরবতা।

অট্টো। এ জায়গাটা জঘন্য।

লুডহিবগ। তবে আমি এক জায়গায় কাজ শিখছি, রোজগার করছি।

অট্টো (হাসে)।

নীরবতা।

অট্টো। যদি কাউকে বলতে হয় যে তার বাহাদুর ছেলে কী, না, একজন রাজমিস্ত্রি, আর এই যদি রেওয়াজ হয়ে যায়, তবে তো জাতিটাই রসাতলে যাবে। তখন তো আর ছেলের জন্য সরকারকে দোষারোপ করা যাবে না। তার চেয়ে বরং কিছু না বলাই ভালো।

লুডহিবগ। তাই কর না কেন!

অট্টো। আমার সঙ্গে অসভ্যতা করবি!

লুডহিবগ (মাথা ঝাঁকায়)।

অটো। সেই ভালো। আমি তোর গুরুজন, সে-জোর তো আর কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

স্বল্প নীরবতা।

অটো। এবার বলা যায়, অনেক আলোচনা হয়েছে। মালপত্র কিছু থাকলে নিয়ে আয়। তারপর রওনা। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

লুডহিবগ। আমি যাব না।

অটো। একটা থাপ্পড় মারব।

লুডহিবগ। আমার গায়ে যদি হাত তোল, আমি ওদের গিয়ে বলব।

অটো। তোর বাবা তোর ভালো চায়। তুই তোর বাবার সঙ্গে তো ওরকম করবিই!

লুডহিবগ। তুমি যদি শুরু কর!

অটো। আমি তাহলে পুলিশ নিয়ে আসব।

নীরবতা।

অটো। বসবার ঘরটা তুই তোর একার মতো পাবি, তোর নিজের ঘর হিসেবে। সেখানে তোকে কেউ কিছু বলবে না। টিভি-টা ওখানেই থাকবে। ওটা হবে তোর রাজত্ব। আমার শোবার ঘর আর ল্যাবরেটরি-টা থাকলেই যথেষ্ট। রান্নাঘরটা দুজনেই ব্যবহার করব, কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলাবে না। শপথ নিয়ে আগেই সেই কথা স্থির হয়ে যাবে।

লুডহিবগ। আর মা?

অটো। তার আসতে দেরি হতে পারে।

নীরবতা।

অটো। বুড়ো বাপটাকে আর জ্বালাস নে, আমি মরে গেলে আক্ষেপ করবি, সবাই জানে।

লুডহিবগ। তুমি মারা যাওনি। তবে তুমি চাইলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি।

অটো। আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে না। ওসব বাদ দিতে পার। (চলে যায়।)

লুডহিবগ (ওর চলে যাওয়া লক্ষ করে দেখে। তাকে অনিশ্চিত দেখায়। তারপর কিন্তু ব্যারাক-এর ভিতরে ফিরে যায়)।

তৃতীয় দৃশ্য : রূপকথার আয়না

ফ্ল্যাট-এর ভিতর। এটির অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। সবটাই ঝকঝকে পরিষ্কার, তবে এখানে কেউ থাকে না। অট্টো তার সুবিধেমতো গুছিয়ে নিয়েছে। একা ফ্ল্যাট-টা সামলাতে পারে না বলে সব একটি মাত্র ঘরে এনে রেখেছে—রান্নাঘরে। বোঝা যাবে, শুধু এখানেই কেউ থাকে। সে এখানেই শোয়, টিভি-টাও এই ঘরেই রেখেছে, সব। কিন্তু রান্নাঘরটা একটু বেশি বড়। কাউচ-টা ঘিরে চারপাশে যে সংকীর্ণ জায়গাটুকু, সেখানেই আসলে তার বাস। ঐ কাউচ-টাই একমাত্র শোবার জায়গা। আর সবই দেখলে মনে হয়, সুন্দর, কেউ ছোঁয় না, অতিকায়।

অট্টো (টিভি-র সামনে বসে। রোব্যার্ট লেম্বকে 'বিভিন্ন পেশার জন্য মন ভালো রাখার উপদেশ' অনুষ্ঠান পরিবেশন করছে বাভারিয়ান রুণ্ড্ফুংক্ থেকে। অট্টো অনুষ্ঠান চলাকালীন আপন মনে কথা বলে চলেছে। যতটা দেখানো যায় দেখানো হোক, অট্টো বেশ রোগা হয়েছে, চুল কাটিয়েছে।)

নীরবতা।

অট্টো। আমি কী? রোব্যার্ট লেম্বকে-র সঙ্গে 'পেশায় মন ভালো রাখার পরামর্শ'। আমি একটা গৃহ্যদ্বার। কি বললেন, আপনি কী? আমি একটা গৃহ্যদ্বার। দক্ষ না অদক্ষ? যা বলবেন! শিখেছিলাম গদি তৈরির কাজ। এখন আমি বে. এম্. হেব-তে সেমিস্কিল্ড্ মজদুর। পাঁচশো পঁচিশ মডেল-এর গাড়িতে ষোলটা ইস্ক্রুপ লাগাই। আপনি কি গাড়ি তৈরি করেন? হ্যাঁ, গাড়ির ইস্ক্রুপ লাগানোর কাজে আছি, স্ক্রু-স্ক্রুয়ার, স্ক্রু-লাগিয়ে, স্ক্রু-লগার। আপনি বোধ হয় একজন স্ক্রু-ড্রাইভার? কী বললেন? হ্যের লেম্বকে, এই ভদ্রলোক কি একজন স্ক্রু-ড্রাইভার? আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনি একজন স্ক্রু-ড্রাইভার, হ্যের মাইয়ার, আপনার হাতটা যদি একবার অনুগ্রহ করে দেখাতেন! সানন্দে। এই দেখুন, দর্শকবৃন্দ, মার্কামারা স্ক্রু-হাত, এটায় তিনটে আঙুল, অন্যটায় দুটো। এই সঙ্কোচন হল পালন-শোষণের পরিণাম। যে আঙুলগুলো রয়ে গেছে সেগুলো সাধারণ আঙুলের ডবল লম্বা, এবং কাজের দিক থেকে একেবারে আদর্শস্থানীয়। হ্যের মাইয়ার, আপনি যদি অনুগ্রহ করে একবার আপনার কাজের পরিচয়সূচক বিশিষ্ট মুদ্রাটি আমাদের দেখান! (অট্টো খালি হাতে স্ক্রু লাগানোর ভঙ্গি করে।) ধন্যবাদ। শুয়োরের বাচ্চাটা এখনো পুরো ডাগর হয়নি। আউফ্ হবীড্যারজেএন। স্ক্রু-ড্রাইভার পদপ্রার্থীর জন্য তালি বাজান। (নিজেই নিজেকে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানায়।)

নীরবতা।

অট্টো (এবার আপন মনে যুক্তিমতো কথা বলতে শুরু করে)। আমি একজন মজদুর। ম-জ-দু-র! ডাক্তার না, উকিল না, ট্যাক্স কনসালটাণ্ট না, মন্ত্রী না, কারখানার মালিক না।

নীরবতা।

অট্টো। আমি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট নই। অদ্ভুত। আমি চাই বা না চাই, কিছু আসে যায় না।

চতুর্থ দৃশ্য : চালিয়াৎ

অট্টো আর মার্থা, একটা ছোট কফি হাউস-এ।

মার্থা। তুমি এসে ভালো করেছ।
অট্টো। ইচ্ছে করছিল, তুমি কেমন আছ দেখে আসি। চোদ্দ দিন হয়ে গেছে দেখা হয়নি, কিছু ঘটে গেছে কিনা কে জানে! আমি তো প্রায় সাহসই পাচ্ছিলাম না।
মার্থা। কেন?
অট্টো। যদি অন্য লোকটার মুখোমুখি পড়ে যাই?
মার্থা (তাকায়)।
অট্টো। কাজ ভালো লাগছে?
মার্থা। না, কাজটাই ভালো নয়, তাই। তবে খালি হলে অন্য কোথাও আমাকে দেবে। বাড়িতে পরার চপ্পল বিক্রি করার কাজ বড় একঘেয়ে।

নীরবতা।

অট্টো। এখন যদি বলি, ফিরে চল, আবার সব আগের মতো, তাহলেও তুমি এখন যাবে না?
মার্থা। না।
অট্টো। কিন্তু তোমার কাজ করতে যখন ভালো লাগে না! আমার ওখানে তোমায় কাজ করতে হবে না।
মার্থা (মুচকি হাসে)।
অট্টো। আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাও না?
মার্থা। না।

নীরবতা।

অট্টো। আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে তোমার দিকেই লাভের ভাগ জমেছে, আমার দিকে ক্ষতি। এ এক বিশ্রী ব্যাপার। আগে আমি কেমন সুখী ছিলাম। এখন রাতে বাড়িতে বসে কত সব আজেবাজে ভাবি।

মার্থা। কেন বলো তো?

অট্টো। ধর, আমি নিজেকে বোঝাতে চাই, আমি অন্ধ হয়ে যাব।

মার্থা। তুমি অন্ধ হতে যাবে কেন?

অট্টো (বিশেষ ঘটা করে)। সে তো আমিও জানি, তবু আমি নিজেকে বোঝাই। তখন আমি ভাবি, আমি যদি একা একটা পাহাড়ের চুড়োয় নির্জন কুটিরে বাস করতাম, একেবারে ওপরে কোথাও, তাহলে কী হতে পারত। হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম ভাঙতে খেয়াল হল, কাউণ্ট অফ মনটি ক্রিসটো-র মতো ঈগলের বাসা থেকে ছিটকে পড়া জঞ্জালের আঘাতে আমি অন্ধ হয়ে গেছি। কোথাও কোনো লোক নেই, টেলিফোন নেই, কাউকে খবর দেবার কোনো উপায় নেই। (নিজের এই কল্পনার কথা ভেবে হাসে।) কুটিরের মধ্যে আমার কোনো অসুবিধে হয় না, বুঝলে, হাতড়ে হাতড়ে পথ করে নিই, কিন্তু আমাকে তো বাইরে বেরিয়ে নিচে যেতে হবে। কারণ, খাবার-দাবার যা আছে তাতে ঠিক দু দিন চলবে। আমি অন্ধ, নিচে নামবার পথ খুঁজে পাবো কি করে? তার মানে নিশ্চিত মৃত্যু, কোথাও কোনো জঙ্গলের মধ্যে, না দেখতে পেয়ে, পথ ভুল করে ফেলে, আছাড় খেয়ে তলিয়ে যাব, কেউ আমার গলা শুনতে পাবে না। অবশ্য কুটিরে থেকে গেলেও একই দশা হত···। (হাসে।)

স্বল্প নীরবতা।

অট্টো। তুমি যে নেই সেটাই খারাপ লাগে।

মার্থা (তাকায়)।

অট্টো। আমাকে আর একবার করতে দেবে?

মার্থা (তাকায়)।

অট্টো। অন্য লোকটাকে তো দাও?

মার্থা (তাকায়)।

অট্টো। এক্ষুনি বলছি না, পরে কোনো এক সময়।

মার্থা (তাকায়)।

নীরবতা।

অট্টো। আমি এক বেশ্যার কাছে গেছলাম। পঞ্চাশটা মার্ক গচ্চা গেল, আমি কিছু করতেই পারলাম না। আমি বেশ্যাটাকে একবার জিজ্ঞেসও করেছিলাম :

অর্ধেকটা ফেরত দেবে? মেয়েটা না বলল, কিচ্ছু ফেরত দিল না।
মার্থা। শুধু শুধু অত টাকা নষ্ট!
অট্টো (মাথা নাড়ে)।
মার্থা (ইচ্ছে করে খোঁচা দিয়ে)। হাত মারতে খরচা কম।
অট্টো (অবাক চোখে তাকায়, আক্রমণটা বুঝতে পারে)। হ্যাঁ।

নীরবতা।

অট্টো। আবার যদি একেবারে শুরু থেকে শুরু করা যায়?
মার্থা। শুরু কর।
অট্টো। আমি বলছিলাম, দুজনে মিলে।
মার্থা। অসম্ভব, সেটা তুমি খুব ভালো করেই জানো।
অট্টো। একবার ফ্ল্যাট লণ্ডভণ্ড করেছি বলেই আলাদা হয়ে যেতে হবে!
মার্থা। না।

নীরবতা।

অট্টো। এখনো তোমার কাজ করতে ভালো লাগে?
মার্থা। এখন অবধি কখনোই আমার কাজ করতে ভালো লাগেনি। তবে বাড়িতে যা ছিল তার চেয়ে এও ভালো। শুধু রাত্রে পা দুটো এমন ভারী লাগে, মনে হয় কেউ যেন পায়ের মধ্যে একশো লিটার জল ভরে দিয়েছে।
অট্টো। ফিরে যাবার কথা একবারও মনে হয় না?
মার্থা। একটা ছোট রেডিও কিনে নিয়েছি, আর আগের চেয়ে ভালোই আছি। (চুপ করে থাকে।)
অট্টো। একেবারেই ভাবো না?
মার্থা। যেখানে জানো কোনো উত্তর দেওয়া যায় না, বোকার মতো প্রশ্ন কর না।
অট্টো। লোকটা কে?
মার্থা। কোন লোকটা?
অট্টো। যাকে পেয়েছ, সেই অন্য লোকটা, তার কথা বলছি।
মার্থা। এই তোমারই মতো। (হাসে।)
অট্টো। সেকথা বিশ্বাস করি না।
মার্থা। জানতাম তুমি বিশ্বাস করবে না।
অট্টো। একটু ভালো কাউকে খুঁজে পেলে না?
মার্থা। এ লোকটাও বিবাহিত, আমার মতো, শুধু তার বৌকে সে কিছু জানায় না, আমি তোমায় যেমন সব বলে দিই।

অট্টো। কোথাকার?

মার্থা। কোম্পানিতেই কাজ করে। আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে যদি সত্যি সত্যিই এভাবে চলতে হয়, তাহলে আমার সাহায্যের দরকার হবে। নইলে তোমার কাছে ফিরে যেতে হবে, আর সেটা আমি চাই না। এমনি করে আলাপ হয়।

অট্টো। আগে তুমি মোটেও এভাবে কথা বলতে না।

মার্থা। আগে যা ছিল, ছিল। এখন যা, এখন তা-ই। বুঝতে পারছ? (অট্টোর দিকে তাকায়।) যদি ব্যবহৃত হতে হয়, তবে কিন্তু একবারই, অট্টো।

অট্টো। শুয়োরের বাচ্চা।

মার্থা (তাকায়)।

পঞ্চম দৃশ্য : আমি

রান্নাঘরে। সন্ধ্যায়। অট্টো পড়ছে।

অট্টো (আপন মনে)। আমি যদি জানতাম, মার্থা, যে তুমি আমাকে ভালোবাসো, তুমি যদি জানতে আমি আসলে কেমন, তাহলে আমি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখতাম।—তুমি কেমন বলো তো?—ধর, আমি যখন বেশিক্ষণ পড়তে চেষ্টা করি, তখন আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ি। এখন আমি একা একা পড়তে চাই, বুঝলে, আর এখন আমি দেখছি, আমার অস্বস্তি হয়, না, বুঝলে, আমি পড়তে পারি না, কিন্তু অস্বস্তি হয়, বিশেষ করে যখন আমি বেশিক্ষণ পড়তে চাই, যেমন কদিন আগে হল। কত তো ডকটরেট আছে, কত বিদেশী ভাষা! ফিরে আসবে? না। (দরজার কাছে যায়, অনিশ্চিত, দরজার স্পাইহোল দিয়ে বাইরেটা দেখে, দ্রুত দরজাটা খোলে।)

নীরবতা।

অট্টো (আবার দরজা বন্ধ করে দেয়। বাইরে কেউ নেই)। ঘুমনো যাক। সেই ভালো।

ষষ্ঠ দৃশ্য : হু ইজ হু?

রবিবার বিকেলবেলা। অট্টো বসবার ঘরে সব সাজিয়ে রেখেছে, লুডহিবগ-এর সঙ্গে একসঙ্গে বসে আছে। ওরা কফি আর শ্নাপ্‌স্‌ খাচ্ছে।

অট্টো। পথ ভুলে তাহলে এলি একবার? ভালো করেছিস।

লুডহিবগ (মাথা নাড়ে)। আমি তো বলেই ছিলাম, সময় পেলে চলে আসব।
অটো। খুশির কথা। প্রোস্ট।
লুডহিবগ। প্রোস্ট (ওরা শ্নাপস্ খায়।)

নীরবতা।

অটো। তুই কি এখনো রাজমিস্ত্রি হতে চাস?
লুডহিবগ। হ্যাঁ, বাবা।
অটো। জানিস, তার মানে কী, সারা জীবন ধরে?
লুডহিবগ। কাজ করা।
অটো (তাকায়)। তুই ব্যাংক-এ কাজ করলে বরং আমি খুশি হতাম।
লুডহিবগ। রাজমিস্ত্রি হলে আমি ব্যাংক-এর পিওনের চেয়ে বেশি রোজগার করব।
অটো। কিন্তু মজদুর হওয়ার মানেই তুই হবি একটা গুহ্যদ্বার, সকাল থেকে রাত অবধি ময়লা ঘেঁটে ময়লা হবি। তুই কোনো পাব-এ গেলে বার-মেড তোর হাত দেখেই ধরে ফেলবে, এ কোনো ভদ্দরলোক নয়।
লুডহিবগ। তুমিও তো একজন মজদুর, আর তা-ও শুধু কাজ করতে করতেই শিখেছ।
অটো। সেটাই তো আমার আফশোস। এখনো মনে আছে, তুই বলেছিলি, তোমার মতো হওয়ার চেয়ে বরং মরব, তাও ভালো?
লুডহিবগ (মাথা নাড়ে)।

নীরবতা।

অটো। আমার মতো হওয়ার চেয়ে বরং মরতে চেয়েছিলি কেন?
লুডহিবগ। সে আমি বলব না।
অটো। কারণ আমি কেউ না, আমি কোনো আদর্শ পুরুষ নই।

স্বল্প নীরবতা।

লুডহিবগ। তুমি যা, তা-ই নিয়েই তো তুমি খুশি?
অটো। ইচ্ছে করে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। পারলে তা-ই করতাম।

নীরবতা।

অটো। ওটা কোনো ওজরই নয়। আমার মনে হয়, যেন একটা গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, আর ইচ্ছে করে ওপরে উঠে পড়ি, যেখানে আলো আছে,

আমার থেকে দশ মিটার উঁচুতে। কিন্তু সেখানে ধরবার কিছু নেই, সব পিছল। (হাসে।) একটু বেশি মদ পেটে পড়লেই ইচ্ছে করে একটা ব্লেড দিয়ে নিজেকে ওপর থেকে নিচ অবধি চিরে ফেলি; মনে হয়, তখন হয়তো খোলস ছেড়ে অন্য কেউ একটা বেরিয়ে আসবে, সে-ই আসলে আমি, যাকে শুধু পথটাই বাধা দিচ্ছিল।

লুডহিবগ। ব্যাঙ রাজা।

অট্টো। বাপকে নিয়ে তামাশা করছিস?

লুডহিবগ। না।

অট্টো। তাতে ক্ষতি নেই। আমার ইচ্ছে, তুই যেন এই দুর্দশায় না পড়িস। মানুষের এমন একটা কিছু দরকার যার মধ্যে সে নিজেকে চিনতে পারে, যা নিয়ে সে গর্ব বোধ করতে পারে।

নীরবতা।

অট্টো। জনগণ।

লুডহিবগ। তুমি তো জনগণ নও, তুমি তার চেয়ে ছোট।

অট্টো। তা তো বটেই, কারণ আমার লক্ষ্যে আমি পৌঁছতে পারিনি, অথচ লক্ষ্য আছে।

লুডহিবগ। কী সেটা?

অট্টো। তুই যে কেবল রাজমিস্ত্রি হতে চাস, লুডহিবগ, যদিও আমি তোর সাফল্যই কামনা করব, তবু, বুঝলি, তুইও ঠিক আমার মতোই হবি, তখন তোর আমার কথা মনে হবে। দিন আসবে যখন দুনিয়ার পুরো ব্যাপারটা তোর কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন দেখবি, এই দুনিয়ায় যে রাজমিস্ত্রি সে কিচ্ছু নয়। তখন বুঝবি, পৃথিবীতে অন্য অনেক কিছু আছে, একেবারে আলাদা অনেক কিছু। (মাথা নাড়ে।) তখন তুই একেবারে আমার মতো হয়ে যাবি, সে আমি বলে দিচ্ছি।

লুডহিবগ। না।

অট্টো (মুচকি হাসে)।

লুডহিবগ। কারণ আমি তো শুধু একজন রাজমিস্ত্রি হতে চাই না, একজন মানুষও হতে চাই।

নীরবতা।

অট্টো। দেখা যাক।

নীরবতা।

লুডহিব্গ। তুমি একজন কেউ নও বলে যখন তুমি সন্তুষ্ট নও, তখন তা হয়ে উঠতে তোমার বাধাটা কোথায়?

অট্টো। শুধু স্বপ্ন!

লুডহিব্গ। হ্যাঁ, তা-ই তো। বেচারা বাবা।

অট্টো। আচ্ছা, তুই কি জানিস, নিজের সঙ্গে মানুষ কেমন করে কথা বলে?

লুডহিব্গ। না।

অট্টো। আমি জানি। তখন আমি নিজেকে একটা কিছু বানিয়ে ফেলি। (হাসে।)

লুডহিব্গ। তুমি তখন বড়লোক হয়ে যাও?

অট্টো। ধনদৌলত তেমন থাকে না, থাকে প্রতিষ্ঠা আর সাফল্য।

লুডহিব্গ। আর তখন তোমাকে সোনা দিয়ে ওজন করলে···

অট্টো (হাসে)। আগা খানের মতো···

লুডহিব্গ। ···তখনও তো মানুষটা একই থাকবে।

অট্টো। কিন্তু টাকাটাই আমাকে ওপরে তুলে দেবে।

লুডহিব্গ (তার বাবার দিকে তাকায়)।

অট্টো। জানিস, আমার প্রায়ই মনে হয়, জীবনের যে কটা বছর বাকি আছে, সব দিয়ে দিতে পারি একটা জিনিসের জন্য···

লুডহিব্গ। কী সেটা?

অট্টো। ভগবান, যদি আর দশ সেণ্টিমিটার লম্বা করে দিতে, আর একটু রূপবান করে দিতে, তাহলেই সমস্ত মেয়ে আমার দিকে তাকাত, আর কাউকে পছন্দ হলে তার দিকে তাকিয়ে শুধু একবার একটুখানি হাসতাম, আর তখনই সে আমার কাছে চলে আসত, আমাকে ভালোবাসত; অনেক বন্ধু থাকত, কারণ আমি তখন বড়লোক; সবাই আমার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াত, আমি পুরো পৃথিবীটা চক্কর দিয়ে বেড়াতাম। যেখানেই যেতাম লোকে নিতে আসত, অভিনন্দন জানাত। কোনো দুঃখ থাকত না, নিঃসঙ্গতা থাকত না, দুর্ভাগ্য থাকত না, থাকত কেবল মুক্তি।

লুডহিব্গ। তারপর বছরটা শেষ হয়ে গেলে?

অট্টো (তাকায়)। একটা লম্বা বছর!

স্বল্প নীরবতা।

অট্টো। আমি একটা বেশ্যার কাছে গেছলাম, জানিস! তোকে কথাটা বলা ঠিক নয়, তবে আজ সবই সমান।

লুডহিব্গ। শুয়োর একটা!

অট্টো (হাসে)। তোর মা আমাকে আর চায় না। তাই একটা পথ বার করতেই হবে। মহিলাটি এখন, মানে, আরেকজনের সঙ্গে আছে।

লুডহিবগ। আর যদি তুমি আবার যাও?
অট্টো। আমাকে তাড়িয়ে দেবে।
লুডহিবগ। ওখানে একবার গেছলে?
অট্টো। আমার আর সাহস হয় না।
লুডহিবগ। কেন?
অট্টো। যদি অন্য লোকটা সবসময় ওখানে থাকে।

নীরবতা।

লুডহিবগ। এবার তাহলে আমি আবার যাই।
অট্টো (তাকায়)।
লুডহিবগ (উঠে দাঁড়ায়)।
অট্টো। আর দশটা মিনিট থাক।

সপ্তম দৃশ্য : বিদায়

মার্থার সাব-লেট-করা ঘর। সঙ্গমের পর, দুজনেই বিছানায়। ওরা খুব নিচু স্বরে কথা বলছে।

অট্টো। এখন তোমার দুজন পুরুষ।

স্বল্প নীরবতা।

অট্টো। আমার কিন্তু দুটো মেয়েমানুষ নেই।
মার্থা। একটা খুঁজে নাও না।
অট্টো। তুমি ছাড়া আমাকে কেউ চায় না।
মার্থা। আমি বিশ্বাস করি না।
অট্টো। আমি যদি শপথ করে বলি।
মার্থা। বোকা মাগী সব।
অট্টো। তুমি ছাড়া আমার গতি নেই। বীভৎস।
মার্থা। গাধা।

নীরবতা।

অট্টো। তোমার যে স্বামী আছে, অন্য লোকটা তা জানে?
মার্থা। জানে বই কি, সেকথা তো আমিই তাকে বলেছি।

অট্টো। তখন ও কী বলে?

মার্থা। কি আবার বলবে, তারও তো বউ আছে। সেকথা তো তোমাকে বলেছি।

নীরবতা।

অট্টো। লোকটা কেমন করে করে?

মার্থা। কী?

অট্টো। এই ধর, পিছন থেকে?

মার্থা। ওসব আজে-বাজে কথা রাখো তো, অট্টো।

অট্টো। আমারই মতো, নাকি আরো মোলায়েম করে?

মার্থা। চুপ কর।

অট্টো। আমার মতোই?

মার্থা। হ্যাঁ-া।

অট্টো। শুয়োর একটা!

মার্থা। কী?

অট্টো। শুয়োর একটা!

নীরবতা।

মার্থা। তুমি এখনো ঠিক একই রকম রয়েছ।

অট্টো। তুমি আমাকে আড়াল করে রেখেছিলে, আর এখন আমি উলঙ্গ।

মার্থা। আফশোসের কথা।

অট্টো। আর এখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

মার্থা। অন্য কথা বলা যাক। কারখানার খবর কী?

অট্টো। বরাবরের মতোই। খারাপ।

মার্থা। তোমার চোখে শুধু খারাপটাই পড়ে।

অট্টো। এদিকে আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়, তোমার মধ্যে ঢুকে পড়ি, আর কোনোদিন বেরিয়ে আসতে চাই না। ছেলেমানুষি, তাই না?

মার্থা (হাসে)।

নীরবতা।

অট্টো। আর এখন কেমন চলছে?

মার্থা। সামনের মাসে আমার অন্য একটা ডিপার্টমেন্ট-এ যাবার কথা আছে।

অট্টো। কোনো ভালো চিন্তা তোমার মাথায় আসে না। অদ্ভুত। আমি তো ওসব কথা জানতে চাইনি।

মার্থা। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটার দাম আছে।

অট্টো। কখনো বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?

মার্থা। করেই তো।

অট্টো। তোমাকে চাই।

মার্থা। কথাটা ঠিক নয়। তুমি নির্ঝঞ্ঝাটের মানুষ, বেশি কাজ কর না। আর লুডহিবগ-ও ইদানীং গোলমাল এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। আমি ওকে দিলে ও নিজের গেঞ্জি-জাঙিগয়া নিজেই কাচতে চেয়েছে। কিন্তু সবই যখন চলে গেছে তখন আর বাড়ির কাজ করার কোনো মানে হয় না।

অট্টো। তুমি এখন বিবেকের দংশনে কাতর এক নারী, কি বল!

মার্থা। তাহলে তুমি খুশি হতে। সারাটা সকাল আমি বসে বসে কেঁদেছি একটা কুকুরের মতো, কোনো কিছুর জন্য নয়। কোনো বিশেষ কারণই ছিল না। দরকারি কাজগুলো সেরে স্রেফ রান্নাঘরের টেবিলের কাছে গিয়ে বসেছি, বসে অপেক্ষা করেছি কতক্ষণে চোখে জল আসবে। বুঝলে? (হাসে।) এখন যদি আমি কোথাও গিয়ে বসে কাঁদতে শুরু করি, দোকানের লোকজন বেশ দুকথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু এখন আর আমার তা দরকারই হয় না। কারণ, বেঁচে থাকতে হলে আমাকে রোজগার করতে হবে!

অট্টো। মায়া মমতা বলতে তোমার আর কিছু নেই। একেবারে পুরুষমানুষের মতো কথা বলছ।

মার্থা। তাহলে একটা মেয়েমানুষ খুঁজে নাও।

অট্টো। আমাকে আর শ্রদ্ধা কর না? জানি, কারণ অন্য লোকটা আমার চেয়ে ভালো।

মার্থা। যদি এভাবে আর কথা বলো, অট্টো, তাহলে বলে দিলাম, এই বিছানায় এই তোমার প্রথম ও শেষ বার।

অট্টো (হাসে)।

নীরবতা।

অট্টো। আর আমি যদি নিজেকে এমনভাবে শুধরে নিই যে তুমি আর আমাকে চিনতেই পারবে না!

মার্থা (তাকায়)।

অট্টো। তাহলে তোমার সুবিধে হত।

মার্থা। আমি এবার উঠব।

কথানুরূপ আচরণ করে। অট্টো তাকিয়ে থাকে।

অষ্টম দৃশ্য : মানুষ

অট্টো একা রান্নাঘরে। গভীর রাত। মাতাল। বিপর্যস্ত।

অট্টো (আপন মনে)। মার্থা, তোমার জন্যে ভীষণ মন কেমন করছে। তাকালেই দেখতে পাই, আমি অনেক দূরে দাঁড়িয়ে। আমার গায়ের চামড়া ব্রোঞ্জ-এর মতো। আমি একটা কঠিন কাজ করছি, ঘামছি। হঠাৎ দেখি তুমি ছুটতে ছুটতে আসছ, আমাকে খুঁজছ। আমাকে দেখতে পেয়ে তুমি আমার কাছে এসে কি একটা বলতে গেলে। আর সঙ্গে সঙ্গেই আঁতকে উঠলে। আমার বড় বড় চোখ, সুন্দর একটা মুখ, ভয় নেই, বোকামি নেই, কিন্তু তবু আমি আমিই।

কথা বলা শেষ হতেই অট্টো-র মুখটা খুবই অস্বাভাবিক ও বিশ্রী হয়ে ওঠে। সামনে পড়ে থাকা চটি বইটার পাতা উলটে চলে, তারপর প্যাণ্ট খুলে ফেলে হস্তমৈথুন শুরু করে, দুর্বল নিরাসক্তিতে। একটু পরেই তার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করে তার মুখের ওপর দিয়ে। সে কাঁদতে থাকে।

নবম দৃশ্য : সমাপ্ত

মার্থা-র সাব-লেট-করা ঘরে। মার্থা আর লুডহিবগ, পরস্পরকে জড়িয়ে।

মার্থা। তোকে তোর বাবা পাঠিয়েছে?
লুডহিবগ (মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করে)।
মার্থা। কতদিন তোকে দেখিনি।
লুডহিবগ। তুমিই তো ডুব মেরেছ।
মার্থা (হাসে)। আমাকে ঘর পালটাতে হয়েছে। তোর বাবা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি।
লুডহিবগ। আর কোনোদিন বাড়ি যাবে না?
মার্থা (মাথা ঝাঁকিয়ে 'না' জানায়)।
লুডহিবগ। আমিও যাব না।

নীরবতা।

লুডহিবগ (চারদিক তাকিয়ে দেখে)।
মার্থা। জীবন বলতে যা বোঝায়, এটা অবশ্য তা নয়। কিন্তু একটা বুড়ির পক্ষে···

লুডহিবগ। এই পাগলামি শুরু করলে···

মার্থা। কোম্পানিগুলোর কাছে আমি তো একটা বুড়িই, যার কোনো পেশার শিক্ষা নেই। (হাসে।) আমাকে যদি কাউফহোফ-এর জুতোর ডিপার্টমেণ্ট-এ না নিত···

লুডহিবগ (হাসে)।

মার্থা। সারাদিন আমি বাড়িতে-পরা চপ্পল বেচি। আমার নিজের একটা টেবিল আছে, সেটার দায়িত্ব আমার। ক্যাশ-এ এখনো যেতে পারিনি। তবে একবার নিজেকে বিশ্বাসের পাত্র প্রমাণ করতে পারলে তাও হয়ে যাবে।

নীরবতা।

মার্থা। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয়, ঘুম থেকে উঠেই সোজা বাড়ি চলে যাই।

লুডহিবগ। তাহলে আমিও যাব।

মার্থা (মাথা নাড়ে)। যখন আমার আর ক্ষমতা থাকবে না, আর কাজ করতে পারব না। (হাসে।) আসলে কাজটা কঠিন নয়। আমার দায়িত্ব শুধু নিজের টেবিলটা, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, একটু গোছগাছ করে রাখি, যাতে সাজানো থেকেই কিনতে লোভ হয়, লোকে যেমন কথায় বলে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি খবরাখবর দিই। কেউ কিছু কিনলে আমি তা প্যাকেটে বেঁধে ক্যাশ-এ পৌঁছে দিই। অনেক পীস বিক্রি হয়ে গেলে বেসমেণ্ট থেকে আবার ফ্রেশ মাল নিয়ে আসি। আর নতুন মাল এমনিতেই আসে মাসে একবার। (কাঁদতে থাকে।)

লুডহিবগ। বাড়ি চল, মা।

মার্থা। আমি জানতাম না, একটা জায়গায় থেকে আমার কতটা অভ্যেস হয়ে গেছে, সেখানেই আমার থাকা উচিত। কখনো কখনো ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার সারা শরীরটা কাঁপতে থাকে।

নীরবতা।

আমার অভ্যেস নেই। তাই। নয়তো খুবই সহজ হতে পারত। সাইজ নিয়ে খুব একটা ঝামেলা নেই। সাধারণ মাপের চেয়ে আধ নম্বর বড়। (মুচকি হাসে।) সন্ধ্যে হলে ফিরে এসে বসি, সারাটা দিন এক নাগাড়ে দৌড়নোর শেষে।

নীরবতা।

মার্থা। তখন আসে তোর বাবা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে আলোচনা করবে, আর এদিকে আমি তখন ভীষণ ক্লান্ত, আর মাথায় অন্য চিন্তাও

আছে। এখন আর আসে না, এই নতুন ঠিকানা এখনো জানতে পারেনি। (মুচকি হাসে।) খবরদার, যদি বলে দিস···

লুডহিবগ (মাথা ঝাঁকিয়ে 'না' জানায়)।

মার্থা। আমি তাকে এমন কথাও বলেছি যে, আমার অন্য একজন লোক আছে, যাতে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয়। (মুচকি হাসে।)

লুডহিবগ। আছে নাকি একজন?

মার্থা। বোকা ছেলে! এত জলদি কোথায় পাব?

লুডহিবগ (নিশ্চিন্ত হয়ে হাসে)।

মার্থা। আর তুই, তুই খুশি?

লুডহিবগ। আগের চেয়ে ভালো আছি।

মার্থা (মুচকি হাসে, মাথা নাড়ে)।

লুডহিবগ। বাবাকে এখন আর ভালোবাসো না?

মার্থা। ভালোবাসা কাকে বলে?——আমি ওকে শেষ কটা বছর সহ্য করেছি, তোর বাবাকে, সেটাই স্বাভাবিক।

লুডহিবগ। কিন্তু ভালোবাসা ছিল না।

মার্থা। কে জানে!——অন্য কথা বলি। (হাসে।) বাড়িতে-পরার চপ্পলের দিকে আমি আর তাকাতে পারি না। এমনকি আমার নিজেরগুলোর দিকেও নয়। ওগুলো আমি বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি, কাউফহোফ থেকে নয়।

লুডহিবগ। চোরাই? (মুচকি হাসে।)

মার্থা। গাধা!

নীরবতা।

মার্থা। সম্ভব হলে আমাকে নাকি অন্য একটা ডিপার্টমেণ্ট-এ পাঠাবে, কথা দিয়েছে। খাবারের ডিপার্টমেণ্ট-এ। এখন ঐটেই ভরসা বলে মনে হয়। ঐ কাজটা অনেক ভালো লাগবে, অনেক মজা আছে।

লুডহিবগ। আমার কাজটা এখনই বেশ মজার।

মার্থা। তুই যে একটা কিছু শিখছিস। ঐখানেই তফাত।

নীরবতা।

মার্থা (চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল মুখের ওপর, মুছে নেয়)।

লুডহিবগ। এবার থামো, মা।

মার্থা (মাথা নাড়ে)। নিশ্চয়ই। যত সব।

নীরবতা।

মার্থা। গতকাল সিনেমায় গেছলাম। এই প্রথম। আর জানিস, সেখানে কী হয়েছে? সিনেমা শেষ হতে আমি যখন বাইরে টাঙানো ছবিগুলো দেখছি—তখন একজন সত্যি সত্যিই এসে আমার সঙ্গে কথা বলল, আমাদেরই বয়সী, জানতে চাইল, তার সঙ্গে খেতে যেতে রাজি আছি কিনা। (মুচকি হাসে।) আমি অবশ্য কোনো উত্তর না দিয়েই সাথে সাথেই চলে এসেছি।···

লুডহিবগ। তোমার ভাগ্য হয়তো ফিরে যেত···

মার্থা। লোকটা বেশ ভালো দেখতে।

লুডহিবগ। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকলে কেমন হয়?

মার্থা (মুচকি হাসে)।

লুডহিবগ। আমি এখন যেখানে আছি, সেখানে থাকতে পারব না। কোম্পানি ওখানে শুধু বিদেশী মজদুরদের থাকতে দেয়। আঠারো বছর বয়স হলে নিয়মের ব্যতিক্রম করে।

মার্থা (মাথা নাড়ে)। তোর সাহস আছে, সেটা ভালো।

লুডহিবগ। আমাকে একবার তোমার হাতটা দেবে!

মার্থা (হাত বাড়িয়ে ধরে)।

লুডহিবগ (চাপ দেয়)।

মার্থা। উ-উঃ!

লুডহিবগ (হাসে)। দেখলে!

নীরবতা।

লুডহিবগ। এস না, আমরা একসঙ্গে থাকি, নইলে বাবাকে এই নতুন ঠিকানা বলে দেব। (হাসে।)

মার্থা। ব্ল্যাকমেল করছিস!

নীরবতা।

মার্থা। হয়তো দু-চার মাস পরে, যখন প্রত্যেকে নিজের নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারবে। নইলে আমাকে তোর দেখাশোনা করতে হবে, আবার নিজের কথাও ভাবতে হবে, সে অভ্যেস আমার হয়নি।

লুডহিবগ। আর বাবা?

মার্থা। (কাঁধ ঝাঁকিয়ে, শান্ত স্বরে)। তাকেও করতে হবে।

লুডহিবগ। কী?

মার্থা। আমরা যা করছি। শিখতে হবে।